...আমি কোরআনকে বুঝার জন্য
সহজ করে দিয়েছি ... (৫৪:১৭)

কালার কোডেড উচ্চারণ ও অনুবাদ সহ

সহজ কোরআন

আমলের ১৩টি ফজিলতপূর্ণ সূরাসহ
সহজ ৪৭ টি সূরা



আমলের বিশেষ ফযীলতপূর্ণ সূরাসমূহ

১০০% সহীহ্ শুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত শেখা অভিজ্ঞ উস্তাদের অধীনে থেকেই সম্ভব। আরবী উচ্চারণ বাংলা ভাষায় কেমন হতে পারে শুধুমাত্র এটা বুঝার জন্যই উচ্চারণ দেয়া হলো।

৩৭টি সহজ সূরা– ৩০তম পারা

সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ
আয়াত ৭, রুকূ‘ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্‌বিল্‌ ‘আ-লামীন। ২। আর্‌রাহ্‌মা-নির

১. সমস্ত প্রশংসা মহা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে– ২. যিনি পরম দয়ালু,

الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

রহীম। ৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্‌ দীন। ৪। ইয়্যা-কা না‘বুদু

সীমাহীন মেহেরবান, ৩. প্রতিদান দিবসের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা‘ঈন। ৫। ইহ্‌দিনাছ্‌ ছিরা-ত্বল্‌ মুস্তাক্বীম।

এবং একমাত্র তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

৬। ছিরা-ত্বল্‌ লাযীনা আন্‌-‘আম্‌তা ‘আলাইহিম। ৭। গইরিল্‌ মাগদূবি

৬. তাদের পথ– যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ,
৭. তাদের পথ নয়– যাদের প্রতি অভিশাপ দেয়া হয়েছে

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

‘আলাইহিম ওয়া লাদ দা–ল্লীন।

এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথও নয়।

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

রুকূ' ১ — সূরা-১১২ ঃ আল-ইখ্লা-ছ — আয়াত ৪

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ

১। কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। ২। আল্লা-হুছ্ছামাদ্। ৩। লাম ইয়ালিদ

১. (হে নবী) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, একক, ২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি

وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

ওয়া লাম্ ইয়ূলাদ্ ৪। ওয়া লাম্ ইয়া কুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্।

এবং জন্মগ্রহণ করেননি, ৪. আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।

রুকূ' ১ — সূরা-১১৩ ঃ আল ফালাক্ব — আয়াত ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

১। কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব ২। মিন্ শার্রি মা-খালাক্ব

১. (হে নবী) তুমি বলো, আমি প্রভাতের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

৩। ওয়া মিন্ শার্রি গা-ছিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব্ ৪। ওয়া মিন্ শার্রিন্ নাফ্ফা-ছাতি

৩. অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন রাত গভীর হয়, ৪. গিরায় ফুঁক দানকারিণী যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে,

فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

ফিল্ 'উক্বাদ ৫। ওয়া মিন্ শার্রি হা-ছিদিন ইযা- হাছাদ্।

৫. এবং হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে– যখন সে হিংসা করে।

রুকূ' ১ — সূরা-১১৪ ঃ আন্ না-ছ — আয়াত ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾

১। কুল আ'উযু বিরাব্বিন না-ছ ২। মালিকিন না-ছ

১. (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর কাছে, ২. (যিনি) মানুষের বাদশাহ,

إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

৩। ইলা- হিন্ না-ছ ৪। মিন্ শার্‌রিল ওয়াছ ওয়া-ছিল খান্ না-ছ।

৩. (আশ্রয় চাই) মানুষের ইলাহ্‌র কাছে, ৪. কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দিয়ে গা ঢাকা দেয়,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ

৫। আল্‌লাযী ইউওয়াছ্‌ওয়ীছু ফী ছুদূরিন্ না-ছ ৬। মিনাল জিন্‌নাতি

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়, ৬. (সে) জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক

وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

ওয়ান্ না-ছ।

এবং মানুষদের মধ্য থেকে হোক।

সূরা-২ ঃ আল-বাক্বারা

আয়াতুল কুরসী | মদিনায় অবতীর্ণ | আয়াত ২৫৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

২৫৫। আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্‌লা- হুওয়া আল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম; লা- তা খুযুহূ ছিনাতুঁও

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তন্দ্রা এবং নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না;

وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن

ওয়া লা- নাওম্; লাহূ মা- ফিছছামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্; মান্

আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর মালিকানাধীন; এমন কে আছে যে

ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

যাল্ লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ ইনদাহূ- ইল্‌লা-বিইয্‌নিহ; ইয়া'লামু মা- বাইনা

তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি তাদের সামনের এবং তাদের পিছনের সব কিছুই জানেন,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

আইদীহিম ওয়া মা- খল্‌ফাহুম ওয়া লা- ইয়ুহীতূনা বিশাইয়িম মিন্

তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত তার জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না,

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

'ইলমিহী ইল্লা- বিমা- শা-য়া, ওয়া ছি'আ কুর্‌ছিইয়্যুহুছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ,

তাঁর কুরসী আসমান এবং যমীন পরিবেষ্টন করে আছে,

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

ওয়া লা- ইয়াউদুহূ হিফ্‌জু হুমা- ; ওয়া হুওয়াল 'আলিয়্যুল 'আজীম্।

এই দুটো সংরক্ষণের কাজ তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি শ্রেষ্ঠ মহান।

আ-মানার রাছূলু

সূরা-২ ঃ আল-বাক্বারা

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৮৫-২৮৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ

২৮৫। আ-মানার রছূলু বিমা- উন্‌যিলা ইলাইহি মির রব্‌বিহী ওয়াল মুমিনূন;

২৮৫. রাসূল এবং মুমিনগণ সে কিতাবের উপর ঈমান এনেছে যা তাঁর প্রতি তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে,

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا

কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-য়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী, লা-

প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর।

نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا

নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম মির্ রুছুলিহী ওয়া ক্ব-লূ ছামি'না-

(তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না; তারা বলে, আমরা শুনলাম

وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

ওয়া আত্ব'না গুফ্‌রা-নাকা রব্‌বানা- ওয়া ইলাইকাল মাছীর্।

এবং আনুগত্য করলাম, হে আমাদের রব, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছেই ফিরে যাওয়ার জায়গা।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا

২৮৬। লা- ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফছান ইল্লা উছ্'আহা-; লাহা- মা- কাছাবাত ওয়া 'আলাইহা-
২৮৬. আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে

مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا

মাক্‌তাছাবাত; রব্‌বানা- লা- তুআ-খিয্‌না- ইন্‌নাছীনা-
যা সে অর্জন করেছে এবং তার উপর তাই বর্তাবে যা সে কামাই করেছে। হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই

اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا

আও আখ্‌ত্বা'না-; রব্‌বানা- ওয়া লা- তাহ্‌মিল 'আলাইনা- ইছ্‌রান কামা-
অথবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিওনা যেমন

حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا

হামাল্‌তাহু 'আলাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিনা-; রব্‌বানা- ওয়া লা- তুহাম্মিল্‌না-
আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়েছিলে, হে আমাদের রব, যে বোঝা বহনের শক্তি আমাদের

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ٚ وَ اغْفِرْ لَنَا ٚ

মা-লা-ত্ব-ক্বাতা লানা-বিহ্,ওয়া'ফু 'আন্‌না- ওয়াগফিরলানা-
নেই তা তুমি আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, তুমি আমাদেরকে মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করে দাও।

وَ ارْحَمْنَا ٚ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

ওয়ার্‌হাম্‌না- আনতা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।
আমাদের উপর দয়া করো। তুমিই আমাদের বন্ধু, অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

সূরা-৩ ঃ আলে ইমরান

ইন্‌না ফী খাল্‌ক্বিছ — মদীনায় অবতীর্ণ — আয়াত ১৯০-২০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ

১৯০। ইন্‌না ফী খল্‌ক্বিছ ছামাওয়া-তি ওয়াল আর্‌দি ওয়াখ্‌তিলা-ফিল
১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ

লাইলি ওয়ান্নাহা-রি লা আ-ইয়া-তিল লিউলিল আল্‌বা-ব্‌। ১৯১। আল্লাযীনা
দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ১৯১.
যারা

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ক্বিইয়া-মাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা জুনূবিহিম
দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا

ওয়া ইয়াতাফাক্কারূনা ফী খল্‌ক্বিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রব্‌বানা- মা-
এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে (তারা বলে), হে আমাদের রব!
এইসব

خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

খলাক্ব্‌তা হা-যা- বা-তিলা-ন ছুব্‌হা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান না-র্‌।
তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি, আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব তুমি আমাদেরকে
জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا

১৯২। রব্‌বানা- ইন্নাকা মান্ তুদ্‌খিলিন্‌না-রা ফাক্বদ আখ্‌যাইতাহূ ওয়া মা-
১৯২. হে আমাদের রব! যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে
তুমি অপমানিত করবে।

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

লিজ্জ-লিমীনা মিন্ আনছ-র্‌। ১৯৩। রাব্‌বানা- ইন্নানা-ছামি'না মুনাদিইয়াই
(আর) যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। ১৯৩. হে আমাদের রব! আমরা
অবশ্যই শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী

يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖۗ

ইয়ুনা-দী লিল্ ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ বিরব্‌বিকুম ফাআ-মান্‌না
ঈমানের দিকে এই মর্মে আহ্বান করছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনো,
সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি,

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا

রব্‌বানা ফাগ্‌ফিরলানা- যুনূবানা- ওয়া কাফ্‌ফির 'আন্‌না-ছাইয়িআ-তিনা-
অতএব হে আমাদের রব! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করো, আমাদের থেকে
আমাদের গুনাহসমূহ মুছে দাও

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا

ওয়া তাওয়াফ্ফানা-মা'আল আবরা-র। ১৯৪। রব্বানা- ওয়া আ-তিনা- মা- ওয়া'আত্তানা
এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করো। ১৯৪. হে আমাদের রব! তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে যে ওয়াদা আমাদের সাথে করেছো

عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا

'আলা রুছুলিকা ওয়া লা তুখ্যিনা ইয়াওমাল ক্বিইয়া-মাহ্; ইন্নাকা লা-
তা তুমি আমাদেরকে দান করো এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি

تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ

তুখ্লিফুল মী'আ-দ। ১৯৫। ফাছ্তাজা-বা লাহুম রব্বুহুম আন্নি
অঙ্গিকার ভঙ্গ করো না। ১৯৫. অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে (এই বলে) সাড়া দিলেন যে,

لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ

লা- উদী'উ 'আমালা 'আ-মিলিম মিন্কুম মিন্ যাকারিন আও উন্ছা
পুরুষ অথবা নারী হোক তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করবো না।

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا

বা'দুকুম মিম বা'দিন ফাল্লাযীনা হা-জারূ ওয়া উখ্রিজূ
তোমরা তো একে অপরেরই অংশ, সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে,

مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا

মিন্ দিইয়া-রিহিম ওয়া উযূ ফী ছাবীলী ওয়া ক্ব-তালূ ওয়া কুতিলূ
আমার পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, যারা লড়াই করেছে এবং জীবন দিয়েছে,

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ

লা উকাফ্ফিরন্না 'আন্হুম ছাইয়িআ-তিহিম ওয়া লাউদ্খিলান্নাহুম জান্না-তিন
অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবো, অবশ্যই আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো,

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

তাজ্রী, মিন্ তাহ্তিহাল আন্হা-রু, ছাওয়া-বাম মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্;
যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার,

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ

ওয়াল্লাহু 'ইন্দাহূ হুছনুছ ছাওয়া-ব্ । ১৯৬ । লা- ইয়াগুর্রান্নাকা তাক্বল্লুবুল
আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহর কাছেই রয়েছে! ১৯৬. (হে নবী)

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ

লাযীনা কাফারূ ফিল্‌বিলা-দ্ । ১৯৭ । মাতা'উন ক্বলীলুন ছুম্মা
জনপদসমূহে কাফিরদের পদচারণা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। ১৯৭. (কাফিরদের ধন-সম্পদ) সামান্য ভোগের বস্তু। এরপর

مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ

মা'ওয়াহুম জাহান্নাম; ওয়া বিছাল মিহা-দ্ । ১৯৮ । লা- কিনিললাযীনাত্
তাদের ঠিকান হবে জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল! ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

তাক্বও রব্‌বাহুম লাহুম জান্না-তুন তাজরী মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু
প্রভুকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ

খ-লিদীনা ফীহা নুযুলাম মিন্ 'ইনদিল্লা-হি, ওয়া মা 'ইন্দাল্লা-হি খাইরুল
সেখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমান হিসেবে চিরকাল থাকবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম!

لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

লিল্‌আব্‌রা-র । ১৯৯ । ওয়া ইন্না মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি লামাইঁ ইয়ুঁমিনু বিল্লা-হি
১৯৯. অবশ্যই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে,

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ

ওয়া মা- উন্‌যিলা ইলাইকুম ওয়া মা- উন্‌যিলা ইলাইহিম খ-শি'ঈনা লিল্লা-হি
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব বিশ্বাস করে, এরা আল্লাহর ভীত সন্ত্রস্ত বিনয়ী বান্দা,

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰۗئِكَ لَهُمْ

লা- ইয়াশ্‌তারূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ছামানান ক্বলীলা; উলা–য়িকা লাহুম
এরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে না, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

আজরুহুম 'ইন্‌দা রব্বিহিম ইন্নাল্লা-হা ছারী'উল হিছা-ব।
যাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে প্রতিদান, অবশ্যই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

২০০। ইয়া- আইয়ুহা-ল লাযীনা আ-মানুছবিরূ ওয়া ছা-বিরূ ওয়া রা-বিত্বূ
২০০. হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, সুদৃঢ় থেকো এবং তৎপর থেকো,

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

ওয়াত্‌তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহূন্‌।
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় সফলকাম হতে পারবে!

সূরা-১৮ ঃ আল-কাহ্‌ফ

আলহাম্‌দু | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ১-১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

১। আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্‌ লাযী- আন্‌যালা 'আলা- 'আব্‌দিহিল কিতা-বা ওয়া লাম
১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাবটি নাযিল করেছেন

يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا

ইয়াজ্‌'আল লাহূ 'ইওয়াজা-। ২। ক্বইয়িমাল লিইয়ুন্‌যিরা বা'ছান শাদীদাম
এবং এর জন্য বক্রতা রাখেননি; ২. এটা সুদৃঢ় করেছেন যেন সে তার পক্ষ হতে এক কঠিন বিপদের বিষয় সতর্ক করতে পারে

مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

মিল্‌লাদুন্‌হু ওয়া ইয়ুবাশ শিরল মুমিনীনাল্‌ লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্
এবং যারা নেক কাজ করে, এমন মুমিনদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দিতে পারে যে,

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَاكِثِينَ فِيهِ

ছ-লিহা-তি আন্‌না লাহুম আজ্‌রান হাছানা ৩। মা- কিছীনা ফীহি
তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বিনিময়, ৩. সেখানে তারা

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্‌

أَبَدًا ۝٣ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝٤

আবাদাও ৪। ওয়া ইয়ুনযিরাল্ লাযীনা ক্ব-লুত্ তাখযাল্লা-হু ওয়ালাদা।
চিরকাল থাকবে ৪. এবং সে তাদেরকেও সর্তক করতে পারে যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ

৫। মা-লাহুম বিহী মিন্ 'ইল্মিও ওয়া লা- লিআ-বা-য়িহিম্; কাবুরত কালিমাতান তাখ্রুজু
৫. এ বিষয় তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছেও নেই; এটা খুব মারাত্মক কথা, যা তাদের

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝٥ فَلَعَلَّكَ

মিন্ আফ্ওয়া- হিহিম্; ইইঁয়াকূলূনা ইল্লা- কাযিবা। ৬। ফালা'আল্লাকা
মুখ থেকে বের হচ্ছে; তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলছে না। ৬. (হে নবী,) তারা যদি

بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا

বা-খি'উন্নাফ্ছাকা 'আলা- আ-ছা-রিহিম ইল লাম ইয়ু'মিনূ বিহা-যাল
এ কথার ওপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় তুমি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনকে সংকটের মধ্যে ফেলে দিবে।

الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً

হাদীছি আছাফা। ৭। ইন্না- জা'আল্না- মা-'আলাল আরদি যীনাতাল্
৭. যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি তা যমীনে তার জন্যে সৌন্দর্যময় করে দিয়েছি,

لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ

লাহা- লিনাব্লুওয়াহুম আইইয়ুহুম আহ্ছানু 'আমালা-। ৮। ওয়া ইন্না- লাজা-'ইলূনা
যেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে বেশি উত্তম। ৮. যা কিছু তার উপর আছে, অবশ্যই আমি তা

مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

মা- 'আলাইহা- ছ'ঈদান জুরুযা। ৯। আম হাছিব্তা আন্না আছ্হা-বাল
উদ্ভিদশূন্য মাটি বানিয়ে ফেলবো। ৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো,

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝٩

কাহ্ফি ওয়ার্ রক্বীমি কা-নূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা- 'আজাবা।
গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا

১০। ইয্ আওয়াল ফিত্ইয়াতু ইলাল কাহ্ফি ফাক্ব-লূ রব্বানা- আ-তিনা-
১০. যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের রব!

مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

মিল্লা দুন্কা রহ্মাতাও ওয়া হাইয়ি লানা- মিন আম্রিনা- রশাদা-।
তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো এবং আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য সঠিকভাবে পূর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

সূরা-৫৯ ঃ আল হাশর

হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ২২-২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ

২২। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা-ইলা-হা ইল্লাহুওয়া 'আ-লিমুল গইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি
২২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি দৃশ্য এবং অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী,

هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا

হুওয়ার রহ্মা-নুর রহীম্। ২৩। হুওয়াল্লা- হুল লাযী লা ইলা-হা ইল্লা-
তিনি দয়াময়, পরম করুণাময়। ২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই,

هُوَ ۖ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

হুওয়া- আল-মালিকুল কুদ্দূছুছ ছালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল
তিনি মালিক, পূত পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক,

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

'আযীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির; ছুব্হা-নাল্লা-হি 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন।
পরাক্রমশালী, প্রবল, মাহাত্ম্যের অধিকারী; আল্লাহ পবিত্র ওই সব থেকে তারা যাদেরকে (তার সাথে) শরীক করে।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ

২৪। হুওয়াল্লা-হুল খ-লিকুল বা-রি'উল মুছাওওয়িরু লাহুল আছ্মা-'উল
২৪. তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, রূপদাতা, তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ; আকাশমণ্ডলী ও

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ

হুছ্না-; ইয়ুছাব্বিহু লাহূ মা- ফিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দি ওয়া হুওয়াল
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

'আযীযুল হাকীম।
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' ৫ | সূরা-৩৬ ঃ ইয়াসীন | আয়াত ৮৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

১। ইয়াছী-ন ২। ওয়াল কুরআ-নিল হাকীম ৩। ইন্নাকা লামিনাল মুরছালীন্।
১. ইয়াসীন, ২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ, ৩. অবশ্যই তুমি রাসূলদের মধ্য হতে একজন,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

৪। 'আলা- ছিরা-তিম মুছ্তাক্বীম। ৫। তানযীলাল 'আযীযির রাহীম্।
৪. সরল সঠিক পথের ওপর, ৫. পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু আল্লাহ-এর পক্ষ থেকেই (এই কুরআন) অবতীর্ণ;

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

৬। লিতুন্যিরা ক্বওমা-ম মা-উন্যিরা আ-বা-উহুম ফাহুম গা-ফিলূন্।
৬. এই জন্য যে, তুমি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করবে, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল হয়ে আছে।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

৭। লাক্বাদ হাক্কাল ক্বওলু 'আলা- আকছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ু'মিনূন।
৭. তাদের অধিকাংশ লোকের উপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, অতএব তারা ঈমান আনবে না।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ

৮। ইন্না- জা'আল্না-ফী- আ'নাক্বিহিম আগ্লা-লান ফাহিয়া ইলাল আয্ক্বা-নি
৮. আমি তাদের গর্দানে বেড়ি পরিয়েছি, অতঃপর তা তাদের চিবুক পর্যন্ত লাগিয়েছি,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا

ফাহুম মুক্বমাহূন। ৯। ওয়াজা‘আল্না-মিম বাইনী আইদী হিম ছাদ্দাও

ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ৯. আমি তাদের সামনে প্রাচীর

وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

ওয়া মিন্ খল্ফিহিম ছাদ্দান ফাআগ্শাইনা-হুম ফাহুম লা- ইয়ুবছিরূন্।

এবং পেছনেও প্রাচীর স্থাপন করেছি, তারপর তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

১০। ওয়া ছাওয়া-উন ‘আলাইহিম আ আন্যার্তাহুম আম লাম তুনযির্হুম

১০. তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা সতর্ক না করো, এটা তাদের জন্যে সমান কথা,

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

লা- ইয়ুমিনূন্। ১১। ইন্না মা- তুন্যিরু মানিত্তাবা‘আয যিকরা

তারা ঈমান আনবে না। ১১. তুমি শুধু তাকে সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ অনুসরণ করে

وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

ওয়াখাশিইয়ার রহমা-না বিল্ গইবি ফাবাশ্শির্হু বিমাগ্ফিরাতিঁও

এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে, অতএব তুমি তাকে ক্ষমা ও

وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ

ওয়াআজ্রিন কারীম। ১২। ইন্না- নাহ্নু নুহ্য়িল মাওতা- ওয়ানাক্তুবু

সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২. আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিখে রাখি,

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ

মা-ক্বদ্দামূ ওয়াআ-ছা-রহুম; ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহ্ছইনা-হু ফী- ইমা-মিম

প্রতিটি জিনিসকে আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ

মুবীন্। ১৩। ওয়াদ্রিব্ লাহুম মাছালান আছ্হা-বাল ক্বর্ইয়াহ্। ইয্

১৩. (হে নবী,) তুমি তাদের কাছে একটি জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত পেশ করো, যখন

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

জা-'আহাল মুর্ছালূন্। ১৪। ইয্ আর্ছালনা ইলাইহিমুছ নাইনি
তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন রাসূল এসেছিলো, ১৪. আমি যখন তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ করলাম

فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ

ফাকায্যাবূ হুমা- ফা'আয্যায্না- বিছা-লিছিন ফাক্বা-লূ- ইন্না- ইলাইকুম
তখন তারা তাদেরকে মিথ্যুক বললো, এরপর আমি তৃতীয় একজনের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করলাম, অতঃপর তারা বললো, অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে

مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ

মুর্ছালূন্। ১৫। ক্বা-লূ মা- আন্তুম ইল্লা- বাশারুম মিছলুনা- ওয়ামা-
রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ১৫. লোকেরা বললো, তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই না

اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

আন্যালার রহ্মা-নু মিন্ শাইয়িন ইন্ আন্তুম ইল্লা- তাক্যিবূন্।
এবং দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই, তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলছো!

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا

১৬। ক্ব-লূ রব্বুনা-ইয়া'লামু ইন্না- ইলাইকুম লামুর্ছালুন্। ১৭। ওয়া মা-
১৬. তারা বললো, আমাদের রব জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল। ১৭. আর

عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا

'আলাইনা- ইল্লাল বালা-গুল্ মুবীন্। ১৮। ক্ব-লূ- ইন্না- তাত্বইয়ার্না-
সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। ১৮. তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করি,

بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

বিকুম্ লায়িল্লাম তান্তাহূ লানার জুমান্নাকুম ওয়া লা ইয়ামাছ ছান্নাকুম
যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং অবশ্যই আমাদের তরফ থেকে

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ

মিন্না-'আযা-বুন আলীম্। ১৯। ক্ব-লূ ত্ব-ইরুকুম মা'আকুম; আইন
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। ১৯. তারা বললো, তোমাদের অশুভ তোমাদের সাথেই লেগে আছে; যদি

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ جَآءَ مِنْ

য়ুককিরতুম; বাল আনতুম ক্বওমুম মুছরিফূন। ২০। ওয়া জা-আ মিন্

তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে এটা কি অশুভ কাজ? বরং তোমরা হচ্ছো একটি সীমালংঘনকারী জাতি।

اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ یَّسْعٰی قَالَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا

আক্বছল মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াছ'আ -ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমিত তাবি'উল

২০. শহরের প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসলো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো,

الْمُرْسَلِیْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا یَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ

মুরছালীন ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা-ইয়াছ্আলুকুম আজরাও ওয়া হুম

২১. অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না, এবং তারা

مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِیَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَ اِلَیْهِ

মুহ্তাদূন। ২২। ওয়া মা- লিইয়া লা- আ'বুদুল্ লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি

হিদায়েতপ্রাপ্ত। ২২. আমার জন্য এমন কি প্রমাণ থাকতে পারে যে, আমি তাঁর ইবাদত করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমরা

تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ یُّرِدْنِ

তুর্জা'উন্। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী- আ-লিহাতান ইয়ুরিদ্নির

সকলেই ফিরে যাবে! ২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু ইলাহ্ গ্রহণ করবো? (যদি) দয়াময়

الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا وَّلَا

রহমা-নু বিদুর্‌রিল লা- তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম শাইয়াও ওয়া লা-

আল্লাহ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না, এবং তারা আমাকে

یُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّیْۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّیْۤ

ইয়ুনক্বিযূন্। ২৪। ইন্নী- ইযাল্লাফী দলা-লিম মুবীন ২৫। ইন্নী-

রক্ষা করতে পারবে না, ২৪. তাদেরকে ইলাহ গ্রহণ করলে তখন অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে যাবো। ২৫. নিশ্চয় আমি

اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ

আ-মানতু বিরব্বিকুম ফাছমা'উন্। ২৬। ক্বীলাদ খুলিল জান্নাহ্;

তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো; ২৬. (মেরে ফেলার পর) তাকে বলা হলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো;

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ

ক্ব-লা ইয়ালাইতা ক্বওমী ইয়া'লামূন্ ২৭। বিমা- গফারলী রব্বী
সে বললো, হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারতো যে– ২৭. আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন

وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ

ওয়া জা'আলানী মিনাল মুক্রমীন্। ২৮। ওয়া মা- আন্যাল্না 'আলা- ক্বওমিহী
এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ২৮. তার (হত্যাকাণ্ডের) পর তার জাতির উপর

مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾

মিম বা'দিহী মিন্ জুনদিম মিনাছ ছামা–'য়ি ওয়া মা- কুন্না-মুনযিলীন্।
আসমান থেকে কোনো বাহিনী অবতরণ করিনি এবং আমি বাহিনী অবতরণকারী ছিলাম না!

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। ইন্ কা-নাত ইল্লা- ছইহাতাঁও ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম খ- মিদূন্।
২৯. তবে যা করেছি তা একটি বিকট গর্জন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরপর তারা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেলো!

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا

৩০। ইয়া-হাছ্রতান 'আলাল 'ইবা-দি মা-ইয়া'তীহিম মির রাছূলিন ইল্লা-
৩০. বান্দাদের জন্য আক্ষেপ তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তার সাথে

كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا

কা-নূ বিহী ইয়াছ্ তাহ্যিউন্। ৩১। আলাম ইয়ারও কাম আহ্লাক্না-
বিদ্রূপ করেছে! ৩১. তারা কি দেখেনি যে,

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

ক্বব্লাহুম মিনাল কুরূনি আন্নাহুম ইলাইহিম লা- ইয়ার্জি'উন্।
তাদের পূর্বে আমি কতো জাতিকে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না;

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰيَةٌ

৩২। ওয়া ইন্ কুল্লুল্ লাম্মা-জামী'উল্ লাদাইনা- মুহ্দরূন্। ৩৩। ওয়া আ-ইয়াতুল্
৩২. তাদের সবাইকে অবশ্যই আমার কাছে হাযির করা হবে। ৩৩. তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا

লাহুমুল আর্‌দুল মাইতাতু আহ্‌ইয়াইনা-হা- ওয়া আখ্‌রজ্‌না- মিন্‌হা-
মৃত যমীন, যাকে আমি জীবিত করেছি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করেছি,

حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ

হাব্‌বান ফামিন্‌হু ইয়া'কুলূন্। ৩৪। ওয়াজা'আল্‌না-ফীহা-জান্‌না-তিম মিন্‌
এরপর তা থেকে তারা আহার করে। ৩৪. আমি তার মধ্যে

نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

নাখীলিঁও ওয়াআ'না বিও ওয়া ফাজ্‌জার্‌না- ফিহা-মিনাল 'উইয়ূন্।
খেজুর ও আঙুরের বাগান বানিয়ে দিয়েছি এবং প্রবাহিত করেছি তার মধ্যে অনেক ঝর্ণা,

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا

৩৫। লিয়া'কুলূ মিন্‌ ছামারিহী ওয়ামা 'আমিলাতহু আইদীহিম্‌; আফালা-
৩৫. যাতে করে তারা তার ফল খেতে পারে, তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি, এরপরও কি তারা

يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا

ইয়াশ্‌কুরূন্। ৩৬। ছুব্‌হা-নাল্‌ লাযী খলাক্বল আয্‌ওয়াজা কুল্‌লাহা-মিম্‌মা-
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে না? ৩৬. পবিত্র তিনি, যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন,

تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

তুম্‌বিতুল আর্‌দু ওয়া মিন্‌ আন্‌ফুছিহিম ওয়া মিম্‌মা- লা- ইয়া'লামূন্।
হোক তা যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে এবং তাদের নিজেদের থেকে, আর এমন সব বস্তু থেকে যা তারা জানে না।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا

৩৭। ওয়াআ-ইয়াতুল্‌ লাহুমুল লাইলু নাছ্‌লাখু মিন্‌হুন্‌ নাহা-রা ফাইযা-
৩৭. তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে তারা

هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ

হুম মুজ্‌লিমূন ৩৮। ওয়াশ্‌শামছু তাজ্‌রী লিমুছ্‌তাক্বর্‌রিল্‌লাহা-;
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ৩৮. সূর্য তার নির্ধারিত অবস্থানে আবর্তন করে;

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿৩৮﴾ وَالْقَمَرَ

যালিকা তাক্বদীরুল 'আযীযিল 'আলীম্। ৩৯। ওয়াল ক্বমারা
এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণ; ৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ,

قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿৩৯﴾

ক্বদ্দারনা-হু মানা-যিলা হাত্তা- 'আ-দাকাল 'উরজূনিল ক্বদীম্।
তার জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছি, এক সময় সে পুরনো খেজুরের ডালের মতো হয়ে যায়।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

৪০। লাশশাম্‌ছু ইয়াম্‌বাগী লাহা- আন তুদ্‌রিকাল ক্বমারা ওয়ালাল
৪০. সূর্যের এ সুযোগ নেই, সে চাঁদকে ধরে ফেলবে

الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿৪০﴾

লাইলু ছা-বিক্বুন নাহা-রু; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিঁই ইয়াছ্‌বাহূন।
এবং রাতের জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে দিনকে অতিক্রম করে আগে চলে যাবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ

৪১। ওয়া আ-ইয়াতুল্ লাহুম আন্‌না-হামাল্‌না যুর্‌রিইয়াতাহুম ফিল্ ফুল্‌কিল
৪১. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।

الْمَشْحُوْنِ ﴿৪১﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿৪২﴾

মাশ্‌হূন্ ৪২। ওয়াখালাক্বনা- লাহুম মিম মিছ্‌লিহী মা- ইয়ার্‌কাবূন্।
৪২. তাদের জন্য আমি নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿৪৩﴾

৪৩। ওয়া ইন্ নাশা নুগ্‌রিক্ব হুম ফালা- ছরীখা লাহুম ওয়ালা হুম ইয়ুন্‌ক্বযূন্।
৪৩. আর যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿৪৪﴾ وَاِذَا قِيْلَ

৪৪। ইল্লা- রহ্‌মাতাম মিন্‌না-ওয়ামাতা-'আন ইলা- হীন্। ৪৫। ওয়া ইযা- ক্বীলা
৪৪. তবে আমার পক্ষ থেকে রহমত ও কিছু কাল উপভোগ করার সুযোগের জন্য তাদেরকে কিনারায় পৌঁছে দেই। ৪৫. যখন তাদের বলা হয়,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

লাহুমুত্‌তাকূ মা-বাইনা আইদীকুম ওয়া মা- খল্‌ফাকুম

তোমরা তোমাদের সামনের এবং পিছনের আযাবকে ভয় করো,

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ

লা‘আল্লাকুম তুর্‌হামূন্। ৪৬। ওয়া মা- তা’তীহিম মিন্ আ-ইয়া-তীম মিন্

তাহলে আশা করা যায়, তোমরা অনুগ্রহ লাভ করবে। ৪৬. যখনই তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহ থেকে কোনো নিদর্শন তাদের কাছে আসে

اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا قِيْلَ

আ-ইয়া-তি রব্‌বিহিম ইল্‌লা- কা-নূ ‘আন্‌হা-মু‘রিদীন্। ৪৭। ওয়া ইযা- ক্বীলা

তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়! ৪৭. যখন তাদেরকে বলা হয়,

لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

লাহুম আনফিকূ মিম্‌মা- রাযাক্বা কুমুল্লা-হু ক্ব-লাল্ লাযীনা কাফারূ

আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন কাফিররা

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ

লিল্ লাযীনা আ-মানূ- আনুত্ব‘ইমু মাল্ লাও ইয়াশা–উল্লা-হু আত্ব‘আমাহূ-

ঈমানদারদেরকে বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন।

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى

ইন্ আন্‌তুম ইল্‌লা- ফী দলা-লিম মুবীন্। ৪৮। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-

(আসলে) তোমরাতো সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত আছো! ৪৮. তারা বলে,

هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا

হা-যাল ওয়া‘দু ইন্ কুন্‌তুম ছ-দিক্বীন্। ৪৯। মা- ইয়ানজুরূনা ইল্লা

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো এই ওয়াদা কখন বাস্তবায়ন হবে? ৪৯. তারা শুধু এক বিকট

صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا

ছইহাতাও ওয়া-হিদাতান তা’খুযুহুম ওয়াহুম ইয়াখিছ্‌ছিমূন্। ৫০। ফালা-

শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে অথচ তারা বাকবিতণ্ডার মধ্যেই লিপ্ত থাকবে। ৫০. সুতরাং

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

ইয়াছ্‌তাত্বী'উনা তাওছিইয়াতাও ওয়া লা- ইলা- আহ্‌লিহিম ইয়ারজি'উন্।
তারা ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না।

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

৫১। ওয়ানুফিখা ফিছ্ ছূরি ফাইযা হুম মিনাল আজদা-ছি ইলা- রব্বিহিম
৫১. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা কবর থেকে উঠে তাদের প্রভুর দিকে ছুটতে থাকবে।

يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ

ইয়ানছিলূন্। ৫২। ক্বা-লূ ইয়া-ওয়াই লানা-মাম বা'আছানা- মিম মারক্বাদিনা-,
৫২. তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো,

هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن

হা-যা- মা- ওয়া'আদার রহ্‌মা-নু ওয়া ছাদাক্বাল মুরছালূন্। ৫৩। ইন্
এটাতো সেই দিন, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন, আর রাসূলগণও (এ ব্যাপারে) সত্য বলেছেন। ৫৩. এটাতো

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

কা-নাত ইল্লা- ছইহাতাও ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম জামী'উল লাদাইনা-
এক বিকট শব্দ ছাড়া আর কিছুই না। মুহূর্তের মধ্যেই তারা সকলে আমার কাছে

مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَلَا

মুহ্‌দরূন্। ৫৪। ফালইয়াওমা লা- তুজ্‌লামু নাফ্‌ছুন শাইআঁও ওয়া লা-
হাযির হবে। ৫৪. সুতরাং আজ কোনো ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অত্যাচারিত হবে না,

تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَٰبَ

তুজ্‌যাওনা ইল্লা- মা-কুনতুম তা'মালূন। ৫৫। ইন্না আছ্‌হা-বাল
আর তোমরা যা করেছিলে তা ছাড়া অন্য প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে না। ৫৫. আজকের এই দিনে অবশ্যই

ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ

জান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন ফাকিহূন্। ৫৬। হুম ওয়াআয্‌ওয়া-জুহুম
জান্নাতের অধিবাসীরা এক মহা আনন্দে লিপ্ত থাকবে, ৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ

فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ

ফী জিলা-লিন 'আলাল আরা-য়িকি মুত্তাকিউন্। ৫৭। লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুও
ছায়াময় পরিবেশে আসনের উপর হেলান দিয়ে অবস্থান করবে। ৫৭. সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফলমূল,

وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾

ওয়ালাহুম মা- ইয়াদ্দা'উন্। ৫৮। ছালা-মুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম্।
তাদের জন্যে আরো থাকবে তারা যা দাবী করবে। ৫৮. পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে বলা হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۹﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ

৫৯। ওয়াম্তা-যুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমূন্। ৬০। আলাম আ'হাদ
৫৯. হে অপরাধীরা, তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।

اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ

ইলাইকুম ইয়া- বানী- আ-দামা আল্লা-তা'বুদুশ শাইত্বা-না ইন্নাহূ
৬০. হে আদমের সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, অবশ্যই

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۶۰﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ

লাকুম 'আদুওয়্যুম মুবীন্। ৬১। ওয়াআনি'বুদূনী হা-যা- ছিরা-তুম
সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, ৬১. আর তোমরা আমারই ইবাদত করো, এটাই হচ্ছে সহজ

مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ

মুছ্তাক্বীম্। ৬২। ওয়ালাক্বদ আদল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাছীর-া; আফালাম
সরল পথ। ৬২. আর অবশ্যই শয়তান– তোমাদের মধ্য থেকে অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে; এরপরও কি তোমরা

تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ

তাকূনূ তা'ক্বিলূন্। ৬৩। হা-যিহী জাহান্নামুল্ লাতী কুনতুম
বুঝমান হওনি? ৬৩. এটাই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিল।

تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

তূ'আদূন্। ৬৪। ইছ্লাওহাল ইয়াওমা বিমা- কুনতুম তাকফুরূন্।
৬৪. আজ তোমরা তার মধ্যে তোমাদের কুফরীর কারণে প্রবেশ করো!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ

৬৫। আল্‌ইয়াওমা নাখ্‌তিমু 'আলা- আফ্‌ওয়া-হিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা- আইদীহিম
৬৫. আজ আমি তাদের মুখের উপর মোহর এটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে,

وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ

ওয়াতাশ্‌হাদু আরজুলুহুম বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌ছিবূন্। ৬৬। ওয়া লাও
তাদের পা তাদের আয় অর্জন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। ৬৬. আমি যদি

نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

নাশাউ– লাত্বমাছ্‌না-'আলা- আ'ইয়ুনিহিম ফাছ্‌তাবাকুছ ছিরাত্বা
ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের চোখের জ্যোতি অবশ্যই বিলোপ করে দিতে পারতাম, তেমনটি করলে এরা কিভাবে তখন চলার পথ

فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى

ফাআন্না-ইয়ুব্‌ছিরূন্। ৬৭। ওয়ালাওনা শাউ– লামাছাখ্‌না-হুম 'আলা-
দেখে নিতো! ৬৭. আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদেরকে নিজ নিজ

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

মাকা-নাতিহিম ফামাছ তাত্ব-'উ মুদিইয়াও ওয়া লা- ইয়ারজী'উন্।
জায়গায়ই আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারতাম, তখন তারা সামনের দিকেও যেতে পারতো না, আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۭ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। ওয়া মান্ নু'আম্মির্‌হু নুনাক্‌কিছ্‌হু ফিল্ খাল্‌ক্ব; আফালা- ইয়া'ক্বিলূন্।
৬৮. আমি যাকেই দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরে নিয়ে যাই; এরপরও কি তারা বুঝে না?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ

৬৯। ওয়া মা- 'আল্লাম্‌না-হুশ শি'রা ওয়া মা- ইয়াম্বাগী লাহু; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্‌রুও
৬৯. আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেয়নি এবং এটা তার জন্য শোভনীয়ও নয়; এটা উপদেশ ও

وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ

ওয়াক্বুর্‌আ-নুম মুবীন্। ৭০। লিইয়ুন্‌যিরা মান্ কা-না হাইয়াও ওয়া ইয়াহিক্ব ক্বল
সুস্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়। ৭০. যাতে করে সে সতর্ক করতে পারে তাকে, যে জীবিত এবং

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا

ক্বওলু 'আলাল কা-ফিরীন্ । ৭১ । আওয়ালাম ইয়ারাও আন্না- খলাক্বনা-
কাফিরদের উপর যেন অভিযোগ প্রমাণিত হয় । ৭১. এরা কি দেখে নাই যে, আমি তাদের জন্য আমার

لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

লাহুম মিম্মা- 'আমিলাত আইদীনা- আন্'আ-মান ফাহুম লাহা-মা-লিকূন্ ।
হাত দিয়ে তৈরি জিনিস দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণি সৃষ্টি করেছি, এরপর তারা এগুলোর মালিক হয়েছে!

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২ । ওয়া যাল্লাল্না-হা লাহুম ফামিন্হা-রাকূবুহুম ওয়া মিন্হা-ইয়া'কুলূন্ ।
৭২. আমিই এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, এখন এদের মধ্য হতে কিছু তাদের বাহন, আর কিছু তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩ । ওয়ালাহুম ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়ামাশা-রিবু; আফালা- ইয়াশ্কুরূন্ ।
৭৩. তার মধ্যে তাদের জন্যে (আরো) অনেক উপকারিতা এবং পানীয় বস্তু রয়েছে; এরপরও কি তারা শোকর আদায় করবে না!

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪ । ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লা'আল্লাহুম ইয়ুন্ছরূন্ ।
৭৪. তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে বহু দেবতা গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে!

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫ । লা- ইয়াছ্তাতী'উনা নাছ্রাহুম ওয়াহুম লাহুম জুন্দুম মুহ্দরূন্ ।
৭৫. (অথচ) তারা তাদের সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কিয়ামতের দিন তাদের) সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্নামে এসে) জড়ো হবে ।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا

৭৬ । ফালা- ইয়াহ্যুন্কা ক্বওলুহুম; ইন্না- না'লামু মা-ইয়ুছিরূনা ওয়া
৭৬. অতএব (হে নবী,) তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় । অবশ্যই আমি জানি যা কিছু এরা গোপন করে এবং

يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ

মা-ইয়ু'লিনূন ৭৭ । আওয়ালাম ইয়ারাল ইন্ছা-নু আন্না-খলাক্বনা-হু মিন্
যা কিছু তারা প্রকাশ করে । ৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি,

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا

নুত্ব ফাতিন ফাইযা-হুওয়া খছীমুম মুবীন্। ৭৮। ওয়া দরাবা লানা-

অথচ সে এখন খোলাখুলি বিতর্ককারী হয়ে গেলো! ৭৮. সে আমার জন্য উপমা পেশ করল

مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ

মাছালাও ওয়া নাছিইয়া খল্ক্বহু; ক্ব-লা মাই ইয়ুহ্ইল 'ইজা-মা ওয়া হিয়া

অথচ লোকটি তার সৃষ্টির কথা ভুলে গেলো; সে বললো, কে হাড়গুলোকে জীবিত করবে অথচ

رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيْٓ أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

রমীম্। ৭৯। কুল ইয়ুহ্য়ীহাল্ লাযী- আন্শায়াহা- আওওয়ালা মার্রহ্;

তা পচে গলে যাবে! ৭৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথম বার এগুলো সৃষ্টি করেছেন;

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খল্ক্বিন 'আলীমুনি ৮০। আল্লাযী জা'আলা লাকুম মিনাশ

তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, ৮০. যিনি তোমাদের জন্যে

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

শাজারিল আখ্দরি না-রন ফাইযা- আন্তুম মিন্হু তূক্বিদূন্।

সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরি করেছেন এরপর তা দ্বারাই তোমরা আগুন জ্বালাচ্ছো।

أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ

৮১। আওয়া লাইছাল্ লাযী খালাক্বছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দা বিক্বা-দিরিন

৮১. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন,

عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

'আলা- আই ইয়াখ্লুক্বা মিছ্লাহুম; বালা-ওয়াহুওয়াল খল্লাকুল 'আলীম্।

তিনি কি তাদের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ সক্ষম, তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ

৮২। ইননামা- আমরুহূ- ইযা- আরা-দা শাইআন আই ইয়াকূলা লাহু কুন

৮২. তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তার নির্দেশনা হলো– তিনি তাকে বলেন– 'হও',

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ

ফাইয়াকুন ৮৩। ফাছুবহা-নাল লাযী বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি
ফলে তা হয়ে যায়। ৮৩. অতএব পবিত্র সে সত্তা যার হাতের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষমতা

شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

শাইয়িও ওয়া ইলাইহি তুরজা'উনন্।
এবং তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

রুকূ' ৩ | সূরা-৫৫ ঃ আর-রহ্‌মান
মদীনায় অবতীর্ণ | আয়াত ৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾

১। আররহমা-নু। ২। 'আল্লামাল কুরআ-ন্। ৩। খলাক্বল ইন্‌ছা-না
১. করুণাময় (আল্লাহ), ২. তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন; ৩. মানুষ সৃষ্টি করেছেন,

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

৪। 'আল্লামাহুল বায়া-ন্। ৫। আশ্‌শামছু ওয়াল্ ক্বমারু বিহুছ্‌বা-নিও।
৪. তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য, চন্দ্র হিসাব মতো চলছে,

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا

৬। ওয়ান্‌নাজ্‌মু ওয়াশ্‌শাজারু ইয়াছ্‌জুদা-ন্। ৭। ওয়াছ্‌ছামা-আ রাফা'আহা-
৬. তৃণলতা ও গাছপালা সাজদা করছে, ৭. আসমানকে তিনি উঁচু করে রেখেছেন

وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾

ওয়া ওয়াদা'আল মীযা-ন্ ৮। আল্লা-তাত্ব গাও ফিল্ মীযা-ন্।
এবং মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, ৮. যেন তোমরা মানদণ্ডে সীমালংঘন না করো।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

৯। ওয়াআক্বীমুল ওয়াযনা বিল্ ক্বিছ্‌তি ওয়া লা- তুখছিরুল মীযা-ন্।
৯. ন্যায়সংগতভাবে তোমরা ওজন প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা মানদণ্ডের ক্ষতি করো না।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ

১০। ওয়াল আর্‌দা ওয়াদা'আহা-লিল আনা-ম্‌ ১১। ফীহা- ফা-কিহাতুও ওয়ান্নাখ্‌লু
১০. তিনি পৃথিবীকে সৃষ্ট জীবের জন্যে (বিছিয়ে) রেখেছেন, ১১. এতে রয়েছে ফলমূল এবং (আরো রয়েছে) খেজুর, যা খোসার আবরণে (ঢাকা) থাকে।

ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

যা-তুল আক্‌মা-ম্‌। ১২। ওয়াল্‌ হাব্‌বু যুলআছফি ওয়ার্‌রইহা-ন্‌।
১২. আরো রয়েছে আবরণ যুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধি ফুল,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ

১৩। ফাবিআইয়ি আ-লা–য়ি রব্‌বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্‌। ১৪। খলাক্বল ইন্‌ছা-না মিন্‌
১৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ১৪. তিনি মানুষকে

صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ

ছল্‌ছা-লিন কাল্‌ফাখ্‌খা-রি ১৫। ওয়াখালাক্বল জা–ন্‌না মিম মা-রিজিম
পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন– ১৫. এবং জিনকে উত্তপ্ত কালচে

مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾ رَبُّ

মিন্‌ না-র। ১৬। ফাবিআইয়ি আ-লা–য়ি রব্‌বিকুমা- তুকাযযিবা-ন্‌। ১৭। রব্‌বুল
আগুন এর শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন, ১৬. অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

মাশরিক্বইনি ওয়া রব্‌বুল মাগ্‌রিবাইন্‌। ১৮। ফাবিআইয়ি আ-লা–য়ি রব্‌বিকুমা-
১৭. তিনি দুই উদয়াচলের রব এবং দুই অস্তাচলেরও রব। ১৮. অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামত

تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا

তুকায্‌যিবা-ন্‌। ১৯। মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়াল্‌তাক্বিইয়া-ন্‌ ২০। বাইনা হুমা-
অস্বীকার করবে! ১৯. তিনি দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন যা পরস্পর মিলিত হয়ে আছে। ২০. তাদের মধ্যে রয়েছে

بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

বারযাখুল লা- ইয়াব্‌গিইয়া-ন্‌। ২১। ফাবি আইয়ি আ-লা–য়ি রব্‌বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্‌।
একটি অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না, ২১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্‌

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

২২। ইয়াখ্রুজু মিন্হুমা-ল লু'লুউ ওয়াল মারজা-ন্। ২৩। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি
২২. উভয় সমুদ্র থেকে প্রবাল ও মুক্তা বের হয়। ২৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ

রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ২৪। ওয়ালাহুল জাওয়া-রিল মুন্শাআ-তু ফিল্ বাহ্রি
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই নির্দেশনায় চলে।

كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ

কাল্আ'লা-ম্। ২৫। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ২৬। কুল্লু
২৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ২৬. ভূপৃষ্ঠের উপর যা কিছু আছে

مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

মান্ 'আলাইহা-ফান্। ২৭। ওয়া ইয়াব্কা-ওয়াজ্হু রব্বিকা যুলজালা-লি
সবই ধ্বংসশীল, ২৭. তোমার প্রভুর সত্তা স্থায়ী থাকবে- যিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ

ওয়াল্ ইক্‌রা-ম্। ২৮। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ২৯। ইয়াছ্আলুহু
২৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ২৯. এই

مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

মান্ ফিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ; কুল্লা ইয়াওমিন হুওয়া ফী শান্।
নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। সর্বদা কোনো না কোনো কাজে তিনি তৎপর রয়েছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ

৩০। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৩১। ছানাফরুগু লাকুম
৩০. অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৩১. হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই

أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

আইয়ুহাছ্ ছাকলা-ন্। ৩২। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।
তোমাদের (হিসাবের) জন্যে কর্মমুক্ত হবো। ৩২. অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا

৩৩। ইয়া মা'শারাল জিননি ওয়াল ইন্ছি ইনিছ্ তাত্ব'তুম আন্ তানফুযু

৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি

مِنْ أَقْطَارِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا

মিন্ আক্বত্ব-রিছ্ছামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দি ফান্ফুযু; লা-

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করতে পারো তাহলে অতিক্রম করো;

تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

তানফুযূনা ইল্লা- বিছুলত্ব-ন্। ৩৪। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্।
কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না, ৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا

৩৫। ইয়ুর্ছালু আলাইকুমা-শুওয়া-জুম্ মিন না-রিও ওয়ানুহা-ছুন ফালা-

৩৫. তোমাদের উপর আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া হবে, তখন তোমরা (তা)

تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا

তানতাছির-ন্। ৩৬। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৩৭। ফাইযান
প্রতিরোধ করতে পারবে না, ৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৩৭. যখন

انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

শাক্ক্বক্বতিছ ছামা-উ ফাকা-নাত ওয়ার্দাতান কাদ্দিহা-ন্।

আসমান ফেটে যাবে তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে যাবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ

৩৮। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৩৯। ফাইয়াওমাইযিল্লা- ইয়ুছআলু
৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৩৯. সেদিন কোনো

عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

আন্ যাম্বিহী- ইনছুও ওয়া লা- জা-ন্। ৪০। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা-
মানুষ ও জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, ৪০. অতঃপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ

তুকায্যিবা-ন্। ৪১। ইয়ু'রফুল মুজরিমূনা বিছীমা-হুম ফাইয়ু'খাযু
নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৪১. অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দ্বারা চিনা যাবে, তারপর তাদের

بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا

বিন্নাওয়া-ছী ওয়াল আক্দা-ম্। ৪২। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা-
কপালের চুল ও পা ধরে ধরে পাকড়াও করা হবে, ৪২. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্

تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا

তুকায্যিবা-ন্। ৪৩। হা-যিহী- জাহান্নামুল্ লাতী ইয়ুকায্যিবু বিহাল
নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৪৩. এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো।

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾

মুজরিমূন্। ৪৪। ইয়াতূফূনা বাইনাহা-ওয়াবাইনা হামীমিন আ-ন্।
৪৪. (সেদিন) তারা জাহান্নাম এবং তার ফুটন্ত পানির মধ্যে ঘুরতে থাকবে।

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ

৪৫। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৪৬। ওয়া লিমান খ-ফা মাক্ব-মা
৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৪৬. যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে,

رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَاۤ

রব্বিহী- জান্নাতা-ন্। ৪৭। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৪৮। যাওয়াতা
তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত। ৪৭. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে। ৪৮. সে (বাগিচা) দুটো

اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا

আফ্না-ন্। ৪৯। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৫০। ফীহিমা-
ঘন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। ৪৯. অতঃপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৫০. সেখানে দুটো

عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

আইনা-নি তাজরিইয়া-ন্। ৫১। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।
ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। ৫১. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۝٥٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ

৫২। ফীহিমা-মিন কুল্‌লি ফা-কিহাতিন যাওজা-ন্। ৫৩। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি
৫২. সেখানে প্রতিটি ফল দু' দু' প্রকারের। ৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٣ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ

রব্‌বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৫৪। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা ফুরুশিম বাত্ব-য়িনুহা- মিন্
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৫৪. তারা সেখানে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানার উপর

إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝٥٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ

ইছ্‌তাবরক্ব; ওয়াজানাল জান্নাতাইনি দা-ন্। ৫৫। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি
হেলান দিয়ে বসবে এবং উদ্যান দুটির ফল তাদের নিকটে ঝুলতে থাকবে। ৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٥ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ الطَّرْفِ لَمْ

রব্‌বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ৫৬। ফীহিন্না ক্বছিরাতুত তরফি লাম
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৫৬. সেখানে (আরো) থাকবে আনতনয়না হুর, যাদেরকে

يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٥٦ فَبِأَيِّ آلَاءِ

ইয়াত্বমিছ্‌হুন্না ইনছুন ক্ববলাহুম ওয়ালা- জান্। ৫৭। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি
তাদের পূর্বে কোনো মানুষ এবং জিন স্পর্শ করেনি। ৫৭. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٧ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨

রব্‌বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ৫৮। কাআন্নাহুন্নাল ইয়া-কূতু ওয়াল্ মারজান্।
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৫৮. মনে হয় যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٩ هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ

৫৯। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্‌বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ৬০। হাল জাযা-উল ইহ্‌ছা-নি
৫৯. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৬০. ভালো কাজের বিনিময়

إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝٦٠ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٦١ وَمِن

ইল্লাল ইহ্‌ছা-ন্। ৬১। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্‌বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৬২। ওয়া মিন্
ভালো ছাড়া আর কি হতে পারে (বলো)! ৬১. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৬২. এ দুটো

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْ

দূনিহিমা- জান্নাতা-ন্। ৬৩। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্ ৬৪। মুদ্
ছাড়াও আরো দুটো উদ্যান রয়েছে। ৬৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৬৪. সে

هَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِیْهِمَا

হা-ম্মাতা-ন্। ৬৫। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৬৬। ফীহিমা-
উদ্যান দুটো হবে সবুজ ও ঘন, ৬৫. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর
কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৬৬. সেখানে থাকবে

عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾

আইনা-নি নাদ্দা-খতা-ন্। ৬৭। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।
দুটো ঝর্ণাধারা, ফোয়ারার মতো উচ্ছল গতিতে অবিরাম বইতে থাকবে। ৬৭. অতএব (হে
মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ

৬৮। ফীহিমা -ফা-কিহাতুও ওয়া নাখ্লুও ওয়া রুম্মান্। ৬৯। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি
৬৮. সেখানে থাকবে ফলমূল– খেজুর ও আনার, ৬৯. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা
তোমাদের

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَیِّ

রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্।৭০। ফীহিন্না খইর-াতুন হিছা-ন্। ৭১। ফাবিআইয়ি
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৭০. সেখানে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী
রমণীগণ। ৭১. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿٧٢﴾

আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৭২। হূরুম্ মাক্বছূরাতুন ফিল্ খিয়া-ম্।
প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৭২. সেখানে হুররা তাঁবুর মধ্যে সংরক্ষিত
রয়েছে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ

৭৩। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্। ৭৪। লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইন্ছুন
৭৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার
করবে! ৭৪. এসব হুরদেরকে তাদের পূর্বে কোনো মানুষ

قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

ক্বব্লাহুম ওয়া লা- জান্। ৭৫। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।
এবং জিন স্পর্শ করেনি। ৭৫. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্
কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

مُتَّكِـِٔيۡنَ عَلٰى رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা- রফ্রফিন খুদ্‌রিও ওয়া'আব্ক্বরিইয়িন হিছা-ন্।
৭৬. এ ব্যক্তিরা সুন্দর সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের উপর হেলান দিয়ে বসবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسۡمُ رَبِّكَ

৭৭। ফাবিআইয়ি আ-লা-য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৭৮। তাবা-রকাছ্‌মু রব্বিকা
৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে! ৭৮. তোমার প্রভুর নাম অনেক অনেক পুণ্যময়,

ذِی الۡجَلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِ ﴿٧٨﴾

যিল জালা-লি ওয়াল্ ইকর-ম্।
যিনি সম্মান ও মহত্ত্বের অধিকারী।

রুকু' ৩ | সূরা-৫৬ ঃ আল-ওয়াক্বি'আ | আয়াত ৯৬
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا وَقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيۡسَ لِوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾

১। ইযা- ওয়াক্বা'আতিল ওয়া-ক্বিআহ্। ২। লাইছা লিওয়াক্ব'আতিহা-কা-যিবাহ্।
১. যখন কেয়ামতের ঘটনাটি সংঘটিত হবে, ২. এটা বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে কোন অস্বীকারকারী থাকবে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ اِذَا رُجَّتِ الۡاَرۡضُ رَجًّا ﴿٤﴾

৩। খ- ফিদাতুর র-ফি'আহ্ ৪। ইযা রুজ্জাতিল আর্‌দু রজ্জা।
৩. এ ঘটনা কাউকে নীচ করে দিবে কাউকে উঁচু করে দিবে, ৪. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে,

وَّبُسَّتِ الۡجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتۡ هَبَآءً مُّنۡۢبَثًّا ﴿٦﴾

৫। ওয়া বুছ্ছাতিল জিবা-লু বাছ্ছা ৬। ফাকা-নাত্ হাবা-আম্ মুম্বাছ্ছাঁও।
৫. এবং পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ৬. অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলাবালিতে রূপান্তরিত হবে,

وَّكُنۡتُمۡ اَزۡوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَاَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ ۙ

৭। ওয়াকুন্‌তুম আযওয়া-জান ছালা-ছাহ্। ৮। ফাআছ্‌হা-বুল মাইমানাতি
৭. তখন তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে; ৮. (প্রথম দল) ডানপন্থি দল,

مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ

মা- আছ্‌হা-বুল মাইমানাহ্‌। ৯। ওয়া আছ্‌হা-বুল মাশ্‌আমাতি

ডানপন্থি দল কতইনা ভাগ্যবান? ৯. (দ্বিতীয় দল) বামপন্থিদের দল,

مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾

মা- আছ্‌হা-বুল মাশ্‌আমাহ্‌। ১০। ওয়াছ্‌ছা-বিকূনাছ ছা-বিকূন

বামপন্থিরা কতইনা হতভাগা? ১০. (তৃতীয়তদল) অগ্রবর্তী দল, এরা অগ্রগামী দল,

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ

১১। উলা-য়িকাল মুক্বার্‌রাবূন্‌। ১২। ফী জান্‌না-তিন না'ঈম্‌। ১৩। ছুল্লাতুম

১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহর) নিকটবর্তী লোক, ১২. তারা নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে থাকবে।

مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ

মিনাল আউয়ালীন ১৪। ওয়াক্বালীলুম মিনাল আ-খিরীন্‌। ১৫। 'আলা-

১৩. তাদের একটি অংশ পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য থেকে, ১৪. আর অল্প সংখক পরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে;

سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾

ছুরুরিম মাওদূনাতিম্‌ ১৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলাইহা- মুতাক্বা-বিলীন্‌।

১৫. (তারা) স্বর্ণখচিত আসনের উপর উপবিষ্ট থাকবে, ১৬. তার উপর তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ

১৭। ইয়াতূফু 'আলাইহিম বিল্‌দা-নুম মুখল্লাদূন ১৮। বিআক্‌ওয়া-বিও

১৭. তাদের চারপাশে চির-কিশোররা ঘুরতে থাকবে, ১৮. পানপাত্র ও

وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا

ওয়াআবা-রীক্বা ওয়াকা'ছিম মিম্‌ মা'ঈনিল্‌ ১৯। লা- ইয়ুছদ্দা'উনা 'আন্‌হা-

প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে (ঘুরতে থাকবে), ১৯. যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথা হবে না,

وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ

ওয়ালা- ইয়ুন্‌যিফূন। ২০। ওয়াফা-কিহাতিম মিম্‌মা- ইয়াতাখইয়ারূন ২১। ওয়ালাহ্‌মি

তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। ২০. (সেখানে থাকবে) তাদের পছন্দমতো ফলমূল; ২১. (থাকবে)

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ

ত্বইরিম মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন। ২২। ওয়াহূরুন 'ঈনূন্। ২৩। কাআম্ছা-লিল

তাদের রুচিসম্মত পাখীর গোশত; ২২. সেখানে থাকবে সুন্দরী সুনয়না হুর, ২৩. তারা

اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

লু'লুয়িল মাক্নূন্। ২৪। জাযা-আম বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।

আবরণে ঢাকা মুক্তার মত। ২৪. তাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ এসব কিছু দেয়া হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا

২৫। লা- ইয়াছ্মা'উনা ফীহা- লাগ্ওয়াও ওয়া লা- তা'ছীমান্ ২৬। ইল্লা- ক্বীলান

২৫. তারা সেখানে কোনো অর্থহীন এবং পাপের কথাবার্তা শুনবে না, ২৬. শুধু বলা হবে

سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ

ছালা-মান ছালা-মা। ২৭। ওয়া আছ্হা-বুল ইয়ামীনি মা-আছ্হা-বুল

শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি! ২৭. এবং ডানপন্থি লোক,

الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾

ইয়ামীন্ ২৮। ফী ছিদ্‌রিম মাখ্দূদিও। ২৯। ওয়াত্বল্হিম মান্দূ দিও

ডানপন্থি লোক কতো ভাগ্যবান। ২৮. তারা অবস্থান করবে কাঁটাবিহীন বরই গাছে, ২৯. কাঁদি কাঁদি কলাসম্বলিত বাগানে,

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ

৩০। ওয়াজিল্লিম মামদূদিও ৩১। ওয়া মা-য়িম মাছ্কূবিও ৩২। ওয়া ফা-কিহাতিন

৩০. সুবিস্তৃত ছায়ার মধ্যে, ৩১. এবং প্রবাহমান পানিতে। ৩২. প্রচুর ফলমূল এর মধ্যে,

كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ

কাছীরাতিল্ ৩৩। লা- মাক্বতূ'আতিও ওয়া লা- মাম্নূ'আতিও ৩৪। ওয়া ফুরুশিম

৩৩. যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না, ৩৪. থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;

مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ

মারফূ'আহ্। ৩৫। ইন্না- আন্শা'না- হুন্না ইন্শা-য়ান্। ৩৬। ফাজা'আল্না-হুন্না

৩৫. আমি তাদের (হুরদের) বিশেষভাবে বানিয়েছি, ৩৬. এবং তাদেরকে

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

أَبْكَارًا ﴿৩৬﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿৩৭﴾ لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿৩৮﴾

আব্কা-রান্ ৩৭। 'উরুবান আত্‌রা-বাল্ ৩৮। লিআছ্‌হা-বিল ইয়ামীন্।
বানিয়েছি কুমারী ৩৭. তারা (হবে) সমবয়সী, ৩৮. (এগুলো সব) ডানপন্থিদের জন্যে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿৩৯﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿৪০﴾

৩৯। ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীনা ৪০। ওয়াছুল্লাতুম মিনাল আ-খিরীন্।
৩৯. এদের একটি দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, ৪০. আরেকটি হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۥ مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿৪১﴾ فِيْ

৪১। ওয়া আছ্‌হা বুশ শিমা-লি মা- আছ্‌হা-বুশ শিমা-ল্। ৪২। ফী
৪১. অপরদিকে বামপন্থি লোক এই বামপন্থি লোক খুব হতভাগা; ৪২. তারা থাকবে

سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿৪২﴾ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿৪৩﴾ لَّا بَارِدٍ

ছামূমিঁও ওয়া হামীমিঁও। ৪৩। ওয়াজিল্লিম মিইয়াহ্‌মূমিল্ ৪৪। লা- বা-রিদিঁও
উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে– ৪৩. এবং কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়, ৪৪. যা শীতল নয়,

وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿৪৪﴾ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿৪৫﴾

ওয়ালা কারীম্। ৪৫। ইন্‌নাহুম কা-নূ ক্ববলা যা-লিকা মুত্‌রফীন্।
এবং আরামদায়কও নয়। ৪৫. নিঃসন্দেহে তারা ইতিপূর্বে বিলাসিতায় লিপ্ত ছিল,

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿৪৬﴾ وَكَانُوْا

৪৬। ওয়া কা-নূ ইয়ুছিররুনা 'আলাল হিন্‌ছিল 'আজীম্। ৪৭। ওয়া কা-নূ
৪৬. এবং বড়ো বড়ো পাপ কাজে অভ্যস্ত ছিলো। ৪৭. তারা

يَقُوْلُوْنَ ۥ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا

ইয়াকূলূনা আয়িযা-মিত্‌না- ওয়াকুন্‌না- তুর-াবাও ওয়া'ইজা-মান আইন্‌না-
বলতো, আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাবো– তখনও কি আমরা পুনরায়

لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿৪৭﴾ أَوَاٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ﴿৪৮﴾ قُلْ إِنَّ

লামাব্'উছূন ৪৮। আওয়া আ-বা–য়ু নাল আওয়ালূন্। ৪৯। কুল ইন্‌নাল
জীবিত হবো? ৪৮. আমাদের বাপ-দাদা এবং পূর্ব পুরুষগণও? ৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো,

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ

আউয়ালীনা ওয়াল্ আ-খিরীনা ৫০। লামাজমূ‘উনা ইলা- মীক্ব-তি

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণও– ৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে

يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ

ইয়াওমিম মা‘লূম্। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম আইয়্যুহা-দ্ দা–ল্লূনাল

অবশ্যই সকলে একত্রিত হবে ! ৫১. অতঃপর বলা হবে, হে পথভ্রষ্ট

الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

মুকাযযিবূন্ ৫২। লাআ-কিলূনা মিন্ শাজারিম মিন্ যাককূমিন্

মিথ্যাচারী ব্যক্তিরা, ৫২. তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে ‘যাক্কুম’ গাছের অংশ থেকে,

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ

৫৩। ফামা-লিয়ূনা মিন্হাল বুতূন্। ৫৪। ফাশা-রিবূনা ‘আলাইহি মিনাল

৫৩. তা দিয়েই তোমরা উদর পূর্ণ করবে, ৫৪. তার উপর তোমরা ফুটন্ত পানি পান করবে,

الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ

হামীম্। ৫৫। ফাশা-রিবূনা শুর্বাল হীম্। ৫৬। হা-যা নুযুলুহুম

৫৫. তোমরা (তা) পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে; ৫৬. এটাই হবে প্রতিদান দিবসে তাদের আপ্যায়ন।

يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

ইয়াওমাদ্দীন্। ৫৭। নাহ্নু খলাক্বনা-কুম ফালাওলা তুছদ্দিকূন্।

৫৭. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি– এখনও কেন তোমরা তা বিশ্বাস করো না?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ

৫৮। আফারআইতুম মা তুম্নূন্। ৫৯। আআনতুম তাখলুকূনাহূ- আম নাহ্নুল

৫৮. তোমরা যে বীর্যপাত করো, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো? ৫৯. তোমরা তা সৃষ্টি করো না আমি তার

الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا

খা-লিকূন্। ৬০। নাহ্নু ক্বাদ্দারনা- বাইনাকুমুল মাওতা ওয়ামা-

সৃষ্টিকর্তা? ৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ

নাহ্নু বিমাছ্বূক্বীন্ ৬১। ‘আলা- আন্ নুবাদ্দিলা আম্ছা-লাকুম
এবং আমি এই বিষয়ে পরাভূতদের মধ্যে গণ্য নই যে– ৬১. আমি তোমাদের মতো মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো

وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

ওয়ানুনশিআকুম ফীমা- লা- তা‘লামূন্। ৬২। ওয়ালাক্বদ ‘আলিম্তুমুন
এবং তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না। ৬২. তোমরা

النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ

নাশ্আতাল উলা-ফালাওলা- তাযাক্কারূন্। ৬৩। আফারায়াইতুম
প্রথম সৃষ্টির সম্পর্কে জানতে পেরেছো, তাহলে এখনও কেন উপদেশ গ্রহণ করছো না? ৬৩. তোমরা যে

مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾

মা-তাহ্রূছূন্। ৬৪। আআন্তুম তায্রা‘উনাহূ- আম নাহ্নুয যা-রি‘উন্।
বীজ বপন করো সে সম্পর্কে কি চিন্তা করেছো? ৬৪. তোমরা তা উৎপন্ন করো না আমি উৎপন্ন করি?

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। লাও নাশা–উ লাজা‘আল্না-হু হুত্বা-মান ফাজল্তুম তাফাক্কাহূন্।
৬৫. আমি যদি চাই তাহলে তা খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, তখন তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,

اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ

৬৬। ইন্না- লামুগ্রমূন্ ৬৭। বাল নাহ্নু মাহ্রূমূন্। ৬৮। আফারাআইতুমুল
৬৬. (তোমরা বলবে, হায়! আজ) আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, ৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে) বঞ্চিত হলাম! ৬৮. কখনো কি তোমরা

الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ

মা–য়াল্লাযী তাশ্রবূন। ৬৯। আআন্তুম আন্যাল্তুমূতুহু মিনাল
পানি নিয়ে ভেবেছো যা তোমরা পান করো; ৬৯. এটা তোমরা মেঘমালা থেকে নামিয়ে আনো–

الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ

মুয্নি আম নাহ্নুল মুন্যিলূন্। ৭০। লাও নাশা–উ জা‘আল্না-হু
না আমি নামিয়ে আনি? ৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে এটাকে

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي

উজা-জান ফালাওলা-তাশকুরূন্। ৭১। আফারআইতুমুন না-রল্ লাতী
লবণাক্ত করে দিতে পারি, এরপরও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না! ৭১.
আগুন– নিয়ে তোমরা কি চিন্তা করেছো যা

تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ

তূরূন্। ৭২। আআনতুম আন্শা'তুম শাজারতাহা- আম্ নাহ্নুল
তোমরা প্রজ্বলিত করো? ৭২. তোমরা এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছো– না আমি এর

الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا

মুন্শিউন্। ৭৩। নাহ্নু জা'আল্না-হা- তাযকিরাতাঁও ওয়ামাতা-'আল
স্রষ্টা? ৭৩. আমিই এটাকে নিদর্শন এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী বানিয়ে দিয়েছি।

لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

লিলমুক্বভীন্। ৭৪। ফাছাব্বিহ বিছ্মি রব্বিকাল 'আজীম্।
৭৪. অতঃপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পড়ো।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ

৭৫। ফালা- উক্বছিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন নুজূমি ৭৬। ওয়া ইন্নাহূ লাক্বছামুল্ লাও
৭৫. আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অস্তাচলের, ৭৬. নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ,

تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَٰبٍ

তা'লামূনা 'আজীম। ৭৭। ইন্নাহূ লাক্বুরআ-নুন কারীমুন্ ৭৮। ফী কিতা-বিম
যদি তোমরা বুঝতে পারো! ৭৭. নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন। ৭৮. এটি রয়েছে একটি
রক্ষিত গ্রন্থে,

مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ

মাক্নূনিল্ ৭৯। লা- ইয়ামাছ্ছুহূ- ইল্লাল মুত্বহহারূন্। ৮০। তান্যীলুম
৭৯. পবিত্র লোকেরা ছাড়া এটা অন্য কেউ স্পর্শ করে না; ৮০. মহাবিশ্বের

مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم

মির রব্বিল 'আ-লামীন্। ৮১। আফাবিহা-যাল হাদীছি আন্তুম
প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ। ৮১. তোমরা কি এই বাণীকে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

মুদহিনূনা ৮২। ওয়াতাজ'আলূনা রিযক্বকুম আন্নাকুম তুকায্যিবূন্।

তুচ্ছ মনে করবে? ৮২. এবং তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে নেবে?

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ

৮৩। ফালাওলা- ইযা- বালাগতিল হুল্‌কূম ৮৪। ওয়া আন্‌তুম হীনায়িযিন

৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌছে যায়, ৮৪. তখন তোমরা

تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا

তানযুরূন্ ৮৫। ওয়া নাহ্‌নু আক্বরাবূ ইলাইহি মিন্‌কুম ওয়া লা- কিল্‌লা-

তাকিয়ে থাকো, ৮৫. এ সময় তোমাদের তুলনায় আমিই তার বেশি কাছে থাকি,

تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

তুব্‌ছিরূন্। ৮৬। ফালাওলা- ইন কুন্‌তুম গইরা মাদীনীন।

কিন্তু তোমরা দেখো না। ৮৬. যদি তোমরা হিসাব দেওয়ার আওতাধীন না হয়ে থাকো।

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ

৮৭। তার্‌জি'উনাহা- ইন্ কুন্‌তুম ছা-দিক্বীন্। ৮৮। ফা আম্‌মা- ইন্ কা-না

৮৭. তাহলে কেন সে প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না, তোমরা যদি সত্যবাদী হও! ৮৮. পক্ষান্তরে- সে যদি

مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

মিনাল মুক্বার্‌রাবীন। ৮৯। ফারওহুঁও ওয়া রাইহা-নুওঁ ওয়াজান্‌নাতু না'ঈম্।

নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের একজন হয়, ৮৯. তাহলে তার জন্যে থাকবে সুখ শান্তি এবং উত্তম আহার্য ও নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ

৯০। ওয়া আম্‌মা- ইন্ কা-না মিন্ আছ্‌হা-বিল ইয়ামীন ৯১। ফাছালা-মূল লাকা

৯০. আর যদি সে ডানপন্থিদের একজন হয়, ৯১. তাহলে (তাকে বলা হবে যে,)

مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ

মিন্ আছ্‌হা-বিল ইয়ামীন্। ৯২। ওয়া আম্‌মা- ইন্ কা-না মিনাল মুকায্যিবীনাদ্

ডানপন্থিদের পক্ষ থেকে তোমার জন্যে সালাম। ৯২. আর যদি সে মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের লোক হয়-

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

الضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

দ্দা–ল্লীন ৯৩। ফানুযুলুম মিন্ হামীমিও ৯৪। ওয়া তাছ্লিইয়াতু জাহীম্।
৯৩. তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা তার আপ্যায়ন হবে– ৯৪. এবং জাহীম নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৫। ইন্না হা-যা লাহুওয়া হাক্কুল ইয়াক্বীন্। ৯৬। ফাছাব্বিহ বিছমি রব্বিকাল ‘আজীম্।
৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য (ঘটনা)। ৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।

রুকূ‘ ২ | আয়াত ৩০

সূরা-৬৭ ঃ আল-মুলক

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَٰرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

১। তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্কু ওয়া হুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন
১. পুণ্যময় সেই সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, তিনি সব কিছুর উপর

قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ

ক্বদীর ২। আল্ লাযী খলক্বাল মাওতা ওয়াল হাইয়া-তা লিইয়াব্লুওয়াকুম
ক্ষমতাবান, ২. যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন এই জন্য যে, তিনি তোমাদের পরীক্ষা করবেন

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِى

আইয়ুকুম আহ্ছানু ‘আমালা-; ওয়া হুওয়াল ‘আযীযুল গফূরু ৩। আল্লাযী
কে তোমাদের মধ্যে আমলের বিবেচনায় উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, তিনি ক্ষমাশীল, ৩. যিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ

খলাক্বা ছাব্‘আ ছামা-ওয়া-তিন ত্বিবা-কা-; মা-তার-া ফী খল্ক্বির
সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তুমি কোনো অসঙ্গতি দেখবে না;

الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن

রহ্মানি মিন্ তাফা-উত্; ফার্জি‘ইল বাছারা হাল তারা-মিন
আবার দৃষ্টি ফিরাও, (কোথাও) কি তুমি কোনো ত্রুটি দেখতে পাও?

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ

ফুতূর্। ৪। ছুম্মার জি‘ইল বাছারা কার্‌রাতাইনি ইয়ান্‌ক্বলিব ইলাইকাল্

৪. তারপর সকাল সন্ধ্যায় তুমি দৃষ্টি ফেরাও, দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে

الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ

বাছারু খা-ছিআঁও ওয়া হুওয়া হাছীর্। ৫। ওয়ালাক্বদ যাইইয়ান্নাছ ছামা–আদ

তোমার কাছে ফিরে আসবে। ৫. আমি নিকটবর্তী আকাশটিকে প্রদীপ দ্বারা সাজিয়ে রেখেছি

الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

দুন্‌ইয়া- বিমাছ-বীহা ওয়াজা‘আল্‌না-হা- রুজূমাল লিশশাইয়াত্বীনি

এবং শয়তানদেরকে তাড়ানোর জন্য আমি এটা তৈরি করে রেখেছি,

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ওয়াআ‘তাদ্‌না-লাহুম ‘আযা-বাছ ছা‘ঈর্। ৬। ওয়া লিললাযীনা কাফারূ

আর তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তিও আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। ৬. যারা তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছে,

بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ

বিরব্‌বিহিম ‘আযা-বু জাহান্‌নামা; ওয়া বিছাল মাছীর্। ৭। ইযা-

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট স্থান! ৭. এর মধ্যে যখন তারা

اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ

উল্‌কূ ফীহা- ছামি‘উ লাহা-শাহীক্বাঁও ওয়াহিয়া তাফূর ৮। তাকা-দু

নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা বিকট শব্দ শুনতে পাবে, আর তা উথাল পাতাল করতে থাকবে, ৮. প্রচণ্ড ক্রোধের

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ

তামাইয়াযু মিনাল গাইজ; কুল্লামা- উল্‌ক্বিয়া ফীহা- ফাওজুন ছাআলাহুম

কারণে তা ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হবে; যখনই কোন একদলকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে

خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ

খযানাতুহা- আলাম ইয়া’তিকুম নাযীর্। ৯। ক্ব-লূ বালা-ক্বদ

তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? ৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

جَآءَنَا نَذِيرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ

জা–য়ানা- নাযীরুন ফাকায্যাব্না- ওয়া কুল্না- মা- নায্যালাল্লা-হু মিন্
সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করেছি, আমরা বলেছি, আল্লাহ কোনো কিছুই নাযিল করেননি;

شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ

শাইয়িন ইন্ আনতুম ইল্লা- ফী দলা-লিন কাবীর্। ৯০। ওয়া ক্ব-লূ লাও
(হে সতর্ককারীগণ বরং) তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত আছো। ১০. তারা বলবে, যদি আমরা

كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

কুন্না- নাছমা'উ আও না'ক্বিলু মা- কুন্না ফী- আছ্হা বিছ ছা'ঈর্।
শুনতাম এবং বুঝতাম! তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গীদের দলভুক্ত হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

১১। ফা'তারাফূ বিযাম্বিহিম ফাছুহ্ক্বল লিআছ্হা-বিছ ছা'ঈর্।
১১. অতঃপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে, সুতরাং ধিক্কার জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

১২। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম বিল্ গইবি লাহুম মাগ্ফিরাতুও
১২. (অপর দিকে) যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা

وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۖ اِنَّهٗ

ওয়াআজ্রুন কাবীর। ১৩। ওয়াআছিব্রূ ক্বওলাকুম আওয়িজ্হারূ বিহ্; ইন্নাহূ
ও বিশাল পুরস্কার। ১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো অথবা উচ্চস্বরে বলো না কেন? অবশ্যই তিনি

عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ

'আলীমুম বিযা-তিছ ছুদূর। ১৪। আলা- ইয়া'লামু মান্ খলাক্ব; ওয়া হুওয়াল
মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও ভালো জানেন। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? (বস্তুত) তিনি

اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

লাতীফুল খবীর্। ১৫। হুওয়াল্লাযী জা'আলা লাকুমুল আর্দা
অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। ১৫. তিনিই ভূমিকে তোমাদের জন্য সুগমন করে বানিয়েছেন,

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ

যালূলান ফা মশূ ফী মানা-কিবিহা- ওয়াকুলূ মির রিয্কিহ্; ওয়া ইলাইহিন
অতএব তোমরা তার কাঁধে চলাচল করো তোমরা তার থেকে রিযিক আহার করো; তাঁর কাছেই

النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ

নুশূর্। ১৬। আআমিন্তুম মান্ ফিছ্ ছা-মায়ি আঁই ইয়াখ্ছিফা
পুনর্জীবন হবে। ১৬. তোমরা কি আকাশে অবস্থানকারী সত্তা থেকে এই বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদেরসহ যমীনকে ধসে দেবেন না?

بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي

বিকুমুল আর্দা ফাইযা- হিইয়া তামূর ১৭। আম আমিন্তুম মান্ ফিছ্
তখন যমীন কম্পমান হবে, ১৭. অথবা তোমরা কি

السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ

ছামা-য়ি আঁই ইয়ুর্ছিলা 'আলাইকুম হা-ছিবা-; ফাছাতা'লামূনা
আকাশের অধিপতি থেকে নিরাপদ হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না? তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে

كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

কাইফা নাযীর। ১৮। ওয়ালাক্বদ কায্যাবাল লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম
কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী! ১৮. তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যাচার করেছে, দেখো,

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۱۸﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ১৯। আওয়া লাম ইয়ারও ইলাত্ ত্বইরি ফাওক্বাহুম
কেমন ছিলো আমার আচরণ! ১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের উপর

صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ

ছা-ফফা-তিও ওয়া ইয়াক্ব্ বিদ্না, মা- ইয়ুম্ছিকুহুন্না ইল্লাররহ্মা-নু;
পাখা বিস্তারকারী এবং পাখা সংকোচনকারী পাখীগুলোকে দেখে না? পরম দয়ালু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে স্থির করে রাখেন না,

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿۱۹﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ

ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইইম বাছীর। ২০। আম্মান হা-যাললাযী হুওয়া জুন্দুল
নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুই দেখেন। ২০. তোমাদের জন্য কি কোন সেনাবাহিনী আছে যারা

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا

লাকুম ইয়ান্‌ছুরুকুম মিন্‌ দুনির রহ্‌মা-ন্‌; ইনিল কা-ফিরূনা ইল্‌লা-

দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? (আসলে) এ সকল কাফিররা

فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ

ফী গুরূর্‌। ২১। আম্মান হা-যাল্লাযী ইয়ার্‌ যুকুকুম ইন্‌ আম্‌ছাকা

ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে, ২১. যদি তিনি তার দেওয়া রিযিক বন্ধ করে দেন। কে আছে, যে তোমাদেরকে

رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ

রিয্‌কুহূ বাল লাজ্জূ ফী 'উতুয়্যিও ওয়ানুফূর্‌। ২২। আফামাই ইয়াম্‌শী

রিযিক প্রদান করবে? বরং তারা অবাধ্যতা এবং উদাসিনতার মধ্যে ডুবে আছে। ২২. যে ব্যক্তি যমীনে

مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ

মুকিব্বান 'আলা- ওয়াজ্‌হিহী- আহ্‌দা- আম্মাই ইয়াম্‌শী ছাওয়িইয়ান 'আলা- ছিরা-তিম

উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি সোজাভাবে সরল পথে চলে সে বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত?

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

মুছ্‌তাক্বীম্‌। ২৩। কুল হুওয়াল্লাযী- আন্‌ শাআকুম ওয়াজা'আলা লাকুমুছ

২৩. (হে নবী,) তুমি বলো, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের

السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

ছাম্‌'আ ওয়াল আব্‌ছ-রা ওয়াল আফ্‌য়িদাহ্‌; ক্বলীলাম মা-তাশ্‌কুরূন্‌।

কান, চোখ এবং অন্তর দিয়েছেন; কিন্তু তোমরা খুব অল্পই শোকর আদায় করে থাকো।

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। কুল্‌ হুওয়াল লাযী যারাআকুম ফিল্‌ আর্‌দি ওয়া ইলাইহি তুহ্‌শারূন্‌।

২৪. তুমি বলো, তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আবার তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-হা-যাল ওয়া'দু ইন কুনতুম ছদিক্বীন।

২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে?

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৬। কুল ইন্নামা-ল্ 'ইল্মু 'ইন্দাল্লা-হি ওয়া ইন্নামা- আনা নাযীরুম মুবীন।
২৬. তুমি বলো, অবশ্যই এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে, আমি শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী!

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ

২৭। ফালাম্মা- রআওহু যুল্ফাতান্ ছী–আত উজূহুল লাযীনা কাফারূ ওয়া ক্বীলা
২৭. যখন তারা এই সময়কে নিকটে দেখবে– তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যাবে এবং বলা হবে,

هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

হা-যাললাযী কুন্তুম বিহী তাদ্দাউন্। ২৮। কুল আরাআইতুম
এ হচ্ছে সেই (ওয়াদাকৃত মহা ধ্বংস), যাকে তোমরা পেতে চাইতে! ২৮. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে,

اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ

ইন্ আহ্লাকানিইয়াল্লা-হু ওয়ামাম মা'ইইয়া আও রাহিমানা-ফামাইঁ
যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সঙ্গী সাথীদের ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন

يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ

ইয়ুজীরুল কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন আলীম্। ২৯। কুল হুওয়ার
এই অবস্থায় কাফিরদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে কে বাঁচাবে? ২৯. তুমি বলো তিনিই হচ্ছেন

الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ

রহ্মা-নু আ-মান্না-বিহী ওয়া'আলাইহি তাওয়াক্কাল্না- ফাছাতা'লামূনা
দয়াময় আল্লাহ, আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপরই ভরসা রেখেছি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে

مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ

মান্ হুওয়া ফী দলা-লিম মুবীন্। ৩০। কুল আরআইতুম্ ইন্ আছ্বাহা
কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিলো? ৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের পানি

مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

মা–উকুম গওরন ফামাইঁ ইয়া'তীকুম বিমাইম্ মা'ঈন।
ভূগর্ভের গভীরে নেমে যায়, তাহলে কে তোমাদের প্রবাহমান পানি নিয়ে আসবে?

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

রুকূ' ১২ | সূরা-১৮ ঃ আল-কাহ্ফ | আয়াত ১১০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ

১। আলহাম্দু লিল্লা-হিল্ লাযী- আন্যালা 'আলা- 'আব্দিহিল কিতা-বা ওয়া লাম

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাবটি নাযিল করেছেন এবং এতে তিনি

يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ (১) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا

ইয়াজ্'আল লাহূ 'ইওয়াজা-। ২। কাইয়িমাল লিইয়ুন্যিরা বা'ছান শাদীদাম

বক্রতা রাখেননি; ২. এটা সুদৃঢ় করেছেন যেন সে তাঁর পক্ষ হতে এক কঠিন বিপদের বিষয় সতর্ক করতে পারে

مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

মিল্লাদুন্হু ওয়া ইয়ুবাশ্ শিরাল মুমিনীনাল্ লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্

এবং যারা নেক কাজ করে, এমন মুমিনদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দিতে পারে (যে),

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (২) مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ

ছা-লিহা-তি আন্না লাহুম আজ্রান হাছানা ৩। মা- কিছীনা ফীহি

তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়, ৩. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে

اَبَدًا (৩) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (৪)

আবাদাঁও ৪। ওয়া ইয়ুন্যিরাল্ লাযীনা ক্বা-লুত্ তাখাযাল্লা-হু ওয়ালাদান,

৪. এবং সে তাদেরকেও সর্তক করতে পারে যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۗ كَبُرَتْ كَلِمَةً

৫। মা-লাহুম বিহী মিন্ 'ইল্মিঁও ওয়া লা- লিআ-বা-য়িহিম্; কাবুরত কালিমাতান

৫. এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছেও নেই; এটা খুব মারাত্মক কথা,

تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۗ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (৫)

তাখ্রুজু মিন্ আফ্ওয়া- হিহিম্; ইয়ঁ ইয়াকূলূনা ইল্লা- কাযিবা।

যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলছে না।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

৬। ফালা‘আল্লাকা বা-খি‘উন্নাফ্ছাকা ‘আলা- আ-ছা-রিহিম ইল লাম ইয়ুমিনূ
৬. (হে নবী,) তারা যদি এ কথার উপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় তুমি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনকে সংকটের

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝٦ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ

বিহা-যাল হাদীছি আছাফা। ৭। ইন্না- জা‘আল্না- মা-‘আলাল আরদি
মধ্যে ফেলে দিবে। ৭. যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি তা যমীনের জন্যে

زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧ وَاِنَّا

ঝীনাতাল্লাহা- লিনাব্লুওয়াহুম আইয়ুহুম আহ্ছানু ‘আমালা-। ৮। ওয়া ইন্না-
সৌন্দর্যময় করে দিয়েছি, যেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে বেশি উত্তম। ৮. যা কিছু

لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝٨ اَمْ حَسِبْتَ

লাজা-‘ইলূনা মা- ‘আলাইহা- ছা‘ঈদান জুরুযা। ৯। আম হাছিব্তা
তার উপর আছে, অবশ্যই আমি তা উদ্ভিদশূন্য মাটি বানিয়ে ফেলব। ৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে কর,

اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا

আন্না আছ্হা-বাল কাহ্ফি ওয়ার্ রাক্বীমি কা-নূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা-
গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল?

عَجَبًا ۝٩ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا

‘আজাবা। ১০। ইয্ আওয়াল ফিত্ইয়াতু ইলাল কাহ্ফি ফাক্বা-লূ
১০. এই যুবকগণ যখন গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলল,

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ

রব্বানা- আ-তিনা-মিল্লাদুন্কা রহ্মাতাও ওয়া হাইয়্যি লানা- মিন
হে আমাদের রব, তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য

اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ

আম্রিনা- রশাদা-। ১১। ফাদারাব্না- ‘আলা- আ-যা-নিহিম ফিল্ কাহ্ফি
সঠিকভাবে পূর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। ১১. অতঃপর আমি গুহার মধ্যে কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর ঘুমের পর্দা

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ

ছিনীনা 'আদাদান ।১২। ছুম্মা বা'আছ্না-হুম লিনা'লামা আইইয়ুল হিঝবাইনি
লাগিয়ে দিলাম। ১২. তারপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এই জন্য যে, আমি জেনে নিতে পারি, দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি

اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

আহ্ছা-লিমা- লাবিছূ- আমাদা। ১৩। নাহ্নু নাকুছ্ছু 'আলাইকা
তাদের অবস্থানকালের সঠিক হিসাব বলতে পারে? ১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে

نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ

নাবাআহুম বিল্হাক্ব; ইন্নাহুম ফিত্ইয়াতুন আ-মানূ বিরব্বিহিম ওয়া ঝিদ্না-হুম
সঠিকভাবে তাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি; অবশ্যই তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের প্রভুর উপর ঈমান এনেছিলো,

هُدًى ﴿١٣﴾ ۖۗ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا

হুদা ১৪। ওয়া রবাত্বনা- 'আলা- কুলূবিহিম ইয্ ক্বা-মূ ফাক্বা-লূ
এবং আমি তাদেরকে হেদায়াতের শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। ১৪. আমি তাদের মনের মধ্যে দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা দাঁড়িয়ে গেল তারপর বলল,

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖٓ

রব্বুনা- রব্বুছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি লান্ নাদ্'উওয়া মিন্ দূনিহী-
আমাদের রব হলেন তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রব, তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকব না,

اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا

ইলা-হাল লাক্বদ কুল্না- ইযান শাত্বত্বা। ১৫। হা- উলা-য়ি ক্বওমুনাত্ তাখাযূ
যদি ডাকি তাহলে আমরা সীমালঙ্ঘনমূলক কথাই বলব। ১৫. এরা হচ্ছে আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, যারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে বহু

مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ

মিন্ দূনিহী- আ-লিহাতা; লাওলা- ইয়া'তূনা 'আলাইহিম বিছুলত্বা-নিম
ইলাহ্ গ্রহণ করেছে; তারা এদের সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন?

بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

বাইয়িনিন; ফামান আজ্লামু মিম্মানিফ্তার-া 'আলাল্লা-হি কাযিবা।
তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে!

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى

১৬। ওয়া ইযি‘তাঝালতুমূহুম ওয়া মা- ইয়া‘বুদূনা ইল্লাল্লা-হা ফা’য়ূ- ইলাল

১৬. (যুবকরা একে অপরকে বলল,) যখন তোমরা তাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই গেলে, তাহলে এখন তোমরা

الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يُهَيِّئْ

কাহ্ফি ইয়ানশুর লাকুম রব্বুকুম মির রহ্মাতিহী ওয়া ইয়ুহাইয়ি’য়;

গুহায় আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের এই বিষয়ের

لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝١٦ وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا

লাকুম মিন্ আম্রিকুম মির্ফাক্বা ১৭। ওয়া তারাশ শাম্ছা ইযা

উপকরণ তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দেবেন। ১৭. (হে নবী,) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন তা

طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا

ত্বলা‘আত তাঝা-ওয়ারু ‘আন কাহ্ফিহিম যা-তাল ইয়ামীনি ওয়া ইযা-

উদিত হয় তখন তাদের গুহা থেকে ডান দিকে সরে যায়। যখন তা

غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فَجْوَةٍ

গারাবাত তাক্বরিদুহুম যা-তাশ শিমা-লি ওয়া হুম ফী ফাজওয়াতিম

অস্ত যায় তখন গুহার বাম দিক দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করে; অথচ তারা তার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে;

مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ

মিন্হু, যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হ্; মাইঁ ইয়াহ্দিল্লা-হু ফাহুওয়াল মুহ্তাদি

আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়,

وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝١٧ ع

ওয়া মাইঁ ইয়ুদ্লিল্ ফালান তাজিদা লাহূ ওয়ালিইয়্যাম্ মুরশিদা।

আর যাকে গোমরাহ করেন, তার জন্য তুমি কখনো কোন পথ প্রদর্শক অভিভাবক পাবে না।

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ

১৮। ওয়া তাহ্ছাবুহুম আইক্বা-জাও ওয়া হুম রুকূদুও ওয়া নুক্বাল্লিবুহুম যা-তাল

১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত, আমি তাদেরকে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ

ইয়ামীনি ওয়া যা-তাশ শিমা-লি ওয়া কালবুহুম বা-ছিতুন

ডানে এবং বামে পাশ পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি গুহার মুখে নিজের সামনের দুটি হাত প্রসারিত করে

ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ

যিরা-'আইহি বিল্ ওয়াছীদ; লাভিত্ ত্বলা'তা 'আলাইহিম লাওয়াল্লাইতা

অবস্থান করছিল, তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের থেকে

مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَٰلِكَ

মিনহুম ফিরা-রাও ওয়া লামুলি'তা মিনহুম রু'বা-। ১৯। ওয়া কাযা-লিকা

পেছনের দিকে পালিয়ে যেতে এবং তাদের জন্য তুমি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণরূপে আতংকিত হয়ে যেতে। ১৯. এভাবেই

بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ

বা'আছ্না-হুম লিইয়াতাছাআলূ বাইনাহুম; ক্ব-লা ক্ব-য়িলুম মিনহুম

আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যেন তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে; তাদের মধ্য থেকে এক আলোচনাকারী বলল,

كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ

কাম লাবিছ্তুম; ক্ব-লূ লাবিছ্না- ইয়াওমান আও বা'দ ইয়াওমিন;

তোমরা কতোকাল অবস্থান করেছ? তারা বলল, আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি;

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم

ক্ব-লূ রব্বুকুম আ'লামু বিমা- লাবিছ্তুম; ফা-ব্'আছূ আহাদাকুম

তারা বলল, তোমাদের রব তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে ভাল জানেন; এখন তোমরা তোমাদের একজনকে

بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ

বিওয়ারিক্বিকুম হা-যিহী- ইলাল মাদীনাতি ফাল্ইয়ান্জুর আই ইয়ুহা আঝ্কা-

তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে দেখুক পবিত্র খাবার কোন্টি,

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

ত্ব'আ-মান ফালইয়া'তিকুম বিরিঝ্ক্বিম মিনহু ওয়াল ইয়াতালাত্বত্বাফ ওয়া লা-

তারপর সেখান থেকে সে কিছু খাবার তোমাদের জন্য নিয়ে আসুক, সে যেন সতর্ক হয়ে চলে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

ইয়ুশ'ইরান্না বিকুম আহাদা । ২০ । ইন্নাহুম ইয়ঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম

এবং কাউকে তোমাদের ব্যাপারে অবগত না করে । ২০. নিশ্চয় তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তাহলে

يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا

ইয়ারজুমূকুম আও ইয়ু'ঈদূকুম ফী মিল্লাতিহিম ওয়া লান তুফলিহূ-

তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নেবে, আর এমতাবস্থায় তোমরা কখনও সফল হবে না ।

إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

ইযান আবাদা । ২১ । ওয়া কাযা-লিকা আ'ছার্না- 'আলাইহিম লিইয়া'লামূ- আন্না

২১. আর এভাবেই আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, নিশ্চয়

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ

ওয়া'দাল্লা-হি হাক্কুঁও ওয়া আন্নাছ্ছা-'আতা লা- রইবা ফীহা- ইয্

আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই কিয়ামতের বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যখন

يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم

ইয়াতানা- ঝা'উনা বাইনাহুম আম্রাহুম ফাক্বা-লুব্নূ 'আলাইহিম

তারা নিজেদের মধ্যে তাদের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করেছিল, তখন কিছু লোক বলল,

بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ

বুনইয়া-না-; রব্বুহুম আ'লামু বিহিম; ক্ব-লাল্লাযীনা গালাবূ 'আলা

তাদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ করো; তোমাদের রবই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন; যারা নিজেদের মতের উপর বিজয়ী হল । তারা বলল,

أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُولُونَ

আম্রিহিম লানাত্তাখিযান্না 'আলাইহিম মাছ্জিদা । ২২ । ছাইয়াক্বূলূনা

অবশ্যই আমরা তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব । ২২. কিছু লোক বলবে, তারা ছিল

ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

ছালা-ছাতুর্ র-বি'উহুম কাল্বুহুম ওয়া ইয়াক্বূলূনা খম্ছাতুন ছাদিছুহুম

তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর, (আবার) কিছু লোক বলবে, পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

কাল্বুহুম রজ্মাম বিলগাইবি ওয়া ইয়াকূলূনা ছাব্'আতুও
তাদের কুকুর; (বস্তুত) অজানা বিষয়ের প্রতি অনুমান করেই (এগুলো) বলে, তাদের কেউ বলে (তারা ছিল) সাত জন

وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا

ওয়া ছা-মিনুহুম কাল্বুহুম; কুল্ রব্বী আ'লামু বি'ইদ্দাতিহিম মা-
এবং তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর; (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভাল করেই জানেন

يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً

ইয়া'লামুহুম ইল্লা- ক্বলীলুন ফালা- তুমা-রি ফীহিম ইল্লা- মিরা-আন
তাদের সংখ্যা খুব কম লোক ছাড়া অন্য কেউই জানে না। অতএব তুমিও এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনা ছাড়া বিতর্ক করো না

ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا

জা-হিরও ওয়া লা- তাছ্তাফ্তি ফীহিম মিন্হুম আহাদা। ২৩। ওয়া লা-
এবং তাদের সম্পর্কে তাদের মধ্য হতে কারো নিকট মতামত জানতে চেয়ো না। ২৩. (হে নবী,) অবশ্যই

تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن

তাকূলান্না লিশাইয়িন ইন্নী ফা-'ইলুন যা-লিকা গদা-ন ২৪। ইল্লা- আঁই
কোন কাজের ব্যাপারে তুমি বলবে না, কাজটি আমি অবশ্যই আগামীকাল করব, ২৪. এই কথা বলা ব্যতীত যে,

يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

ইয়াশা-আল্লা-হু ওয়াযকুর রব্বাকা ইযা- নাছীতা ওয়া কুল
আল্লাহ যদি চান, যখন ভুলে যাও তখন তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বল,

عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

'আছা- আই ইয়াহ্দিইয়ানি রব্বী লিআক্রবা মিন্ হা-যা- রাশাদা-।
আশা করা যায় আমার রব এটা অপেক্ষা নিকটতর কোন কল্যাণের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا

২৫। ওয়া লাবিছূ ফী কাহ্ফিহিম ছালা-ছা মিআতিন ছিনীনা ওয়াঝ্দা-দূ
২৫. তারা তাদের গুহায় মোট তিনশ বছর অবস্থান করেছে, আর (চন্দ্র বছরের গণনায়) তারা আরো নয় (বছর) বৃদ্ধি করেছে।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ

তিছ্‌'আ। ২৬। কুলিল্লা-হু আ'লামু বিমা- লাবিছু লাহূ গাইবুছ

২৬. (হে নবী,) তুমি বল, তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন,

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا

ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্‌; আব্‌ছির বিহী ওয়া আছমি'; মা-

আসমানসমূহ ও যমীনের অজানা জ্ঞান তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি কতো চমৎকার দেখেন এবং শোনেন! তিনি ছাড়া

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ؗ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ

লাহুম মিন্‌ দূনিহী মিও ওয়ালিয়্যিও ওয়া লা- ইয়ুশ্‌রিকু ফী হুক্‌মিহী-

তাদের কোনো অভিভাবক নেই, তিনি নিজের কর্তৃত্বের মধ্যে কাউকে শরীক করেন না।

اَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ

আহাদা-। ২৭। ওয়াত্‌লু মা- উহিইয়া ইলাইকা মিন্‌ কিতা-বি রব্‌বিক্‌;

২৭. (হে নবী,) তোমার কাছে তোমার প্রভুর কিতাব থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা তুমি তিলাওয়াত কর;

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ

লা- মুবাদ্‌দিলা লিকালিমা-তিহী ওয়ালান তাজিদা মিন্‌ দূনিহী

তাঁর কালিমার কোন পরিবর্তনকারী নেই, তিনি ছাড়া তুমি কোন

مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

মুল্‌তাহাদা। ২৮। ওয়াছ্‌বির নাফ্‌ছাকা মা'আল্‌লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা

আশ্রয়স্থল পাবে না। ২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে ঐ সব মানুষদের সাথে অবিচল রাখ, যারা

رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا

রব্বাহুম বিল্‌ গদা-তি ওয়াল্‌ 'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা ওয়াজ্‌হাহূ ওয়া লা-

সকাল বিকাল তাদের রবকে ডাকে, তারা তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তুমি তাদের থেকে

تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

তা'দু 'আইনা-কা 'আন্‌হুম তুরীদু যীনাতাল হাইয়া-তিদ দুন্‌ইয়া-

তোমার চোখ দুটি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি পার্থিব জগতের সৌন্দর্যই কামনা করো,

ইখ্‌ফা ইখ্‌ফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্‌

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ

ওয়া লা- তুত্বি' মান আগ্‌ফাল্‌না- ক্বল্‌বাহূ 'আন যিক্‌রিনা ওয়াত্‌তাবা'আ হাওয়া-হু
আর তুমি তার অনুসরণ করো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল বানিয়ে দিয়েছি এবং সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলছে

وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

ওয়া কা-না আম্‌রুহূ ফুরুত্বা। ২৯। ওয়াকুলিল হাক্কু মির রব্বিকুম
এবং তার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালংঘনমূলক। ২৯. (হে নবী,) তুমি বল, এ সত্য (দ্বীন এসেছে) তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকেই।

فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ

ফামান শা-আ ফাল ইয়ু'মিন ওয়া মান শাআ ফাল ইয়াক্‌ফুর ইন্‌না-
সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক, আমি

أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

আ'তাদ্‌না- লিজ্ জ-লিমীনা না-রান আহা-ত্বা বিহিম ছুরা-দিকুহা-;
যালেমদের জন্য এমন এক আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার পরিধি তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে;

وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى

ওয়াইঁয় ইয়াছ্‌তাগীছু ইয়ুগা-ছু বিমা-য়িন কাল্‌মুহ্‌লি ইয়াশ্‌য়ুভিল
যদি তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করে, তাহলে তেলের তলানীর মতো পানি তাদেরকে দেয়া হবে, যা মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ভুনা করে ফেলবে,

ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

উজূহ; বি'ছাশ শারা-ব্; ওয়া ছা-আত মুর্‌তাফাক্বা।
এই পানীয় খুব নিকৃষ্ট এবং কী নিকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থানটি!

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ

৩০। ইন্‌নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি ইন্‌না- লা- নুদী'উ
৩০. আর যারাই ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে (জেনে রেখো), আমি তার বিনিময় নষ্ট করব না,

أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ

আজ্‌রা- মান্ আহ্‌ছানা 'আমালা। ৩১। উলা-য়িকা লাহুম জান্‌না-তু 'আদ্‌নিন
যে নেক কাজ করেছে, ৩১. এদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত,

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ কল্‌কলা ■ কলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ

তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহিমুল আন্হা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা- মিন্
সেগুলি দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তাদেরকে

اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

আছা-ভিরা মিন্ যাহাবিও ওয়া ইয়াল্বাছূনা ছিইয়া-বান খুদ্রম মিন
সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা সেখানে

سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ

ছুন্দুছিঁও ওয়া ইছ্তাব্রক্বিম মুত্তাকিয়ীনা ফীহা- 'আলাল আরা-য়িক্;
সিংহাসনের উপর আরোহী হয়ে পাতলা ও মোটা রেশমের পোশাক পরিধান করবে।

نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۱﴾ وَ اضْرِبْ لَهُمْ

নি'মাছ ছাওয়া-ব; ওয়া হাছুনাত মুর্তাফাক্ব-া। ৩২। ওয়াদ্রিব লাহুম
কতো চমৎকার তাদের প্রতিদান এবং কতো উত্তম আশ্রয়ের স্থানটি! ৩২. (হে নবী,) তাদের কাছে তুমি

مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ

মাছালার রাজুলাইনি জা'আল্না- লিআহাদিহিমা- জান্নাতাইনি মিন্ আ'না-বিঁও
দু ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করো, যাদের একজনকে আমি দুটো আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং

وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿۳۲﴾ ؕ كِلْتَا

ওয়া হাফাফ্না- হুমা- বিনাখ্লিও ওয়া জা'আল্না- বাইনা হুমা- ঝার্'আ-। ৩৩। কিল্তাল
বাগান দুটিকে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি, আর দু'য়ের মাঝে একটি শস্যক্ষেত্র তৈরি করেছি। ৩৩. উভয়

الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ

জান্নাতাইনি আ-তাত উকুলাহা- ওয়া লাম তাজ্লিম মিন্হু শাইআওঁ
বাগানই তার ফল দান করলো, ফলদানে কোনো ত্রুটি করলো না,

وَّ فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿۳۳﴾ وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ

ওয়া ফাজ্জার্না- খিলা-লা হুমা- নাহারা-ও ৩৪। ওয়া কা-না লাহু ছামারুন ফাক্ব-লা
উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছি। ৩৪. তার জন্যে ফল উৎপাদিত হলো, অতঃপর সে তার

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ

লিছ-হিবিহী ওয়া হুওয়া ইয়ুহা-ওয়িরুহূ- আনা আক্ছারু মিন্কা মা-লাও ওয়া আ'আঝ্ঝু
সাথীকে তার সাথে আলাপচারিতার সময় বললো, আমি তোমার তুলনায় অধিক সম্পদের অধিকারী

نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ

নাফার-া। ৩৫। ওয়া দাখালা জান্নাতাহূ ওয়া হুওয়া জ-লিমুল লিনাফ্ছিহী ক্ব-লা
এবং জনবলেও আমি বেশি শক্তিশালী। ৩৫. নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচারী হয়ে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো এবং সে বললো,

مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ

মা- আজুন্নু আন্ তাবীদা হা-যিহী- আবাদা-ও ৩৬। ওয়া মা- আজুন্নুছ ছা'আতা
আমি মনে করি না, এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে! ৩৬. আমি আরো মনে করি না যে, কিয়ামত

قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا

ক্ব-য়িমাতাও ওয়া লায়ির রুদিত্তু ইলা- রব্বী লাআজিদান্না খইরাম
সংঘটিত হবে এবং আমাকে যদি আমার প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট

مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ

মিন্হা- মুনক্বলাবা-। ৩৭। ক্ব-লা লাহূ ছ-হিবুহূ ওয়া হুওয়া ইয়ুহা-ওয়িরুহূ-
জায়গা সেখানে পাবো। ৩৭. তার সাথী তার সাথে আলাপ চলাকালে বলল,

اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ

আকাফার্তা বিল্লাযী খলাক্বাকা মিন্ তুরা-বিন ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন
তুমি কি সে সত্তাকে অস্বীকার করেছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে

ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ

ছুম্মা ছাউওয়া-কা রাজুলা-। ৩৮। লা- কিন্না হুওয়াল্লা-হু রব্বী ওয়া লা- উশ্রিকু
তারপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে মানুষরূপে পূর্ণতা দিয়েছেন? ৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) তিনিই আল্লাহ, আমার রব এবং আমার রব-এর সাথে

بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا

বিরব্বী- আহাদা-। ৩৯। ওয়া লাও লা- ইয় দাখাল্তা জান্নাতাকা কুল্তা মা-
আমি কাউকে শরীক করি না। ৩৯. তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করো, তখন কেন (মাশাআল্লাহ) বললে না যে,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ

শা–আল্লা-হু লা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি ইন তারানি আনা- আক্বাল্লা মিনকা
আল্লাহ যা চান তা-ই হয়? আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে দেখেছ আমি

مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّىْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا

মা-লাও ওয়া ওয়ালাদা- । ৪০ । ফা'আছা- রব্বী- আই ইয়ু'তিইয়ানি খইরাম
সম্পদে এবং সন্তানে তোমার তুলনায় অল্পের অধিকারী। ৪০. হতে পারে আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন

مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ

মিন্ জান্নাতিকা ওয়া ইয়ুরছিলা 'আলাইহা- হুছ্বা-নাম মিনাছ্ ছামা–য়ি
এবং তার (বাগানের) উপর আসমান থেকে কোনো বিপদ প্রেরণ করবেন,

فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا

ফাতুছ্বিহা ছা'ঈদান ঝালাক্বা। ৪১। আও ইয়ুছবিহা মা–উহা- গওরান
ফলে তা মসৃণ উদ্ভিদশূন্য ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। ৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে,

فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ

ফালান তাছ্তাত্বী'আ লাহূ ত্বলাবা- । ৪২। ওয়া উহীত্ব বিছামারিহী ফাআছ্বাহা
তাহলে তুমি তা খুঁজে আনতে পারবে না। ৪২. (অতঃপর) তার (বাগানের) ফলকে বিপর্যয় দিয়ে ঘিরে ফেলা হল,

يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِىَ خَاوِيَةٌ

ইয়ুক্বাল্লিবু কাফ্‌ফাইহি 'আলা- মা- আন্‌ফাক্বা ফীহা- ওয়া হিয়া খা-ভিইয়াতুন
তখন সে ব্যক্তি বাগানের মধ্যে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল, এ সময় বাগান তার ডাল-পালার উপর ভেঙ্গে পড়েছিল

عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْۤ

'আলা- 'উরূশিহা- ওয়া ইয়াকূলু ইয়া-লাইতানী লাম উশ্‌রিক্ বিরব্বী
এবং সে বলতে ছিল, হায়! যদি আমি আমার প্রভুর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করতাম!

اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আহাদা- । ৪৩। ওয়া লাম্ তাকুল্লাহু ফি'য়াতুই ইয়ানছুরূনাহু মিন্ দূনিল্লা-হি
৪৩. আল্লাহকে ত্যাগ করার পর তার জন্য এমন কোন দল ছিল না; যারা তাকে সাহায্য করবে

ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ

وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝٤٣ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ

ওয়া মা- কা-না মুন্‌তাছিরা। ৪৪। হুনা-লিকাল ওয়া লা- ইয়াতু লিল্লা-হিল হাক্কক্ব;

এবং নিজেও কোন প্রতিকার করতে পারল না! ৪৪. তখন সে বুঝতে পারল যাবতীয় কর্তৃত্ব সত্যবাদী আল্লাহর,

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٤ وَاضْرِبْ لَهُمْ

হুওয়া খইরুন ছাওয়া-বাও ওয়া খাইরুন 'উক্ববা। ৪৫। ওয়াদ্‌রিব লাহুম

পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম। ৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার

مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

মাছালাল হা-ইয়া-তিদ দুনইয়া-কামা-য়িন আন্‌ঝাল্‌না-হু মিনাছ ছামা-'য়ি

জীবনের উপমা পেশ কর, তা ওই পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি, এরপর

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ

ফাখ্‌তালাত্বা বিহী নাবা-তুল আর্‌দি ফাআছ্‌বাহা হাশীমান তায্‌রূহুর্‌

যমীনের উদ্ভিদ তার সাথে মিলিত হয়ে সতেজ হল। অতঃপর তা শুকনা ভুষিতে পরিণত হল, বাতাস যাকে উড়িয়ে নেয়;

الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٤٥ اَلْمَالُ

রিইয়া-হু; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শায়ইম মুক্বতাদিরা। ৪৬। আল্‌মালু

আল্লাহ সব কিছুর উপর কার্যকর ক্ষমতাবান। ৪৬. ধন-সম্পদ ও

وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ

ওয়াল্‌ বানূনা যীনাতুল হা-ইয়া-তিদ দুন্‌ইয়া- ওয়াল বা-ক্বিইয়া-তুছ্‌

সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, আর স্থায়ী হচ্ছে নেক কাজসমূহ, তোমার

الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝٤٦

ছ-লিহাতু খইরুন 'ইন্‌দা রব্‌বিকা ছাওয়া-বাও ওয়া খাইরুন আমালা।

প্রভুর কাছে পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে (তা) উত্তম এবং আশা পূরণের ক্ষেত্রেও উত্তম।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ

৪৭। ওয়া ইয়াওমা নুছাইয়িরুল জিবা-লা ওয়া তারাল আর্‌দ বা-রিঝাতাও

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমূহকে চলমান করে দেব এবং তুমি যমীন উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَ عُرِضُوْا

ওয়া হাশারনা-হুম ফালাম নুগা-দির মিনহুম আহাদা-। ৪৮। ওয়া 'উরিদূ

এবং আমি তাদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের মধ্য হতে কাউকে আমি ছাড়ব না। ৪৮. তাদেরকে

عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ

'আলা- রব্বিকা ছফ্‌ফা-; লাক্বাদ জি'য়তুমূনা কামা- খলাক্বনা-কুম আওওয়ালা

তোমার প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে; অবশ্যই তোমরা আমার কাছে এসেছ– যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম,

مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

মার্‌রাতিম্‌ বাল ঝা'আমতুম আল্‌লান নাজ'আলা লাকুম মাও'ইদা-।

কিন্তু তোমরা মনে করেছিলে, আমি কখনও তোমাদের জন্যে কোন সময় নির্ধারণ করব না!

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

৪৯। ওয়া উদি'আল কিতা-বু ফাতারাল মুজরিমীনা মুশফিক্বীনা মিম্মা- ফীহি

৪৯. আর আমলনামা (তাদের সামনে) রাখা হবে, তখন অপরাধীদেরকে তুমি ভীত দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে

وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ

ওয়া ইয়াকূলূনা ইয়া- ওয়াইলাতানা- মা-লি হা-যাল কিতা-বি লা- ইয়ুগাদিরু

তার কারণে তারা বলতে থাকবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এই কিতাবের কি হলো যে, ছোট এবং বড় কোন অপরাধ লিখতে বাদ দেয়নি।

صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا

ছগীরাতাও ওয়া লা- কাবীরাতান ইল্লা- আহ্‌ছা-হা- ওয়া ওয়াজাদূ মা-

সব কিছুই হিসাব রেখেছে, তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম উপস্থিত দেখতে পাবে,

عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَ اِذْ قُلْنَا

'আমিলূ হা-দির-া; ওয়া লা- ইয়াজলিমু রব্বুকা আহাদা-। ৫০। ওয়া ইয্‌ কুলনা-

তোমার প্রভু কারও উপর যুলুম করবেন না। ৫০. (স্মরণ কর), যখন আমি

لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ

লিল্‌ মালা-য়িকাতিছ্‌ জুদূ লিআ-দামা ফাছাজাদূ- ইল্লা- ইবলীছা;

ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করল;

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্‌

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ

কা-না মিনাল জিন্নি ফাফাছাক্বা 'আন আম্‌রি রব্বিহ্; আফাতাত্তাখিযূনাহূ
সে ছিল জিনদেরই একজন, এ জন্য সে তার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করল; (এরপরও) কি তোমরা তাকে

وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ

ওয়া যুর্‌রিয়্যাতাহূ আওলিইয়া-আ মিন্ দূনী ওয়া হুম লাকুম 'আদূউ; বি'য়ছা
এবং তার বংশধরদের আমার বদলে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? অথচ সে তোমাদের শত্রু;

لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ

লিজ্‌জ-লিমীনা বাদালা- ।৫১। মা- আশ্‌হাত্‌তুহুম খল্‌ক্বছ ছামা-ওয়া-তি
যালেমদের বিনিময় খুবই নিকৃষ্ট। ৫১. আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি,

وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ

ওয়াল্ আরদি ওয়া লা- খল্‌ক্বা আন্‌ফুছিহিম ওয়া মা কুন্‌তু মুত্তাখিযাল
এমনকি তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টির সময়ও ডাকিনি,

الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ

মুদিল্লীনা 'আদুদা। ৫২। ওয়া ইয়াওমা ইয়াকূলু না-দূ শুরাকা-য়ি ইয়াল্
পথভ্রষ্টকারীদেরকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না। ৫২. সেদিন তিনি বলবেন, তোমরা তাদেরকে ডাক

الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

লাযীনা ঝা'আম্‌তুম ফাদা'আওহুম ফালাম ইয়াছ্‌তাজীবূ লাহুম
যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ

ওয়া জা'আল্‌না- বাইনাহুম মাওবিক্বা-। ৫৩। ওয়া রআল মুজ্‌রিমূনান্ না-রা
আমি তাদের সকলের মধ্যে এক ধ্বংসের জায়গা বানিয়ে রেখেছি। ৫৩. আর পাপীরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখবে

فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا

ফাজন্‌নূ আন্‌নাহুম মুওয়া-ক্বি'উহা- ওয়া লাম ইয়াজিদূ 'আন্‌হা
তখন তারা বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তা থেকে মুক্তির কোন পথ পাবে না।

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

مَصْرِفًا ﴿৫৩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ

মাছ্‌রিফা-। ৫৪। ওয়ালাক্বদ ছর্‌রফ্‌না- ফী হা-যাল কুর্‌আ-নি লিন্‌না-ছি

৫৪. অবশ্যই আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ

মিন্ কুল্‌লি মাছালিন; ওয়া কা-নাল ইন্‌ছা-নু আক্‌ছারা শায়ইন

সব রকমের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ অধিক

جَدَلًا ﴿৫৪﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ

জাদালা-। ৫৫। ওয়া মা- মানা'আন্‌না-ছা আইঁ ইয়ু'মিনূ- ইয জা-আ হুমুল

বিতর্ককারী। ৫৫. যখন মানুষের কাছে হেদায়াত এসে গেল তখন ঈমান গ্রহণ করতে

الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ

হুদা- ওয়া ইয়াছ তাগ্‌ফিরূ রব্বাহুম ইল্‌লা- আন্ তা'তিইয়াহুম ছুন্‌নাতুল

এবং তাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করতে তাদেরকে এটা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বাধা দেয়নি যে, তারা চায়, তাদের কাছে পূর্ববর্তী লোকদের নীতি এসে যাক

الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿৫৫﴾ وَمَا

আওওয়ালীনা আও ইয়া'তিইয়াহুমুল 'আযা-বু কুবুলা-। ৫৬। ওয়া মা-

অথবা তাদের কাছে সরাসরি আযাব আসুক? ৫৬. আমি

نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ

নুর্‌ছিলুল মুরছালীনা ইল্‌লা- মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুন্‌যিরীনা

রাসূলদেরকে সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী হিসেবে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিনি,

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ

ওয়া ইয়ুজা-দিলুল্লাযীনা কাফারূ বিল্ বা-ত্বিলি লিইয়ুদ্‌হিদ্ বিহিল

কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের পক্ষে ঝগড়া করছে, যেন তারা এর দ্বারা সত্যকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে,

الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿৫৬﴾ وَمَنْ

হাক্বক্বা ওয়াত্তাখাযূ- আ-ইয়া-তী ওয়া মা- উন্‌যিরূ হুযুওয়া। ৫৭। ওয়া মান

তারা আমার আয়াতসমূহ এবং তাদের সতর্ক করা বিষয়গুলোকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। ৫৭. তার চেয়ে বড়

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ

আজ্লামু মিম্মান যুক্কিরা বি আ-ইয়া-তি রব্বিহী ফাআ'রদা 'আন্হা- ওয়ানাছিয়া

যালেম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো; অথচ সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং যা কিছু

مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ

মা- ক্বদ্দামাত ইয়াদা-হ; ইন্না- জা'আল্না- 'আলা- ক্বুলূবিহিম আকিন্নাতান আঁই

তার দুটো হাত অর্জন করেছে সে (তাও) ভুলে গেল; আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি,

يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى

ইয়াফ্ক্বহূহু ওয়া ফী- আ-যা-নিহিম ওয়াক্বর-া; ওয়া ইন্ তাদ'উহুম ইলাল

তাই তারা এটা বুঝে না, আর তাদের কানের মধ্যে কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি, (হে নবী) তুমি যদি তাদেরকে

الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ

হুদা- ফালাইঁ ইয়াহ্তাদূ- ইযান আবাদা-। ৫৮। ওয়া রব্বুকাল গফুরু

হেদায়াতের পথে ডাক, তাহলেও তারা কখনও হেদায়াত পাবে না। ৫৮. (হে নবী,) তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু;

ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ

যুর্রহমাহ্; লাও ইউআখিযুহুম বিমা- কাছাবূ লা'আজ্জালা

তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতে চাইতেন, তাহলে তাদের কাছে দ্রুত শাস্তি পাঠাতেন;

لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ

লাহুমুল 'আযা-ব; বাল লাহুম মাও 'ইদুল্ লাইঁ ইয়াজিদূ মিন্ দূনিহী

বরং তাদের জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে, যা থেকে পালানোর কোন স্থান তারা পাবে না!

مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

মাওয়িলা-। ৫৯। ওয়া তিল্কাল ক্বুরা- আহ্লাক্না-হুম লাম্মা- জলামূ

৫৯. এ জনপদগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুম করেছিল

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

ওয়া জা'আল্না-লিমাহ্লিকিহিম মাও'ইদা-। ৬০। ওয়া ইয্ ক্ব-লা মূছা-

এবং ধ্বংসের জন্য আমি একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। ৬০. (স্মরণ কর,) যখন মূসা তার যুবক (সফর সঙ্গী)-কে বলল,

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ

লিফাতা-হু লা- আব্‌রাহু হাত্তা- আব্‌লুগা মাজ্‌মা'আল বাহ্‌রাইনি আও

আমি সফর করতেই থাকব যতোক্ষণ না আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে পৌছব, অথবা

اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا

আম্‌দিইয়া হুকুবা- । ৬১ । ফালাম্‌মা- বালাগা মাজ্‌মা'আ বাইনিহিমা- নাছিইয়া-

আমি যুগযুগ সময় অতিক্রম করতে থাকবো! ৬১. যখন তারা দুজন দুটো সাগরের মধ্যের সংগমস্থলে পৌছল, তখন তারা তাদের মাছটির কথা ভুলে গেল,

حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا

হূতা হুমা- ফাত্‌তাখাযা ছাবীলাহূ ফিল বাহ্‌রি ছারাবা- । ৬২ । ফালাম্‌মা-

অতঃপর মাছটি সমুদ্রের মধ্যে সুড়ং বানিয়ে নিজের পথ তৈরি করে চলে গেল। ৬২. যখন তারা

جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ

জা-ওয়াযা-ক্বা-লা লিফাতা-হু আ-তিনা-গাদা-আনা- লাক্বাদ লাক্বীনা- মিন

সে স্থানটি অতিক্রম করে চলে গেল তখন সে তার যুবক সাথীকে বলল, আমাদের কাছে আমাদের নাস্তা নিয়ে এস, আমরা আমাদের

سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى

ছাফারিনা- হা-যা- নাছাবা- । ৬৩ । ক্বা-লা আরাআইতা ইয্ আওয়াইনা- ইলাছ্

এ সফরে খুব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। ৬৩. সে বলল, তুমি কি দেখোনি, যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের পাশে আশ্রয় নিয়েছিলাম,

الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا

ছখ্‌রতি ফাইন্‌নী নাছীতুল্ হূতা ওয়া মা- আন্‌ছা-নীহু ইল্‌লাশ

তখন মাছের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, একমাত্র শয়তানই আমাকে এটা স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিয়েছে,

الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ق

শায়ত্ব-নু আন্ আয্‌কুরাহূ ওয়াত্তাখাযা ছাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি

আর সে মাছটিও আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রের মধ্যে নিজের জন্য পথ করে নিয়েছে।

عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلٰٓى

'আজাবা- । ৬৪ । ক্বা-লা যা-লিকা মা- কুন্‌না- নাব্‌গি ফারতাদ্দা-'আলা-

৬৪. সে বলল, এই স্থানটিই আমরা সন্ধান করছিলাম, অতঃপর তারা নিজেদের পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

أَثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ

আ-ছা-রিহিমা ক্বাছাছা- ৬৫। ফাওয়াজাদা- 'আব্‌দাম মিন্ 'ইবা-দিনা- আ-তায়না-হু

৬৫. এরপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে রহমত দান করেছি,

رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ

রহ্‌মাতাম মিন্ 'ইন্‌দিনা- ওয়া 'আল্লাম্‌না-হু মিল লাদুন্‌না 'ইল্‌মা-। ৬৬। ক্ব-লা

এবং তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। ৬৬. মূসা তাকে বলল,

لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ

লাহু মূছা- হাল আত্তাবি'উকা 'আলা- আন্ তু'আল্লিমানি মিম্‌মা- 'উল্লিম্‌তা

আমি কি এই শর্তে তোমার অনুসরণ করতে পারি, যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে?

رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

রুশ্‌দা-। ৬৭। ক্ব-লা ইন্‌নাকা লান্ তাছ্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছব্‌র-া।

৬৭. সে বলল, তুমি কখনও আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ

৬৮। ওয়া কাইফা তাছবিরু 'আলা- মা- লাম্ তুহিত বিহী খুব্‌র-া। ৬৯। ক্ব-লা

৬৮. আর যে বিষয়ের খবর তুমি আয়ত্ত করতে পারনি তার উপর কিভাবে ধৈর্য ধরবে? ৬৯. সে বলল,

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ

ছাতাজিদুনী- ইন্‌শাআল্লা-হু ছ-বিরও ওয়া লা- আ'ছী লাকা

আল্লাহ যদি চান তাহলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে, আমি তোমার কোন নির্দেশ অমান্য করব না।

أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن

আম্‌রা। ৭০। ক্ব-লা ফাইনিত তাবা'তানী ফালা- তাছ্‌আল্‌নী 'আন

৭০. সে বলল, ঠিক আছে যদি তুমি আমাকে অনুসরণ কর তাহলে কোন বিষয় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করবে না,

شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقَا

শায়ইন হাত্তা- উহ্‌দিছা লাকা মিন্‌হু যিক্‌রা। ৭১। ফান্‌ত্বলাক্বা-

যতোক্ষণ না আমি সে কথা তোমাকে বলে দিব! ৭১. অতঃপর তারা দু'জন চলতে লাগল।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

حَتّٰىٓ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ

হাত্তা- ইযা- রকিবা-ফিছ ছাফীনাতি খরাক্বাহা-; ক্ব-লা

এক পর্যায় যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো, তখন সে তা ছিদ্র করে দিল; মূসা

اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

আখারাক্বতাহা-লিতুগ্‌রিক্বা আহ্‌লাহা-লাক্বাদ জি'য়তা শাইআন ইম্‌র-া।

বলল, তুমি কি এর আরোহীদের ডুবিয়ে মারার জন্য তা ছিদ্র করে দিলে? তুমি সত্যিই

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭২। ক্ব-লা আলাম আকুল ইন্নাকা লান্ তাছ্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছব্‌র-া।

এক মারাত্মক মন্দ কাজ করেছ! ৭২. সে বলল, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কখনও ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না?

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ

৭৩। ক্ব-লা লা- তুআ-খিয্‌নী বিমা- নাছীতু ওয়া লা- তুর্‌হিক্বনী মিন্

৭৩. সে বলল, আমি যে বিষয় ভুলে গেছি সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও কর না এবং আমার প্রতি আমার এ কাজের জন্য

اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰىٓ اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا

আম্‌রী 'উছ্‌রা-। ৭৪। ফান্‌ত্বলাক্বা- হাত্তা- ইযা-লাক্বিইয়া- গুলা-মান

কঠোরতা আরোপ করবে না। ৭৪. আবার তারা দুজন চলতে শুরু করল, একপর্যায়ে তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল,

فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ

ফাক্বাতালাহূ ক্ব-লা আক্বাতাল্‌তা নাফ্‌ছা-ন ঝাকিইয়্যাতা-ম বিগাইরি নাফ্‌ছিন;

এরপর সে তাকে হত্যা করল, সে বলল, তুমি কি প্রাণের বিনিময় ছাড়া একটি নিষ্পাপ জীবনকে হত্যা করলে!

لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ

লাক্বাদ জি'য়তা শাইআন নুক্‌রা। ৭৫। ক্বলা আলাম আকুল্‌লাকা

তুমি অবশ্যই একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছ। ৭৫. সে বলল, আমি কি তোমাকে বলিনি যে,

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ

ইন্নাকা লান্ তাছ্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছব্‌রা। ৭৬। ক্বলা ইন্ ছাআল্‌তুকা

তুমি আমার সাথে কখনও ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। ৭৬. সে বলল, যদি এরপর

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ

আন্ শায়'ইম বা'দাহা- ফালা- তুছা-হিব্নী, ক্বদ বালাগ্তা মিল্লাদুন্নী

কোন বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আমাকে সঙ্গী হিসেবে রাখবে না, তুমি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছ।

عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ

'উয্রা। ৭৭। ফানত্বলাক্বা হাত্তা- ইযা- আতাইয়া- আহ্লা ক্বার্ইয়াতিনিছ

৭৭. এরপর তারা দু'জন চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে আসল,

اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

তাত্ব'আমা- আহ্লাহা- ফাআবাও আইঁ ইয়ুদইয়িফূ হুমা- ফাওয়াজাদা- ফীহা-

সেখানের অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইল, কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল, অতঃপর সেখানে তারা একটি

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ

জিদা-রাইঁ ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ান্ক্বাদদা ফাআক্বামাহূ; ক্বলা লাও শি'ইতা

পতনোন্মুখ প্রাচীর (দেখতে) পেল, এরপর সে এটা খাড়া করে দিল, মূসা বলল, তুমি ইচ্ছা করলে

لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ

লাত্তাখয্তা 'আলাইহি আজ্রা। ৭৮। ক্বলা হা-যা- ফিরা-কু বাইনী

এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে! ৭৮. সে বলল, এই প্রশ্নই হচ্ছে আমার তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ, যেসব ব্যাপারে

وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

ওয়া বাইনিকা ছাউনাব্বিউকা বিতা'ওয়ীলি মা-লাম তাছ্তাতি' 'আলাইহি ছব্রা।

তুমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারনি–তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে অবহিত করব।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ

৭৯। আম্মাছ ছাফীনাতু ফাকা-নাত লিমাছা-কী না ইয়া'মালূনা ফিল্ বাহ্রি

৭৯. হ্যাঁ, নৌকাটি? তা ছিল কয়েকজন মিসকিন মানুষের, তারা সমুদ্রে (জীবিকার) কাজ করত,

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ

ফাআরাত্তু আন্ আ'ঈবাহা-ওয়া কা-না ওয়া রা–আহুম মালিকুইঁ ইয়া'খুযু কুল্লা

কিন্তু আমি তা দোষ-ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিল এক বাদশাহ, যে প্রতিটি (ভাল)

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝٧٩ وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ

ছাফীনাতিন গছ্বা-। ৮০। ওয়া আম্মাল গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি
নৌকা ছিনিয়ে নিত। ৮০. অপরদিকে কিশোরটি (-র ঘটনা হচ্ছে), তার পিতামাতা ছিল মুমিন,

فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۝٨٠ فَاَرَدْنَآ اَنْ

ফাখাশীনা- আঁই ইয়ুর্ হিক্বা হুমা- তুগ্ইয়া-নাও ওয়া কুফ্রা। ৮১। ফাআরদ্না- আঁই
আমি আশংকা করলাম, সে দু'জনকেই নাফরমানী ও কুফুরীর দ্বারা প্রভাবান্বিত করবে, ৮১. তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে,

يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ۝٨١

ইয়ুব্দিলা হুমা- রব্বুহুমা- খইরাম মিন্হু ঝাকা-তাওঁ ওয়া আক্বরাবা রুহ্মা।
তাদের রব তার বদলে তাদের একটি সন্তান দান করবেন, যে পবিত্রতায় তার চেয়ে অধিক ভাল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে অধিক নিকটবর্তী।

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ

৮২। ওয়া আম্মাল জিদা-রু ফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল্ মাদীনাতি
৮২. অতঃপর প্রাচীরটি, বস্তুত এটি ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের,

وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ

ওয়া কা-না তাহ্তাহূ কান্ঝুল লা হুমা- ওয়া কা-না আবূ হুমা- ছা-লিহান ফাআরাদা
এর নিচেই তাদের গুপ্তধন ছিল, ওদের পিতা ছিল একজন নেককার মানুষ; তাই তোমার রব ইচ্ছা করলেন,

رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً

রব্বুকা আঁই ইয়াব্লুগা- আশুদ্দা হুমা- ওয়া ইয়াছ্ তাখ্রিজা- কান্ঝা হুমা- রহ্মাতাম
তারা তাদের যৌবনে পৌঁছে যাক এবং তাদের গুপ্তধন বের করে নিক, এ ছিল তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ,

مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا

মির রব্বিকা ওয়া মা- ফা'আল্তুহূ 'আন্ আম্রী; যা-লিকা তা'ভীলু মা-
আমি আমার নিজের নির্দেশ মতে এটা করিনি; এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে

لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝٨٢ ع وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ

লাম তাছ্তি' 'আলাইহি ছব্রা। ৮৩। ওয়া ইয়াছ্আলূনাকা আন যিল্ক্বরনাইন্;
তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি! ৮৩. (হে নবী,) তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে,

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ

কুল ছাআত্লূ 'আলাইকুম মিন্হু যিক্রা। ৮৪। ইন্না- মাক্কান্না- লাহূ ফিল্ আর্দি

তুমি বল, আমি তার সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছু আলোচনা করব। ৮৪. আমি তাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম

وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى

ওয়া আ-তাইনা-হু মিন্ কুল্লি শায়ইন ছাবাবা- ৮৫। ফাআত্বা'আ ছাবাবা-। ৮৬। হাত্তা-

এবং তাকে সব বিষয়ের উপকরণও দান করেছিলাম, ৮৫. অতঃপর সে একটি অনুকরণের অনুসরণ করল। ৮৬. একপর্যায়ে

اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ

ইযা- বালাগা মাগ্রিবাশ শাম্ছি ওয়াজাদাহা- তাগ্রুবু ফী 'আইনিন

সে যখন সূর্যের অস্তগমনের স্থানে পৌছল, সে সূর্যকে এক কালো কর্দমাক্ত পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পেল

حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ

হামিআতিওঁ ওয়া ওয়াজাদা 'ইন্দাহা- ক্বওমা-; কুল্না- ইয়াযাল ক্বর্নাইনি ইম্মা- আন্

এবং তার পাশে একটি জাতিকেও দেখতে পেল, আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! তুমি

تُعَذِّبَ وَ اِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ

তু'আয্যিবা ওয়া ইম্মা- আন্ তাত্তাখিযা ফীহিম্ হুছ্না। ৮৭। ক্বলা আম্মা- মান্

শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। ৮৭. সে বলল, ঠিক আছে,

ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

জলামা ফাছাওফা নু'আয্যিবুহু ছুম্মা ইয়ুরদ্দু ইলা- রব্বিহী ফাইয়ু'আয্যিবুহূ আযা-বান

যে যুলুম করবে তাকে আমি শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ

নুক্রা। ৮৮। ওয়া আম্মা- মান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা ছ-লিহান ফালাহূ জাঝা-আনিল

৮৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার,

الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ

হুছ্না- ওয়া ছানাক্বূলু লাহূ মিন্ আম্রিনা- ইয়ুছ্রা। ৮৯। ছুম্মা আত্বা'আ

আর আমার কাজকর্ম থেকে তাকে সহজ কথা বলব; ৮৯. অতঃপর সে আরেকটি উপকরণের অনুসরণ করল।

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলকলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

سَبَبًا ﴿৮৯﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

ছাবাবা-। ৯০। হাত্‌তা- ইযা- বালাগ মাত্‌লি'আশ শাম্‌ছি ওয়াজাদাহা- তাত্‌লু'উ
৯০. এক পর্যায় সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছল, তখন সে সূর্যকে এমন এক জাতির উপর দিয়ে উদয় হতে দেখল;

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿৯০﴾ كَذَٰلِكَ

'আলা- ক্বওমিল লাম নাজ্‌'আল লাহুম মিন্ দূনিহা- ছিত্‌রান ৯১। কাযা-লিকা;
যাদের জন্যে তার উত্তাপ থেকে (রক্ষার) কোন পর্দা আমি সৃষ্টি করে দেইনি। ৯১. এরকমই (ছিল) তাদের ঘটনা;

وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿৯১﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿৯২﴾ حَتَّىٰٓ

ওয়া ক্বদ আহাত্বনা- বিমা- লাদাইহি খুব্‌রা। ৯২। ছুম্মা আত্‌বা'আ ছাবাবা-। ৯৩। হাত্‌তা-
তার কাছে যা ছিল আমি সে খবরও পুরাপুরি আয়ত্ত করে রেখেছি। ৯২. অতঃপর সে আরেক উপকরণের পিছনে চলল। ৯৩. এক পর্যায়ে

إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا

ইযা- বালাগা বাইনাছ ছাদ্‌দাইনি ওয়াজাদা মিন্ দূনিহিমা- ক্বওমাল লা-
যখন সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছল, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেল,

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿৯৩﴾ قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ

ইয়াকা-দূনা ইয়াফ্‌কহূনা ক্বওলা-। ৯৪। ক্ব-লূ ইয়া-যাল ক্বর্‌নাইনি ইন্‌না
যারা (যুলকারনাইনের) কোন কথা বুঝতে পারছিল না। ৯৪. তারা বলল, হে যুলকারনাইন! নিঃসন্দেহে

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ

ইয়া'জূজা ওয়ামা'জূজা মুফ্‌ছিদূনা ফিল্ আরদি ফাহাল নাজ্‌'আলু
ইয়াজুজ এবং মা'জুজ সম্প্রদায় যমীনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী; আমরা কি তোমাকে এই জন্যে কিছু

لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿৯৪﴾

লাকা খর্‌জান 'আলা- আন্ তাজ্‌'আলা বাইনানা- ওয়া বাইনাহুম ছাদ্দা।
'কর' দেব যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে?

قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ

৯৫। ক্ব-লা মা- মাক্কান্নী ফীহি রব্বী খইরুন ফাআ'ঈনূনী বিকুওয়াতিন
৯৫. সে বলল, এ বিষয়ে আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা উত্তম। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝٩٥ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ

আজ্‘আল বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম রদ্মা-ন ৯৬। আ-তূনী ঝুবারল হাদীদ;

আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে এক সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। ৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার পাত নিয়ে এস;

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ

হাত্তা ইযা- ছা-ওয়া- বাইনাছ ছদাফাইনি ক্বলান ফুখূ; হাত্তা-

অবশেষে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি সমান হয়ে গেল তখন সে বলল, তোমরা (হাঁপরে) ফুঁ দিতে থাক; অতঃপর যখন

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٦ فَمَا

ইযা- জা‘আলাহূ না-রন ক্বলা আ-তূনী- উফ্‌রিগ ‘আলাইহি ক্বিত্‌রা। ৯৭। ফামাছ

এটা তাকে আগুনে পরিণত করল, সে বলল, তোমরা আমার কাছে গলানো তামা নিয়ে এস, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেব। ৯৭. এরপর (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী)

اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝٩٧ قَالَ

ত্ব-‘উ আই ইয়াজ্‌হারূহু ওয়া মাছ তাত্বা‘উ- লাহূ নাক্ববা-। ৯৮। ক্বলা

লোকেরা তার ওপর উঠতে সক্ষম হল না– এবং তা ছিদ্রও করতে পারল না। ৯৮. সে (যুলকারনাইন) বলল,

هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ

হা-যা- রহ্‌মাতুম মির রব্বী ফা ইযা- জা–আ ওয়া‘দু রব্বী জা‘আলাহূ

এই হল আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহ, কিন্তু যখন আমার প্রভুর ওয়াদা এসে যাবে, তখন তিনি তা

دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝٩٨ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ

দাক্কা–আ ওয়া কা-না ওয়া‘দু রব্বী হাক্ক্বা। ৯৯। ওয়া তারক্‌না- বা‘দাহুম

চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবেন, আর আমার প্রভুর ওয়াদা সত্য; ৯৯. সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেব,

يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ

ইয়াওমায়িযিঁই ইয়ামূজু ফী বা‘দিওঁ ওয়া নুফিখা ফিছ্‌ছুরি ফাজামা‘না-হুম

তারা তরঙ্গের মত একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আমি তাদের সকলকে

جَمْعًا ۝٩٩ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝١٠٠

জাম্‘আ-ও। ১০০। ওয়া ‘আরদ্‌না- জাহান্নামা ইয়াওমাইযিল্ লিল্ কা-ফিরীনা ‘আর্‌দা

একত্রিত করব, ১০০. সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সামনে পেশ করব,

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا

১০১। নিল্লাযীনা কা-নাত আ'ইয়ুনুহুম ফী গিত্বা-য়িন 'আন্ যিক্রী ওয়া কা-নূ

১০১. যাদের চোখগুলো আমার স্মরণ থেকে আবরণ-এর মধ্যে পড়ে ছিল, তারা (হিদায়াতের কথা)

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ

লা- ইয়াছ্তাত্বী'উনা ছাম্'আ-। ১০২। আফাহাছিবাল লাযীনা কাফারূ- আইঁ

শুনতেও পারত না। ১০২. কাফিররা কি মনে করেছে যে,

يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا

ইয়াত্তাখিযূ 'ইবা-দী মিন্ দূনী- আওলিয়া-আ; ইন্না- 'আতাদ্না-

তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমি

جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ

জাহান্নামা লিল্ কা-ফিরীনা নুঝুলা। ১০৩। কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল্ আখ্ছারীনা

জাহান্নামকে কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য তৈরি করে রেখেছি। ১০৩. (হে নবী,) তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা বলব, যারা

اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ

'আমা-লা-। ১০৪। আল্লাযীনা দল্লা ছা'ইয়ুহুম ফীল হাইয়া-তিদ দুন্ইয়া- ওয়া হুম

আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত? ১০৪. (এরা হচ্ছে) এমন লোক, যাদের প্রচেষ্টাই দুনিয়ার জীবনে বিনষ্ট হয়ে গেছে, যদিও তারা

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ইয়াহ্ছাবূনা আন্নাহুম ইয়ুহ্ছিনূনা ছুন্'আ-। ১০৫। উলা-ইকাললাযীনা

মনে করছে যে, অবশ্যই তারা ভাল কাজ করছে। ১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا

কাফারূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম ওয়ালিক্বা-ইহী ফাহাবিত্বত আ'মা-লুহুম ফালা-

প্রভুর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিও অস্বীকার করে, ফলে তদের সকল আমলই নিষ্ফল হয়ে যায়, এই জন্যে,

نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ

নুক্বীমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিইয়া-মাতি ওয়াঝ্না-। ১০৬। যা-লিকা জাঝা-উহুম জাহান্নামু

কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন মানদণ্ডই স্থাপন করব না। ১০৬. জাহান্নামই তাদের (প্রাপ্য) প্রতিফল,

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ

বিমা- কাফারূ ওয়াত্তাখাযূ- আ-ইয়া-তী ওয়া রুছুলী হুঝুওয়া- । ১০৭। ইন্নাল্

যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলদের বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে। ১০৭. নিশ্চয়

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি কা-নাত লাহুম জান্নাতুল

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্য রয়েছে 'জান্নাতুল

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا

ফিরদাওছি নুঝুলা-ন ১০৮। খা-লিদীনা ফীহা- লা-ইয়াব্গূনা 'আনহা-

ফেরদাউস'। ১০৮. তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে স্থানান্তর হতে চাইবে না।

حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ

হিওয়ালা- । ১০৯। কুল লাও কা-নাল বাহ্রু মিদা-দাল লিকালিমা-তি রব্বী লানাফিদাল

১০৯. (হে নবী,) তুমি বল, আমার প্রভুর কথাগুলো লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তাহলে আমার প্রভুর কথাগুলো লেখা শেষ হওয়ার পূর্বেই

الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ

বাহ্রু ক্বব্লা আন্ তান্ফাদা কালিমা-তু রব্বী ওয়া লাও জি'য়না- বিমিছ্লিহী

সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– এমনকি যদি আমি তার মত (আরো) সমুদ্র সাহায্য করার জন্যে এনে দেই (তাহলেও)।

مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ

মাদাদা। ১১০। কুল ইন্নামা- আনা-বাশারুম মিছ্লুকুম ইয়ূহা- ইলাইয়া আন্নামা-

১১০. (হে নবী,) তুমি বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার কাছে অহী প্রেরণ হয় (এই মর্মে যে),

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ

ইলা- হুকুম ইলাহুও ওয়া-হিদ্ ফামান কা-না ইয়ারজু লিক্বা-আ রব্বিহী

অবশ্যই তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন– একজন ইলাহ, অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে,

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

ফাল্ইয়া'মাল 'আমালান ছ-লিহাও ওয়া লা- ইয়ুশ্রিক বি'ইবা-দাতি রব্বিহী- আহাদা।

সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রভুর ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

রুকূ' ২ | সূরা-৭৮ ঃ আন্ নাবা | আয়াত ৪০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ﴿۱﴾ عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ۙ﴿۲﴾ الَّذِىۡ

১। 'আম্মা ইয়াতাছা-আলূন্। ২। 'আনিন্নাবাইল 'আজীম, ৩। আল্লাযী

১. কোন্ বিষয় সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে? ২. সেই মহা সংবাদের বিষয়ে? ৩. যে

هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ ثُمَّ كَلَّا

হুম ফীহি মুখ্তালিফূন্। ৪। কাল্লা ছাইয়া'লামূনা ৫। ছুম্মা কাল্লা

বিষয়ে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত ছিলো। ৪. না, কখনো নয়, তারা শীঘ্রই (ঘটনাটি) জানতে পারবে। ৫. কখনও নয়,

سَيَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾ اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾ وَّالۡجِبَالَ

ছাইয়া'লামূন্। ৬। আলাম নাজ'আলিল আর্দা মিহা-দা। ৭। ওয়াল জিবা-লা

শীঘ্রই তারা (সে সম্পর্কে) জানতে পারবে। ৬. আমি কি যমীনকে বিছানা স্বরূপ তৈরি করিনি? ৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি পাহাড়সমূহকে

اَوۡتَادًا ۪ۙ﴿۷﴾ وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا ۙ﴿۸﴾ وَّجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ

আওতা-দা ৮। ওয়াখলাক্ব না-কুম আয্ওয়া জা ৯। ওয়া জা'আল্না-নাওমাকুম

পেরেক স্বরূপ তৈরি করিনি? ৮. আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। ৯. তোমাদের ঘুমকে আমি

سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾ وَّجَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾ وَّجَعَلۡنَا النَّهَارَ

ছুবা তা। ১০। ওয়াজা'আল্নাল লাইলা লিবা-ছাওঁ ১১। ওয়া জা'আল্নান নাহা-র

শান্তির উপকরণ বানিয়েছি। ১০. রাতকে আমি আবরণ হিসাবে তৈরি করেছি। ১১. আর দিনকে জীবিকা

مَعَاشًا ۪﴿۱۱﴾ وَّبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّجَعَلۡنَا

মা'আ-শা। ১২। ওয়া বানাইনা- ফাওক্বকুম ছাব্'আন শিদা-দাওঁ ১৩। ওয়া জা'আল্না-

অর্জনের জন্য তৈরি করেছি। ১২. আমি তোমাদের উপর মযবুত সাতটি আসমান নির্মাণ করেছি। ১৩. (এতে) স্থাপন করেছি

سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۪ۙ﴿۱۳﴾ وَّاَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً

ছিরা-জাওঁ ওয়াহ্হা-জা। ১৪। ওয়া আন্যাল্না- মিনাল মু'ছিরা-তি মা-আন

একটি উজ্জ্বল বাতি। ১৪. মেঘমালা থেকে আমি অবিরাম বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছি।

পারা- ৩০

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَّجَنّٰتٍ

ছাজ্জা-জা ১৫। লিনুখরিজা বিহী হাববাওঁ ওয়া নাবা-তা ১৬। ওয়াজান্না-তিন

১৫. এই জন্য যে, তা দিয়ে আমি উৎপাদন করবো শস্যদানা ও তরিতরকারি– ১৬. এবং ঘন বাগবাগিচা।

اَلْفَافًا ﴿١٦﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ

আলফা-ফা। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল ফাছলি কা-না মীক্বা-তা ১৮। ইয়াওমা

১৭. নিশ্চয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন একটি পূর্ব নির্ধারিত দিন। ১৮. সেদিন

يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّفُتِحَتِ

ইয়ুনফাখু ফিছ ছূরি ফাতা'তূনা আফ্ওয়া-জা ১৯। ওয়া ফুতিহাতিছ

শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তারপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে। ১৯. আকাশসমূহ খুলে দেয়া হবে, ফলে

السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ

ছামা–উ ফাকা-নাত আবওয়া-বা ২০। ওয়াছুইয়িরাতিল জিবা-লু

এগুলো হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট। ২০. পর্বতগুলোকে চলমান করে দেয়া হবে, অতঃপর এগুলো

فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

ফাকা-নাত ছারা-বা। ২১। ইন্না জাহান্নামা কা-নাত মিরছাদা।

মরীচিকায় পরিণত হবে। ২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম হচ্ছে ঘাঁটি–

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا

২২। লিত্ত্বগীনা মাআ-বা ২৩। লা- বিছীনা ফীহা- আহক্বা-বা। ২৪। লা-

২২. বিদ্রোহীদের জন্যে আশ্রয়স্থল। ২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, ২৪. সেখানে

يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ اِلَّا حَمِيْمًا

ইয়াযূক্বূনা ফীহা-বারদাওঁ ওয়ালা- শারা-বা ২৫। ইল্লা- হামীমাওঁ

তারা কোনো ঠাণ্ডা ও পানীয় জাতীয় কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না, ২৫. ফুটন্ত পানি,

وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ

ওয়াগাছছা-ক্বা ২৬। জাযা–আওঁ য়িফা-ক্বা। ২৭। ইন্নাহুম কা-নূ লা ইয়ারজূনা

পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত ছাড়া, ২৬. যথাযথ প্রতিফলস্বরূপ তারা এটা ভোগ করবে। ২৭. (কেননা) এরা

পারা- ৩০

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ

حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ

হিছা-বা ২৮। ওয়াকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-কিয্যা-বা। ২৯। ওয়া কুল্লা শায়ইন

হিসাব-নিকাশের আশা করতো না। ২৮. (এবং) তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। ২৯. (আর) আমি প্রতিটি বিষয়ই

اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

আহ্ছাইনা-হু কিতা-বা ৩০। ফাযূকূ ফালান নাঝীদা কুম ইল্লা- 'আযা-বা।

লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। ৩০ অতএব তোমরা (শাস্তি) উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করবো না।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩১। ইন্না লিল্মুত্তাক্বীনা মাফা-ঝা। ৩২। হাদা–ইক্বা ওয়া আ'নাবা

৩১. (পক্ষান্তরে) আল্লাহভীরু লোকদের জন্য রয়েছে সাফল্য, ৩২. বাগবাগিচা ও আঙ্গুরসমূহ,

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ

৩৩। ওয়া কাওয়া-'ইবা আত্রা-বা ৩৪। ওয়াকা'ছান দিহা-ক্বা। ৩৫। লা- ইয়াছমা'উনা

৩৩. এবং পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী তরুণী– ৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র; ৩৫. সেখানে তারা

فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً

ফীহা- লাগ্ওয়াওঁ ওয়া লা-কিযযা-বা। ৩৬। জাঝা–আম মির রব্বিকা 'আত্বা–আন

কোনো অনর্থক ও মিথ্যা কথা শুনবে না। ৩৬. (এটা হচ্ছে) তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যথাযথ দান।

حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

হিছা-বা ৩৭। রব্বিছ ছামা ওয়া-তি ওয়ালআরূদি ওয়া মা- বাইনাহুমার

৩৭. আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যখানে যা কিছু আছে তার মালিক দয়াময় আল্লাহ,

الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ

রহ্মা-নি লা ইয়াম্লিকূনা মিন্হু খিত্বা-বা। ৩৮। ইয়াওমা ইয়াকূমুর

তাঁর সাথে তারা কথা বলার অধিকার পাবে না। ৩৮. সেদিন (আল্লাহর সামনে)

الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ

রূহু ওয়াল্ মালা–ইকাতু ছফ্ফাল লা- ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা- মান্ আযিনা

রূহ (জিবরাঈল) এবং অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

লাহুর রহ্মা-নু ওয়া ক্বা-লা ছাওয়া-বা। ৩৯। যা-লিকাল ইয়াওমুল হাক্বক্ব

এবং (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কথা বললে) সে সঠিক কথাই বলবে। ৩৯. সে দিনটি সত্য,

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ

ফামান শা-আততাখাযা ইলা- রব্বিহী মাআ-বা। ৪০। ইন্না- আন্যারনা-কুম

অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার প্রভুর কাছে একটা আশ্রয় স্থান বানিয়ে রাখুক। ৪০. নিশ্চয় আমি আসন্ন আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করলাম,

عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

'আযাবান ক্বরীবাইঁ ইয়াওমা ইয়ান্যুরুল মারউ মা-ক্বদ্দামাত

সেদিন মানুষ দেখবে তার দুটি হাত (এ দিনের জন্যে) কী কী জিনিস অগ্রীম প্রেরণ করেছে,

يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

ইয়াদা-হু ওয়া ইয়াকূলুল কা-ফিরু ইয়া লাইতানী কুনতু তুরা-বা।

আর কাফির ব্যক্তি বলতে থাকবে, হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

পারা- ৩০

রুকূ' ২ | সূরা-৭৯ ঃ আন্ না-যি'আ-ত মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ

১। ওয়ান্নাযি'আ-তি গরক্বওঁ ২। ওয়ান্না-শিত্বা-তি নাশ্ত্বা ৩। ওয়াছ্ছা-বিহা-তি

১. শপথ ওই সব (ফেরেশতাদের), যারা নির্মমভাবে আত্মা টেনে বের করে। ২. শপথ ওই সব (ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে আত্মা বের করে। ৩. শপথ ওই সব (ফেরেশতাদের),

سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾

ছাব্হা ৪। ফাছ্ছা-বিক্বা-তি ছাব্ক্বা ৫। ফাল্মুদাব্বিরা-তি আম্রা।

যারা (বিশ্বলোকে তীব্র গতিতে) সাঁতার কাটে, ৪. তারপর তারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়, ৫. তারপর তারা কাজ পরিচালনা করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

৬। ইয়াওমা তার্জুফুর র-জিফাহ ৭। তাত্বা'উহার রা-দিফাহ্।

৬. সেদিন কম্পন সৃষ্টিকারী ভূকম্পন সৃষ্টি করবে, ৭. তারপরই আসবে আরেকটি প্রচণ্ড ধাক্কা।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

৮। কুলূবুই ইয়াওমাইযিও ওয়া-জিফাহ্ ৯। আব্‌ছা-রুহা খাশি'আহ।
৮. সেদিন অনেক অন্তর ভয়ে কম্পমান হবে, ৯. তাদের দৃষ্টি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا

১০। ইয়াকূলূনা আইন্না- লামারদূদূনা ফিল্ হা-ফিরহ্। ১১। আইযা-কুন্না-
১০. তারা বলে, আমরা কি নিশ্চিত পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব? ১১. আমরা যখন

عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

ই-জা-মান নাখিরহ্। ১২। ক্বা-লূ তিল্‌কা ইযান কার্‌রাতুন খা-ছিরাহ্।
পঁচে-গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো তার পরও কি আমরা জীবিত হবো? ১২. তারা বলে, তাহলে এই ফিরে আসাটা হবে ক্ষতিকর বিষয়।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

১৩। ফাইন্নামা হিয়া ঝাজ রাতুঁও ওয়া-হিদাহ্ ১৪। ফা ইযা- হুম বিছ্‌ছা-হিরহ্।
১৩. অবশ্যই তা হবে একটি বড়ো ধরনের গর্জন; ১৪. তারপর হঠাৎ দেখা যাবে, তারা (হাশরের মাঠে) সমবেত হয়ে গেছে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ

১৫। হাল আতা-কা হাদীছু মূছা। ১৬। ইয্ না-দা-হু রব্বুহূ বিল্ ওয়া-দিল
১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে? ১৬. তাকে যখন তাঁর প্রভু

الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧

মুক্বাদ্দাছি তুওয়া। ১৭। ইয্‌হাব্ ইলা- ফির 'আওনা ইন্নাহূ ত্বগা।
পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন—১৭. তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, কেননা সে সীমালঙ্ঘন করেছে,

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى

১৮। ফাকুল হাল লাকা ইলা- আন তাঝাক্‌কা। ১৯। ওয়াআহ্‌দিইয়াকা ইলা-
১৮. তুমি (তাকে) জিজ্ঞেস করো, তোমার পবিত্র হবার আগ্রহ আছে কি? ১৯. আমি কি তোমাকে

رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝١٩ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝٢٠

রব্বিকা ফাতাখ্‌শা-। ২০। ফাআরা-হুল আ-ইয়াতাল কুব্‌রা।
তোমার প্রভুর দিকে পথ দেখাবো? তাহলে তুমি (তাঁকে) ভয় করবে। ২০. এরপর সে তাকে বড়ো নিদর্শন দেখালো।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿২১﴾ زصلے ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿২২﴾ زصلے فَحَشَرَ

২১। ফাকায্যাবা ওয়া'আছা। ২২। ছুম্মা আদ্বারা ইয়াছ্'আ। ২৩। ফাহাশারা
২১. তারপরও সে (নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং অমান্য করলো। ২২. এরপর সে কোন (প্রতিকার) প্রচেষ্টার জন্য পেছনে ফিরে গেলো। ২৩. তারপর সে

فَنَادٰى ﴿২৩﴾ زصلے فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿২৪﴾ زصلے فَاَخَذَهُ اللّٰهُ

ফানা-দা। ২৪। ফাক্বা-লা আনা- রাব্বুকুমুল আ'লা। ২৫। ফাআখযাহুল্লা-হু
লোকজন জড়ো করলো এবং ঘোষণা দিল– ২৪. বললো, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো 'রব'। ২৫. অবশেষে আল্লাহ তাকে

نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿২৫﴾ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ

নাকা-লাল আ-খিরতি ওয়াল উলা। ২৬। ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্রাতাল লিমাই
পরকাল ও ইহকালের আযাবে পাকড়াও করলেন। ২৬. অবশ্যই এই ঘটনার মধ্যে তার জন্য শিক্ষা রয়েছে,

يَّخْشٰى ﴿২৬﴾ ع ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿২৭﴾ وقفة

ইয়াখ্শা-। ২৭। আআন্তুম আশাদ্দু খল্ক্বন আমিছ ছামা–উ; বানা-হা।
যে (আল্লাহকে) ভয় করে। ২৭. (তোমরা বলো,) সৃষ্টিগতভাবে তোমরা কি অধিক শক্ত না আসমান শক্ত। (আল্লাহ) এটা বানিয়েছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿২৮﴾ لا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ

২৮। রাফা'আ ছাম্কাহা- ফাছাওওয়া-হা ২৯। ওয়াআগ্ত্বশা লাইলাহা-ওয়াআখ্রাজা
২৮. তিনি তার ছাদ উঁচু করেছেন, অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। ২৯. তিনি এর রাতকে (অন্ধকার দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন এবং তা থেকে

ضُحٰىهَا ﴿২৯﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿৩০﴾ ط اَخْرَجَ

দুহা-হা-। ৩০। ওয়াল আর্দা বা'দা যা-লিকা দাহা-হা-। ৩১। আখ্রাজা
দিনকে বের করে এনেছেন। ৩০. এরপর যমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। ৩১. সেখান থেকে তিনি তার

مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿৩১﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿৩২﴾ لا مَتَاعًا

মিন্হা- মা– আহা ওয়ামার্'আ-হা। ৩২। ওয়াল্ জিবা-লা আর্ছা-হা- ৩৩। মাতা-
পানি ও তার উদ্ভিদ বের করেছেন। ৩২. তিনি পাহাড়সমূহকে (যমীনের উপর) গেড়ে দিয়েছেন, ৩৩. (এগুলো হচ্ছে) তোমাদের

لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿৩৩﴾ ط فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿৩৪﴾ زصلے

'আল্লাকুম ওয়ালিআন্'আ-মিকুম্। ৩৪। ফাইযা-জা–আতিত ত্বা–ম্মাতুল কুব্রা।
এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য জীবিকার সামগ্রী স্বরূপ, ৩৪. তারপর যখন মহা সংকট এসে যাবে।

পারা- ৩০

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল ইন্ছা-নু মা-ছা'আ। ৩৬। ওয়াবুর্রিঝাতিল জাহীমু
৩৫. সেদিন মানুষ তার প্রচেষ্টাকে স্মরণ করবে। ৩৬. যে লোক দেখতে পায় তার সামনে জাহান্নাম স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ

লিমাই ইয়ারা। ৩৭। ফাআম্মা-মান ত্বগা ৩৮। ওয়াআ-ছারাল হাইয়া-তাদ
৩৭. অতএব যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে– ৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছে,

الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ

দুন্ইয়া ৩৯। ফাইন্নাল জাহীমা হিয়াল মা'ওয়া। ৪০। ওয়াআম্মা-মান
৩৯. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। ৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে

خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ

খা-ফা মাক্বা-মা রব্বিহী ওয়া নাহান নাফ্ছা 'আনিল হাওয়া ৪১। ফাইন্নাল
দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, ৪১. অবশ্যই

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ

জান্নাতা হিয়াল মা'ওয়া। ৪২। ইয়াছ্আলূনাকা 'আনিছ ছা-'আতি
জান্নাত হবে তার ঠিকানা। ৪২. তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে,

اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ

আইয়া-না মুর্ছা-হা; ৪৩। ফীমা আন্তা মিন্ যিক্রা-হা। ৪৪। ইলা- রব্বিকা
কখন তা সংঘটিত হবে? ৪৩. সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কী সম্পর্ক (তা তুমি কি করে জানবে)? ৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত জ্ঞান তোমার প্রভুর

مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ

মুন্তাহা-হা। ৪৫। ইন্নামা- আন্তা মুন্যিরু মাই ইয়াখ্শা-হা। ৪৬। কাআন্নাহুম
কাছেই রয়েছে। ৪৫. অবশ্যই তুমি তার জন্যে সতর্ককারী, যে এ দিনটি-কে ভয় করে। ৪৬. যেদিন তারা

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

ইয়াওমা ইয়ারওনাহা-লাম ইয়াল্বাছূ- ইল্লা 'আশিইয়্যাতান আও দুহা-হা।
এ দিবস দেখতে পাবে, সেদিন মনে হবে এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় ব্যতীত তারা (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

রুকূ' ১ | সূরা-৮০ ঃ 'আবাছা | আয়াত ৪২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ

১। 'আবাছা ওয়াতাওয়াল্লা- ২। আন্ জা-আহুল আ'মা-। ৩। ওয়া মা- ইয়ুদ্রীকা

১. সে (নবী) ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো। ২. কারণ তার কাছে একজন অন্ধ লোক আসলো। ৩. কে তোমাকে জানাবে–

لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤

লা'আল্লাহু ইয়াঝ্ঝাক্কা- ৪। আও ইয়্যাক্কারু ফাতান্ফা'আহুয যিক্রা-।

হয়তো সে (অন্ধ ব্যক্তিটি) পরিশুদ্ধ হতো। ৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতঃপর উপদেশ তার জন্যে কল্যাণকর হতো;

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا

৫। আম্মা- মানিছ তাগনা- ৬। ফাআন্তা লাহূ তাছদ্দা। ৭। ওয়া মা-

৫. অপরদিকে যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলো– ৬. তুমি তার দিকেই মনোযোগ দিলে। ৭. অথচ

عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨

'আলাইকা আল্লা- ইয়াঝ্ঝাক্কা। ৮। ওয়াআম্মা-মান জা–আকা ইয়াছ্'আ

তোমার উপর কোনো দায়িত্ব নেই– যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়। ৮. অপরদিকে যে লোক তোমার কাছে দৌড়ে এসেছে,

وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ اِنَّهَا

৯। ওয়া হুওয়া ইয়াখ্শা ১০। ফাআন্তা 'আন্হু তালাহ্হা-। ১১। কাল্লা- ইন্নাহা-

৯. আর সে (আল্লাহকে) ভয় করে। ১০. অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে। ১১. কখনোই এরকম করবে না। নিশ্চয়

تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣

তায্কিরাহ্। ১২। ফামান শা–আ যাকারাহ্। ১৩। ফী ছুহুফিম মুকার্‌রামাতিম্

এ (কুরআন) হলো উপদেশ বাণী, ১২. সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে এটা গ্রহণ করবে। ১৩. এটা সম্মানিত সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ,

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ

১৪। মারফূ 'আতিম মুত্বাহ্হারাতিম্ ১৫। বিআইদী ছাফারাতিন্ ১৬। কিরা-মিম

১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র, ১৫. এটি সংরক্ষিত (এমন) লেখকদের হাতে, ১৬. (যারা) মর্যাদাসম্পন্ন

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ

বারারাহ্। ১৭। কুতিলাল ইনছা-নু মা-আক্ফারাহ্। ১৮। মিন্ আইয়ি

পূত পবিত্র। ১৭. মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলো! কোন্ জিনিস তাকে কাফির বানালো। ১৮. তিনি (আল্লাহ) কোন্ বস্তু থেকে তাকে

شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ

শাইয়িন্ খলাকাহ্। ১৯। মিন্ নুত্ব ফাতিন্; খলাক্বাহু ফাক্বদ্দারাহু ২০। ছুম্মাছ

সৃষ্টি করেছেন। ১৯. তিনি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। ২০. অতঃপর

السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا

ছাবীলা ইয়াছ্ছারাহু ২১। ছুম্মা আমা-তাহূ ফাআক্ববারাহু ২২। ছুম্মা ইযা

তিনি তার জন্যে চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন, ২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, অতঃপর তাকে কবরে পৌঁছে দিলেন, ২২. আবার তিনি যখন

شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ

শা-আ আন্শারাহ। ২৩। কাল্লা-লাম্মা ইয়াক্বদি মা-আমারাহ্। ২৪। ফাল্ইয়ান্জুরিল

চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন। ২৩. কখনও নয়, তাকে তিনি যা আদেশ করলেন তা সে পালন করেনি। ২৪. অতএব

الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

ইনছা-নু ইলা- ত্বা'আ-মিহ্। ২৫। আন্না-ছবাব্নাল মা-আ ছাব্বান্

মানুষ যেন তার খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখে (এই খাদ্য তার সামনে এভাবে এসেছে), ২৫. আমি প্রচুর পরিমাণ পানি বর্ষণ করেছি,

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৬। ছুম্মা শাক্বাক্বনাল আর্দা শাক্বক্বা- ২৭। ফাআম্বাত্না- ফীহা-হাব্বাওঁ

২৬. এরপর ভূমিকে খুব বিদীর্ণ করেছি, ২৭. এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ

২৮। ওয়া'ইনাবাওঁ ওয়াক্বাদ্বা ২৯। ওয়া ঝাইতূনাওঁ ওয়ানাখ্লাওঁ ৩০। ওয়াহাদা-ইক্বা

২৮. আঙ্গুর ও শাকসবজি, ২৯. যয়তুন ও খেজুর, ৩০. ঘন উদ্যান,

غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

গুল্বাওঁ ৩১। ওয়াফা-কিহাতাওঁ ওয়াআব্বাম্ ৩২। মাতা-'আল্লাকুম ওয়ালিআন্'আ-মিকুম্।

৩১. ফলমূল ও ঘাস, ৩২. তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলির উপভোগের জন্যে।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿৩৩﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿৩৪﴾

৩৩। ফাইযা–জা-আতিছ্ ছা– খ্খাহ্। ৩৪। ইয়াওমা ইয়াফিরুল্মারুউ মিন্ আখীহি

৩৩. সর্বশেষ যখন কর্ণ বিদারক বিকট ধ্বনি আসবে, ৩৪. সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে, নিজের ভাই থেকে,

وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿৩৫﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿৩৬﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ

৩৫। ওয়াউম্মিহী ওয়াআবীহ্ ৩৬। ওয়াছা-হিবাতিহী ওয়া বানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম্‌রিইম্

৩৫. নিজের মাতা ও পিতা থেকে, ৩৬. তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকেও। ৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই

مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿৩৭﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿৩৮﴾

মিনহুম ইয়াওমাইযিন্ শা'নুই ইয়ুগ্নীহ্। ৩৮। উজূহুই ইয়াওমাইযিম মুছফিরাতুন্

এমন অবস্থা হবে, তাকে আত্মকেন্দ্রিক বানিয়ে দিবে। ৩৮. অনেক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে,

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿৩৯﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿৪০﴾

৩৯। দ-হিকাতুম মুছ্তাব্শিরাহ্। ৪০। ওয়া উজূহুই ইয়াওমাইযিন 'আলাইহা- গবারাতুন্

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে। ৪০. এবং অনেক চেহারার উপর সেদিন ধুলাবালি পড়ে থাকবে,

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿৪১﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿৪২﴾

৪১। তার্হাকুহা- ক্বতারহ্। ৪২। উলা–ইকা হুমুল কাফারতুল ফাজারহ্।

৪১. মলিনতা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ৪২. এ লোকেরাই হচ্ছে কাফির পাপিষ্ঠ।

রুকূ' ১ | সূরা-৮১ ঃ আত তাকবীর | আয়াত ২৯

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿১﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿২﴾

১। ইযাশ শামছু কুওয়্যিরাত্। ২। ওয়া ইযান্নুজূমুন কাদারত্।

১. যখন সূর্যকে আলোহীন করা হবে। ২. যখন তারাগুলো মলিন হয়ে পড়বে।

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿৩﴾ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿৪﴾

৩। ওয়া ইযাল জিবা-লু ছুইয়িরত্। ৪। ওয়া ইযাল ই'শা-রু 'উত্বত্বিলাত্।

৩. যখন পর্বতমালাকে চলমান করে দেয়া হবে। ৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনী উপেক্ষিত হবে।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

৫। ওয়া ইযাল উহূশু হুশিরত্। ৬। ওয়া ইযাল বিহা-রু ছুজ্জিরত্।

৫. যখন বন্য জন্তুগুলোকে একত্র করা হবে। ৬. যখন সাগরসমূহকে (আগুন দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হবে।

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

৭। ওয়া ইযান্নুফূছু ঝুওওয়ীজাত্। ৮। ওয়া ইযাল মাওঊদাতু ছুইলাত্।

৭. যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমূহকে (নিজ নিজ দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে। ৮. যখন জীবিত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে–

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

৯। বিআইয়ি যাম্‌বিন কুতিলাত্। ১০। ওয়া ইযাছ ছুহুফু নুশিরত্।

৯. কোন্ অপরাধে সে নিহত হয়েছে। ১০. যখন আমলের নথিপত্র উন্মুক্ত হবে।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১১। ওয়া ইযাছ ছামা–উ কুশিত্বত্। ১২। ওয়া ইযাল জাহীমু ছু'ইরত্।

১১. যখন আসমান আবরণ মুক্ত হবে। ১২. যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত হবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৩। ওয়া ইযাল জান্নাতু উঝ্‌লিফাত্। ১৪। 'আলিমাত নাফ্‌ছুম মা–আহ্‌দারত্।

১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) নিকট নিয়ে আসা হবে, ১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি (আমলসহ) হাযির হয়েছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ

১৫। ফালা উক্ব ছিমু বিল খুন্নাছিল্ ১৬। জাওয়া রিল কুন্নাছি ১৭। ওয়াল্ লাইলি

১৫. না, আমি শপথ করছি সেসব তারকাপুঞ্জের যা পিছনে সরে যায়, ১৬. চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়ে যায়, ১৭. (শপথ) রাতের

إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ

ইযা- 'আছ্‌আছা ১৮। ওয়াছ ছুব্‌হি ইযা- তানাফ্‌ফাছ ১৯। ইন্নাহূ লাক্বওলু

যখন তা নিঃশেষ হয়ে যায়, ১৮. (শপথ) প্রভাতের যখন তা (দিনের আলোয়) নিশ্বাস নেয়, ১৯. নিশ্চয় এ (কুরআন) হচ্ছে

رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

রছূলিন কারীমিন্ ২০। যী কুও ওয়াতিন 'ইন্দা যিল্ 'আর্‌শি মাকীনিম্

একজন সম্মানিত বার্তা বাহকের (নিয়ে আসা) বাণী, ২০ যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতি আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ ﴿٢٢﴾

২১। মুত্বা-'ইন ছাম্মা-আমীন্। ২২। ওয়ামা- ছা-হিবুকুম বিমাজনূন্।
২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতঃপর) সে সেখানে গভীর আস্থাভাজনও। ২২. তোমাদের সাথী পাগল নয়।

وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ

২৩। ওয়ালাক্বদ রআ-হু বিল উফুক্বিল মুবীন্। ২৪। ওয়ামা- হুওয়া 'আলাল গইবি
২৩. সে তাকে (ফেরেশতাকে) প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে। ২৪. অদৃশ্য জগতের কথা বলতে সে কখনো

بِضَنِيۡنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ﴿٢٥﴾ فَاَيۡنَ

বিদানীন্। ২৫। ওয়ামা- হুওয়া বিক্বওলি শাইত্বা-নির রজীম। ২৬। ফাআইনা
কার্পণ্য করে না। ২৫. এটা কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথাও নয়। ২৬. অতএব তোমরা (কুরআন ছেড়ে) কোথায় যাবে?

تَذۡهَبُوۡنَ ﴿٢٦﴾ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنۡ شَآءَ

তায্হাবূন্। ২৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুল লিল্ 'আ-লামীন ২৮। লিমান শা-আ
২৭. এটা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, ২৮. তোমাদের মধ্য হতে যে

مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ

মিনকুম আই ইয়াছ্তাক্বীম্। ২৯। ওয়া মা- তাশা-উনা ইল্লা- আই ইয়াশা-আল্লা-হু
সঠিক পথে চলতে চায় (এটা) তার জন্যেই (উপদেশ)। ২৯. তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না,

رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٢٩﴾

রব্বুল 'আ-লামীন।
মহা বিশ্বের প্রভু আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত।

রুকূ' ১ — সূরা-৮২ ঃ আল ইন্ফিত্বার — আয়াত ১৯

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا السَّمَآءُ انۡفَطَرَتۡ ﴿١﴾ وَاِذَا الۡكَوَاكِبُ انۡتَثَرَتۡ ﴿٢﴾

১। ইযাছ ছামা-'উন ফাত্বরত্ ২। ওয়া ইযাল কাওয়া-কিবুন তাছারত্
১. যখন আসমান ফেটে চৌচির হবে। ২. যখন তারকাসমূহ ঝরে পড়বে।

পারা- ৩০

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤

৩। ওয়া ইযাল বিহা-রু ফুজজিরত্ ৪। ওয়া ইযাল কুবূরু বু'ছিরত্

৩. যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে। ৪. যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝٥ يٰۤاَيُّهَا

৫। 'আলিমাত নাফ্ছুম মা-ক্বদ্দামাত ওয়া আখ্খারত্। ৬। ইয়া- আইয়ুহাল

৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জানতে পারবে, সে আগে ও পরে কি কাজ করেছে। ৬. হে

الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦ الَّذِىْ

ইন্ছা-নু মা-গর্রাকা বিরাব্বিকাল কারীমিল্ ৭। ল্লাযী

মানুষ, কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার মহান প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? ৭. যিনি

خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا

খালাক্কা ফাছাওওয়া-কা ফা'আদালাকা ৮। ফী- আইয়ি ছূরাতিম মা-

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। ৮. তিনি যে আকারে চেয়েছেন

شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩ وَاِنَّ

শা-আ রক্কাবাক্। ৯। কাল্লা-বাল তুকায্যিবূনা বিদ্দীনি ১০। ওয়া ইন্না

সে আকার দিয়েই তোমাকে গঠন করেছেন। ৯. কখনও নয়, বরং তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করছো! ১০. অবশ্যই

عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١ يَعْلَمُوْنَ

'আলাইকুম লাহাফিজীনা ১১। কিরামান্ কা-তিবীনা ১২। ইয়া'লামূনা

তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে, এরা হচ্ছে সম্মানিত লেখক (ফেরেশতা), ১২. তারা জানে

مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝١٣ وَاِنَّ

মা-তাফ্'আলূন্। ১৩। ইন্নাল আবরা-রা লাফী নাঈম্। ১৪। ওয়া ইন্নাল

তোমরা যা কিছু করছো। ১৩. নিশ্চয় নেক লোকেরা (সেদিন) অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। ১৪. আর অবশ্যই

الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝١٤ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥

ফুজ জা-রা লাফী জাহীম। ১৫। ইয়াছ্লাওনাহা ইয়াওমাদ্দীন্।

পাপীরা থাকবে জাহীম নামক জাহান্নামে। ১৫. শেষ বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে।

পারা- ৩০

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ

১৬। ওয়া মা- হুম 'আন্‌হা বিগা–ইবীন। ১৭। ওয়া মা- আদ্‌রাকা- মা-ইয়াওমু
১৬. সেখান থেকে তারা অনুপস্থিত থাকবে না। ১৭. তোমাকে কে জানাবে যে,

الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ

দ্দীনি ১৮। ছুম্মা মা-আদ্‌রা-কা মা-ইয়াওমুদ্দীন্। ১৯। ইয়াওমা
শেষ বিচারের দিনটি কি? ১৮. পুনরায় বলছি, তোমাকে কে জানাবে যে, শেষ বিচারের দিনটি কি? ১৯. (তা হলো) যেদিন

لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

লা- তাম্‌লিকু নাফছুল লিনাফ্‌ছিন শাইআ; ওয়াল আম্‌রু ইয়াওমাইযিল্ লিল্‌লাহ্।
কোনো মানুষই অন্য মানুষের কোনো কর্তৃত্ব পাবে না; সেদিন সব আদেশ প্রদানের ক্ষমতা (একচ্ছত্রভাবে) আল্লাহর জন্যে থাকবে।

রুকূ' ১ | সূরা-৮৩ : আল মুত্বাফ্ফিফীন মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى

১। ওয়াইলুল লিল্ মুত্বাফফিফীন ২। আল্‌লাযীনা ইযাক তা-লূ 'আলান্
১. দুর্ভোগ পরিমাণে কম প্রদানকারীদের জন্যে, ২. যারা মানুষদের থেকে যখন মেপে নেয় তখন

النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ

না-ছি ইয়াছ্‌তাওফূন্। ৩। ওয়া ইযা কা-লূহুম আও ওয়াঝানূহুম
পুরোপুরি মেপে নেয়। ৩. আর যখন তাদের পরিমাপ অথবা ওজন করে দেয়

يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾

ইয়ুখ্‌ছিরূন্। ৪। আলা- ইয়াজুন্নু উলা–ইকা আন্‌নাহুম মাব'উছূন
তখন কম দেয়। ৪. এরা কি ভাবে না অবশ্যই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

৫। লিইয়াওমিন 'আজীম ৬। ইয়াওমা ইয়াকূ মুন্‌না-ছু লিরাব্‌বিল 'আ-লামীন্।
৫. এক মহাদিবসের জন্যে, ৬. সেদিন সমস্ত মানুষ মহাবিশ্বের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে।

كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرَىٰكَ

৭। কাল্লা- ইন্না কিতা-বাল ফুজ্জা-রি লাফী ছিজ্জীন্। ৮। ওয়া মা- আদ্‌রা-কা
৭. কখনো না, অবশ্যই গুনাহগারদের আমলনামা 'সিজ্জীনে' থাকবে। ৮. তোমাকে কিসে জানিয়ে দেবে যে,

مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

মা-ছিজ্জীন। ৯। কিতা-বুম মার্‌কূম্। ১০। ওয়াই লুঁই ইয়াওমাইযিল
সিজ্জীন কি? ৯. (তা হলো) লিখিত একটা বই। ১০. সেদিন

لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝١١

লিল্‌মুকায্‌যিবীন ১১। আল্লাযীনা ইয়ুকায্‌যিবূনা বিইয়াওমিদ্দীন্।
মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য– ১১. যারা শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা বলতো।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلَىٰ

১২। ওয়া মা- ইয়ুকায্‌যিবু বিহী-ইল্লা-কুল্লু মু'তাদিন আছীম। ১৩। ইযা- তুত্‌লা
১২. (আসলে) প্রতিটি সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ লোক ছাড়া কেউই এ (বিচার দিনটি)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না, ১৩. যখন তার

عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٣ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ

'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা ক্বা-লা আছা-ত্বীরুল আওয়ালীন্। ১৪। কাল্লা বাল
সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে আগের যুগের কল্পকাহিনী। ১৪. কখনো নয়, বরং

رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝١٤ كَلَّآ إِنَّهُمْ

র-না 'আলা- ক্বুলূ বিহিম মা- কা-নূ ইয়াক্‌ছিবূন্। ১৫। কাল্লা- ইন্নাহুম
এদের কৃতকর্ম এদের মনের উপর মরিচা লাগিয়ে দিয়েছে। ১৫. কখনো না, অবশ্যই

عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟

'আর্‌রাব্বিহিম ইয়াওমাইযিল লামাহ্‌জূবূন্। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম লাছা-লুল
এরা সেদিন তাদের প্রভুর (দিদার) থেকে বঞ্চিত থাকবে। ১৬. এরপর তারা অবশ্যই

ٱلْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ

জাহীম্। ১৭। ছুম্মা ইয়ুক্বা-লু হাযাল্লাযী কুন্‌তুম বিহী
জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশকারী হবে। ১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যাকে তোমরা

تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾

তুকাযযিবূন্। ১৮। কাল্লা- ইন্না- কিতা-বাল আব্রা-রি লাফী 'ইল্লিয়্যীন্।
মিথ্যা মনে করতে; ১৮. কখনো না, অবশ্যই নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত থাকবে ইল্লিয়্যীনে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ

১৯। ওয়া মা- আদ্রা-কা-মা 'ইল্লিইয়ূন্। ২০। কিতা-বুম মার্কুমুই ২১। ইয়াশ্হাদুহুল
১৯. তোমাকে কে জানাবে– 'ইল্লিয়্যীন' কি? ২০. (এটা হচ্ছে) একটি লিখিত বই, ২১. নিকটতম ফেরেশতারা

الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ

মুক্বার্রবূন। ২২। ইন্নাল আব্রা-রা লাফী নাঈমিন্ ২৩। 'আলাল আরা-ইকি
তা দেখাশুনা করেন। ২২. নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। ২৩. উচ্চ আসনে বসে

يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾

ইয়ান্জুরূন ২৪। তা'রিফু ফী উজূহিহিম নাদরতান নাঈম্।
তারা (দৃশ্যাবলী) প্রত্যক্ষ করবে। ২৪. তুমি তাঁদের চেহারার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা বুঝতে পারবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ

২৫। ইয়ুছ্ক্বওনা মির রহীক্বিম মাখ্তূমিন্ ২৬। খিতা-মুহূ মিছ্কুন;
২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে বিশুদ্ধ পানীয় তাদের পান করানো হবে, ২৬. তার সীল গালা হলো কস্তুরীর সুগন্ধি;

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهٗ

ওয়াফী যা-লিকা ফাল্ইয়াতানা-ফাছিল মুতানা-ফিছূন্। ২৭। ওয়ামিঝা-জুহূ
এটা লাভের জন্য সকল প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। ২৭. তার মিশ্রণ থাকবে

مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

মিন্ তাছনীমিন্ ২৮। 'আইনাইঁ ইয়াশ্রবু বিহাল মুক্বার্রাবূন্।
তাসনীমের পানি, ২৮. (তাসনীম) এমন একটি ঝর্ণাধারা– সেখান থেকে নৈকট্যলাভকারীরাই পান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। ইন্নাল্লাযীনা আজ্রামূ কা-নূ মিনাল্লাযীনা আ-মানূ ইয়াদহাকূন্।
২৯. অবশ্যই যারা অপরাধ করেছে তারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো,

পারা- ৩০

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ

৩০। ওয়া ইযা- মার্‌রূ বিহিম ইয়াতাগা-মাযূন্। ৩১। ওয়া ইযান ক্বলাবূ- ইলা-

৩০. তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন তারা পরস্পর চোখের ইশারায় কটাক্ষ করতো। ৩১. যখন তারা নিজেদের পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যেতো,

أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ

আহ্‌লিহিমুন ক্বলাবূ ফাকিহীন্। ৩২। ওয়া ইযা- রাআওহুম ক্বা-লূ- ইন্‌না

তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই ফিরতো। ৩২. তারা যখন এদের দেখতো তখন বলতো, অবশ্যই

هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

হা-উলা-ই লাদা-ল্লূন ৩৩। ওয়া মা- উর্‌ছিলূ 'আলাইহিম হা-ফিজীন্।

এরা পথভ্রষ্ট। ৩৩. (অথচ) এদেরকে তাদের ওপর রক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪। ফাল্‌ইয়াওমাল্ লাযীনা আ-মানূ মিনাল কুফ্‌ফা-রি ইয়াদহাকূন।

৩৪. অতএব আজ ঈমানদার ব্যক্তিরা কাফেরদের সম্পর্কে হাসা হাসি করবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ

৩৫। 'আলাল আরা–ইকি ইয়ান্‌জুরূন্। ৩৬। হাল ছুওয়িবাল কুফ্‌ফা-রু

৩৫. (ঈমানদার লোকগণ) উঁচু আসনে আসিন হয়ে দেখতে থাকবে; ৩৬. (তোমার কি মনে হয়) কাফেরদের কি তাদের

مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

মা-কানূ ইয়াফ্‌'আলূন।

কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে না?

রুকূ' ১ — সূরা-৮৪ ঃ আল ইন্‌শিক্বাক্ব — আয়াত ২৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

১। ইযাছ ছামা–'উন শাক্বক্বত্ ২। ওয়াআযিনাত লিরব্বিহা-ওয়াহুক্বক্বত্

১. যখন আসমান ফেটে যাবে। ২. সে তার প্রভুর নির্দেশ পালন করবে এবং এই নির্দেশ পালনই তার দায়িত্ব।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

৩। ওয়া ইযাল আর্‌দু মুদ্‌দাত্‌ ৪। ওয়াআলক্বত মা-ফীহা-ওয়াতাখল্‌লাত্‌
৩. যখন পৃথিবী সম্প্রসারিত হবে। ৪. এবং সে তার মধ্যের সবকিছু নিক্ষেপ করবে এবং শূন্য হয়ে যাবে।

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

৫। ওয়াআযিনাত লিরব্‌বিহা- ওয়াহুক্কক্বত্‌। ৬। ইয়া- আইয়ুহাল ইন্‌ছা-নু
৫. সে তার প্রভুর নির্দেশ পালন করবে এবং ঐ নির্দেশ পালন করা তার কর্তব্য। ৬. হে মানুষ,

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝٦ فَأَمَّا مَنْ

ইন্‌নাকা কা-দিহুন ইলা- রব্‌বিকা কাদ্‌হান ফামুলাক্বীহ্‌। ৭। ফাআম্‌মা- মান্‌
তুমি তোমার প্রভুর দিকে এক তীব্র আকর্ষণে এগিয়ে চলছো; অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাতকারী হবে। ৭. তারপর যার

أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

উতিইয়া কিতা-বাহূ বিইয়ামিনিহী ৮। ফাছাওফা ইয়ুহা-ছাবু হিছা-বাই
আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. অচিরেই সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে।

يَسِيرًا ۝٨ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ

ইয়াছীরা ৯। ওয়া ইয়ান্‌ক্বালিবু ইলা- আহ্‌লিহী মাছরূরা। ১০। ওয়া আম্‌মা- মান্‌
৯. সে আনন্দিত হয়ে নিজ পরিবার-এর কাছে ফিরে যাবে। ১০. পক্ষান্তরে যার

أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝١١

উতিইয়া কিতা-বাহূ ওয়ারা–আ জাহ্‌রিহী। ১১। ফাছাওফা ইয়াদ্‌'উ ছুবূরাও
আমলনামা তার পিঠের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে।

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝١٣

১২। ওয়া ইয়াছ্‌লা-ছা'ঈরা। ১৩। ইন্‌নাহূ কা-না ফী-আহ্‌লিহী মাছরূরা।
১২. এবং সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. কেননা সে (দুনিয়ার জীবনে) নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে আমোদ ফূর্তিতে লিপ্ত ছিলো।

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۝١٤ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ

১৪। ইন্‌নাহূ জন্‌না আল্‌লাই ইয়াহূর। ১৫। বালা- ইন্‌না রব্‌বাহূ কা-না বিহী
১৪. সে ভেবেছিলো, যে কখনো (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না, ১৫. হ্যাঁ, তাকে ফিরে যেতেই হবে। কারণ তার প্রভু তাকে

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

বাছীরা। ১৬। ফালা-উক্বছিমু বিশ্‌শাফাক্ব ১৭। ওয়াল্ লাইলি ওয়া মা- ওয়াছাক্ব
পর্যবেক্ষণ করছেন। ১৬. না, আমি শপথ করছি সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার– ১৭. এবং শপথ রাতের ও রাত যা কিছু আচ্ছন্ন করে তার–

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن

১৮। ওয়াল্ ক্বমারি ইযাত্‌তাছাক্ব ১৯। লাতারকাবুন্না ত্ববাক্বন্ 'আন্
১৮. চাঁদের শপথ, যখন তা পূর্ণাঙ্গ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়, ১৯. তোমরা অবশ্যই একটি স্তর থেকে

طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ

ত্ববাক্ব। ২০। ফামা- লাহুম লা- ইয়ু'মিনূন ২১। ওয়াইযা-কুরিআ
আরেকটি স্তরে অগ্রসর হবে। ২০. তাদের কি হয়েছে? তারা ঈমান গ্রহণ করছে না, ২১. যখন তাদের সামনে

সেজদা

عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ

'আলাইহিমুল কুর্‌আ-নু লা-ইয়াছ্‌জুদূন্। ২২। বালিল্লাযীনা
কুরআন পড়া হয়, তখন এরা সাজদা করে না? ২২. বরং যারা

كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

কাফারূ ইয়ুকায্‌যিবূন। ২৩। ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ইয়ূ'উন।
কাফির, তারাই একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ২৩. আর আল্লাহ ভালো করেই জানেন (আমলনামায়) তারা কী সঞ্চয় করছে?

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

২৪। ফাবাশ্‌শির্‌হুম বি'আযা-বিন আলীম। ২৫। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ
২৪. (হে নবী,) তাদেরকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও, ২৫. তবে যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

ওয়া'আমিলুছ্ ছা-লিহা-তি লাহুম আজরুন গইরু মাম্‌নূন্।
এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

রুকূ' ১ — সূরা-৮৫ ঃ আল বুরূজ — আয়াত ২২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝٢

১। ওয়াছ্ ছামা-ই যা-তিল বুরূজ ২। ওয়াল্ ইয়াওমিল মাও'উদ

১. শপথ গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশের, ২. (শপথ) প্রতিশ্রুতি দেয়া দিবসের,

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝٣ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝٤

৩। ওয়া শা-হিদিওঁ ওয়ামাশ্হূদ। ৪। কুতিলা আছ্হা-বুল উখদূদ

৩. শপথ দর্শকের এবং যা পরিদৃষ্ট হয়। ৪. ধ্বংস হয়েছে গর্তের কর্তারা;

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٦ وَهُمْ عَلَىٰ

৫। আন্না-রি যা-তিল ওয়াকূদ ৬। ইয্হুম 'আলাইহা- কুঊদুওঁ ৭। ওয়া হুম 'আলা-

৫. গর্তগুলো বহু ইন্ধন বিশিষ্ট আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। ৬. যখন তারা গর্তের কিনারার উপর বসা ছিলো। ৭. তারা

مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ

মা- ইয়াফ্'আলূনা বিল্ মুমিনীনা শুহূদ। ৮। ওয়া মা- নাক্বামূ মিনহুম

মু'মিনদের সাথে যা করছিলো তা প্রত্যক্ষ করছিলো। ৮. তারা এ (মু'মিন)-দের থেকে একমাত্র এই কারণে প্রতিশোধ নিয়েছিলো যে,

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨ الَّذِي لَهُ

ইল্লা- আইঁ ইয়ু'মিনূ বিল্ লা-হিল 'আযীঝিল হামীদ ৯। আল্লাযী লাহূ

তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলো। ৯. (এমন এক সত্তার উপর) যার জন্যে

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩

মুল্কুছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইইন শাহীদ।

আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা; আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর সাক্ষী।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

১০। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ছুম্মা

১০. অবশ্যই যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, তারপর

لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠

লাম ইয়াতূবূ ফালাহুম 'আযা-বু জাহান্নামা ওয়ালাহুম 'আযা-বুল হারীক্ব।

তারা তাওবাও করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্যে রয়েছে দগ্ধ করা আগুনের শাস্তি।

পারা- ৩০

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ

১১। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি লাহুম জান্না-তুন
১১. অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত–

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾

তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু; যা-লিকাল ফাওঝুল কাবীর্‌।
যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; ওই জান্নাত লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ

১২। ইন্‌না বাত্বশা রব্‌বিকা লাশাদীদ্‌। ১৩। ইন্‌নাহূ হুওয়া ইয়ুব্‌দিউ
১২. নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত; ১৩. অবশ্যই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন,

وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ

ওয়া ইয়ু'ঈদ্‌। ১৪। ওয়া হুওয়াল গাফূরুল ওয়া দূদু ১৫। যুল 'আরশিল
তিনিই পুনঃ সৃষ্টি করবেন। ১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, প্রেমময়, ১৫. সম্মানিত আরশের অধিপতি।

الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ

মাজীদ ১৬। ফা'আলুল লিমা-ইয়ুরীদ্‌। ১৭। হাল আতা-কা হাদীছুল
১৬. তিনি যা চান তাই করেন। ১৭. তোমার কাছে কি সৈনিকদের কথা পৌঁছেছে?

الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

জুনূদ ১৮। ফির'আওনা ওয়াছামূদ্‌। ১৯। বালিল্লাযীনা কাফারূ
১৮. ফেরাউন ও সামুদ বাহিনীর কথা! ১৯. বরং যারা কুফরী করেছে

فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾

ফী তাক্‌যীবিঁও ২০। ওয়াল্লা-হু মিঁও ওয়া রা-ইহিম মুহীত্ব।
তারা মিথ্যাচারের মধ্যেই লিপ্ত রয়েছে। ২০. আল্লাহ তাদেরকে সকল দিক থেকেই ঘিরে আছেন।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

২১। বাল হুওয়া কুর্‌আনুম মাজীদ ২২। ফী লাওহিম মাহ্‌ফূজ।
২১. বরং এটা হচ্ছে মহান কুরআন; ২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্‌

রুকূ' ১ | সূরা-৮৬ ঃ আত্ব ত্বারিক্ব | আয়াত ১৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

১। ওয়াছ্ছামা–ই ওয়াত্ত্বা-রিক্ব ২। ওয়া মা- আদ্‌রা-কা মাত্ত্বা-রিক্বু।

১. শপথ আকাশের এবং রাতে আগমনকারী তারকার, ২. কে তোমাকে জানাবে যে, রাতে আগমনকারী কি?

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا

৩। আননাজ্‌মুছ ছাক্বিব ৪। ইন কুল্লু নাফ্‌ছিল্‌লাম্মা ‘আলাইহা-

৩. তা হচ্ছে এক উজ্জ্বল তারকা। ৪. এমন কোন প্রাণী নেই যার উপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত (করা) হয়নি;

حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ

হা-ফিজ। ৫। ফাল্‌ইয়ান্‌জুরিল ইন্‌ছা-নু মিম্‌মা খুলিক্ব। ৬। খুলিক্বা মিম

৫. অতএব মানুষ যেন তাকিয়ে দেখে– তাকে কোন্ জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; ৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে

مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

মা–ইন দা-ফিক্ব ৭। ইয়াখ্‌রুজু মিম বাইনিছ ছুলবি ওয়াত্‌তারা–ইব্।

সবেগে স্খলিত পানি থেকে– ৭. যা বের হয় (পুরুষদের) পিঠের মেরুদণ্ড ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মধ্যখান থেকে।

إِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾

৮। ইন্‌নাহু ‘আলা- রাজ ‘ইহী লাক্বা-দির ৯। ইয়াওমা তুব্‌লাছ ছারা–ইরু

৮. অবশ্যই তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। ৯. সেদিন যাবতীয় গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে,

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

১০। ফামা- লাহূ মিন্ কুওয়াতিওঁ ওয়া লা- নাছির্। ১১। ওয়াছ্‌ছা–মা ই যা-তির রজই

১০. (সেদিন) তার জন্য কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না; ১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

১২। ওয়াল আর্‌দি যা-তিছ্ ছদ্‌'ই ১৩। ইন্‌নাহূ লাক্বওলুন ফাছ্‌লুও

১২. এবং বিদীর্ণশীল যমীনের শপথ। ১৩. অবশ্যই এ (কুরআন) হচ্ছে (সত্য মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্যকারী।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

১৪। ওয়া মা- হুওয়া বিল্‌হায্‌ল। ১৫। ইন্নাহুম ইয়াকীদূনা কাইদাওঁ

১৪. এটা উপহাসের বস্তু নয়। ১৫. নিঃসন্দেহে তারা চক্রান্ত করছে।

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

১৬। ওয়াআকীদু কাইদা। ১৭। ফামাহ্‌হিলিল কা-ফিরীনা আম্‌হিল্‌হুম রুওয়াইদা।

১৬. আমিও একটি কৌশল অবলম্বন করছি। ১৭. অতএব তুমি কাফেরদের অবকাশ দাও। তাদেরকে কিছু দিনের জন্য সুযোগ দাও।

সূরা-৮৭ ঃ আল আ'লা

রুকূ' ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾

১। ছাব্বিহিছ্‌মা রব্বিকাল আ'লা ২। আল্লাযী খালাক্বা ফাছাওওয়া-।

১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো, ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾

৩। ওয়াল্ লাযী ক্বাদ্দারা ফাহাদা-। ৪। ওয়াল্লাযী- আখ্‌রাজাল মার্‌'আ-।

৩. তিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর (সবার চলার) পথ প্রদর্শন করেছেন। ৪. তিনি তৃণ লতা উৎপন্ন করেছেন,

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ﴿٦﴾

৫। ফাজা'আলাহূ গুছা-আন আহ্‌ওয়া-। ৬। ছানুক্বরিউকা ফালা- তানছা -

৫. এরপর তাকে শুকনো খড়কুটায় পরিণত করেছেন। ৬. আমি (কুরআন) তোমাকে পড়িয়ে দেবো, ফলে তুমি ভুলবে না,

إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾

৭। ইল্‌লা- মা-শা-আল্লা-হ; ইন্নাহু ইয়া'লামুল জাহ্‌রা ওয়া মা- ইয়াখ্‌ফা-।

৭. অবশ্য আল্লাহ যদি কিছু চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং যা কিছু সে গোপন করে- তাও জানেন।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾

৮। ওয়া নুইয়াছ্‌ছিরুকা লিল্‌ইউছ্‌রা-। ৯। ফাযাক্‌কির ইন্ নাফা'আতিয যিক্‌রা-।

৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দিচ্ছি। ৯. সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাকো যদি উপদেশ দান উপকারী হয়।

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾

১০। ছাইয়াযযাক্কারু মাইঁ ইয়াখ্শা ১১। ওয়া ইয়াতাজান্নাবুহাল আশ্ক্বা
১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহকে) ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে, ১১. আর চরম হতভাগা এটা থেকে দূরে সরে থাকবে,

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ

১২। আল্লাযী ইয়াছ্লান্ না-রাল কুব্রা। ১৩। ছুম্মা লা- ইয়ামূতু
১২. সেই হতভাগা অচিরেই মহা আগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবে না

فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾

ফীহা- ওয়া লা- ইয়াহ্ইয়া। ১৪। ক্বাদ আফ্লাহা মান্ তাঝাককা।
এবং বাঁচবেও না। ১৪. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে–

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ

১৫। ওয়া যাকারছ্মা রাব্বিহী ফাছল্লা-। ১৬। বাল তু'ছিরূনাল হায়া-তাদ্
১৫. এবং সে নিজের প্রভুর নাম স্মরণ করেছে তারপর সে নামায আদায় করেছে। ১৬. কিন্তু তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছো।

الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى

দুন্ইয়া। ১৭। ওয়াল আ-খিরাতু খাইরুওঁ ওয়া আব্ক্বা। ১৮। ইন্না হা-যা লাফিছ
১৭. অথচ আখেরাত হচ্ছে উত্তম ও স্থায়ী। ১৮. নিশ্চয়ই এ কথা

الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

ছুহুফিল উলা-। ১৯। ছুহুফি ইব্রা-হীমা ওয়া মূছা।
পূর্বের কিতাবসমূহে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে, ১৯. ইবরাহীম এবং মূসার কিতাবসমূহেও আছে।

রুকূ' ১ | সূরা-৮৮ ঃ আল গাশিয়াহ | আয়াত ২৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ

১। হাল আতা-কা হাদীছুল গা-শিয়াহ্। ২। উজূহুই ইয়াওমায়িযিন
১. তোমার কাছে কি (কিয়ামতের দিনে) আচ্ছন্নকারীর কথা পৌঁছেছে? ২. সে দিন অনেক লোকের চেহারা

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

খা- শি‘আহ্ ৩। ‘আ-মিলাতুন না-ছিবাহ্। ৪। তাছ্লা-না-রান হা-মিইয়াহ্

ভীতসন্ত্রস্ত হবে, ৩. ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হবে, ৪. তারা (সেদিন) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে,

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا

৫। তুছক্বা-মিন ‘আইনিন আ-নিয়াহ্। ৬। লাইছা লাহুম ত্বা‘আ-মুন ইল্লা-

৫. ফুটন্ত নহর থেকে তাদেরকে পান করানো হবে; ৬. কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া তাদের জন্যে কোনো খাদ্য থাকবে না।

مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾

মিন্ দারী‘ইল ৭। লা-ইয়ুছ্মিনু ওয়া লা- ইয়ুগনী মিন্ জূ‘ইন্।

৭. এ (খাবার) তাদের পুষ্ট করবে না, ক্ষুদা নিবারণের কাজেও আসবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِيْ

৮। উজূহুই ইয়াওমায়িযিন না-‘ইমাতুল ৯। লিছা‘য়িহা- র-দিইয়াহ্ ১০। ফী

৮. (অপরদিকে) কিছু চেহারা হবে সজিব, ৯. নিজেদের কর্মের জন্য হবে ভীষণ খুশী, ১০. (তারা থাকবে)

جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا

জান্নাতিন ‘আ-লিইয়াহ ১১। লা-তাছ্মা‘উ ফীহা- লা-গিইয়াহ্। ১২। ফীহা-

উঁচু জান্নাতে, ১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শোনবে না; ১২. তার মধ্যে থাকবে

عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ

‘আইনুন জা-রিইয়াহ্। ১৩। ফীহা ছুরুরুম মারফূ‘আতুঁও ১৪। ওয়া আক্ওয়া-বুম

প্রবাহিত ঝর্ণা। ১৩. তার মধ্যে থাকবে উঁচু উঁচু আসন, ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র,

مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

মাওদু‘আহ ১৫। ওয়ানামা-রিকু মাছ ফূফাতুঁও ১৬। ওয়াঝা-রা বিইউ মাব্ছূছাহ্।

১৫. সারি সারি গালিচা, ১৬. (আরো থাকবে) বিছানো তোশক;

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَاِلَى

১৭। আফালা- ইয়ান্জুরূনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিক্বত্। ১৮। ওয়া ইলাছ

১৭. তারা কি উটটির দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ

ছামা–ই কাইফা রুফি‘আত্। ১৯। ওয়া ইলাল জিবা-লি কাইফা

১৮. আকাশের দিকে (তাকিয়ে দেখে না)? কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে! ১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না)? কিভাবে

نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ

নুছিবাত্। ২০। ওয়া ইলাল আরদ্বি কাইফা ছুত্বিহাত্। ২১। ফা যাক্কির

তা (যমীনে) স্থাপন করা হয়েছে! ২০. যমীনের দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাকে সমতল করে বিছানো হয়েছে! ২১. অতএব (হে নবী) তুমি উপদেশ দিতে থাকো।

إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا

ইন্নামা- আন্তা মুযাক্কির্। ২২। লাছ্তা ‘আলাইহিম বিমুছইত্বিরিন্ ২৩। ইল্লা-

নিশ্চয় তুমি একজন উপদেশদানকারী মাত্র। ২২. তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী (কোনো দারোগা) নও, ২৩. আর সে

مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

মান্ তাওয়াল্লা- ওয়াকাফার ২৪। ফাইয়ু‘আযযিবুহুল লা-হুল ‘আযা-বাল আক্বার্।

ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং কুফুরী করেছে, ২৪. আল্লাহ অবশ্যই তাকে বড়ো ধরনের শাস্তি দেবেন।

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৫। ইন্না ইলাইনা- ইয়া-বাহুম ২৬। ছুম্মা-ইন্না ‘আলাইনা-হিছা-বাহুম।

২৫. অবশ্যই তাদের ফিরতে হবে আমার কাছে, ২৬. এরপর অবশ্যই আমার কাছে তাদের হিসাব দিতে হবে।

সূরা-৮৯ ঃ আল ফাজর

রুকূ‘ ১ — মক্কায় অবতীর্ণ — আয়াত ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾

১। ওয়ালফাজ্রি ২। ওয়ালাইয়া-লিন ‘আশরিওঁ ৩। ওয়াশ্ শাফ্‘ই ওয়াল্ওয়াত্রি

১. শপথ ভোরের, ২. শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের, ৩. শপথ জোড় ও বিজোড়-এর,

وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٥﴾

৪। ওয়াল্ লাইলি ইযা- ইয়াছ্রি। ৫। হাল ফী যা-লিকা ক্বাছামুল্লিযী হিজর্।

৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে চলে যায়, ৫. এ সবের মধ্যে কি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে কোনো শপথ বিদ্যমান আছে?

পারা-৩০

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧

৬। আলাম্ তারা কাইফা ফা‘আলা রব্বুকা বি‘আ-দ। ৭। ইরামা যা-তিল ‘ইমা-দ
৬. তুমি কি লক্ষ্য করোনি, তোমার প্রভু আদ (জাতি)-র এরাম গোত্রের লোকদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? ৭. এরাম গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী।

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ

৮। আল্লাতী লাম ইয়ুখ্লাক্ব মিছলুহা-ফিল বিলা-দ। ৯। ওয়াছামূদাল্
৮. (দৈহিক ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে তাদের মতো কাউকেই সৃষ্টি করা হয়নি। ৯. এবং সামুদ

الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي

লাযীনা জা-বুছ্ ছখ্রা বিল্ ওয়া-দ। ১০। ওয়া ফির‘আউনা যিল
জাতির সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন, তারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে কেটে অট্টালিকা বানাতো। ১০. আর পেরেক ঠুকে শাস্তি প্রদানকারী ফেরাউন-এর সাথে কি

الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا

আওতা-দ। ১১। আল্লাযীনা ত্বাগাও ফিল্ বিলা-দ। ১২। ফা আক্ছারূ
আচরণ করেছেন। ১১. যারা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে, ১২. তারা সেখানে বেশি মাত্রায়

فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣

ফীহাল ফাছা-দ। ১৩। ফাছব্বা ‘আলাইহিম রব্বুকা ছাওত্বা ‘আযা-ব।
(বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে। ১৩. অবশেষে তোমার রব তাদের উপর আযাবের চাবুক মারলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا

১৪। ইন্না রব্বাকা লাবিল মির্ছা-দ। ১৫। ফাআম্মাল ইন্ছা-নু ইযামাব্
১৪. অবশ্যই তোমার রব (এদের পাকড়াও করার জন্যে) ঘাঁটিতে ওৎ পেতে রয়েছেন। ১৫. কিন্তু মানুষ-এর অবস্থা এই যে, যখন তাকে

ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝١٥

তালা-হু রব্বুহূ ফাআক্রামাহূ ওয়ানা‘আমাহূ ফাইয়াকূলু রব্বী- আক্রমান।
তার রব পরীক্ষা করেন এজন্য তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ

১৬। ওয়া আম্মা- ইযা-মা-ব্তালা-হু ফাক্বদারা ‘আলাইহি রিঝ্ক্বাহূ ফইয়াকূলু
১৬. পক্ষান্তরে যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার জন্য তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে,

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

رَبِّيٓ أَهَانَنِ ﴿১৬﴾ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿১৭﴾ وَلَا

রব্বী- আহা-নান্। ১৭। কাল্লা-বাল লা- তুক্‌রিমূনাল ইয়াতীমা ১৮। ওয়া লা-
আমার রব আমাকে অপমান করেছেন। ১৭. কখনো নয়– বরং, তোমরা ইয়াতীমদের সম্মান করো না।

تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿১৮﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ

তাহা–দদূনা 'আলা- ত্বা'আ-মিল মিছ্‌কীন ১৯। ওয়াতা'কুলূনাত তুরা-ছা
১৮. মিসকীনকে খাদ্য প্রদানের জন্যে তোমরা পরস্পর উৎসাহ দাও না। ১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই

أَكْلًا لَّمًّا ﴿১৯﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿২০﴾ كَلَّا إِذَا

আক্‌লাল্‌লাম্‌মাওঁ ২০। ওয়াতুহিব্বূনাল মা-লা হুব্বান জাম্‌মা। ২১। কাল্লা- ইযা-
পুরোটা খেয়ে ফেলো। ২০. তোমরা ধন-সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসো। ২১. কখনো নয়, যখন

دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿২১﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

দুক্‌কাতিল আর্‌দু দাক্‌কান দাক্‌কাওঁ ২২। ওয়াজা–আ রাব্বুকা ওয়াল মালাকু
পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। ২২. তোমার রব এবং ফেরেশতারা

صَفًّا صَفًّا ﴿২২﴾ وَجِايٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ

ছফ্‌ফান ছফ্‌ফা। ২৩। ওয়াজী–আ ইয়াওমাইযিম্ বিজাহান্‌নামা ইয়াওমাইযিঁই
সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। ২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে, সেদিন

يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿২৩﴾ يَقُولُ

ইয়াতাযাক্‌কারুল ইন্‌ছা-নু ওয়া আন্‌না-লাহুয যিক্‌রা-। ২৪। ইয়াকূলু
মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু (তখন) উপদেশ তার কী কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে,

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿২৪﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ

ইয়া-লাইতানী ক্বদ্দাম্‌তু লিহাইয়া-তী। ২৫। ফাইয়াওমাইযিল্ লা-ইয়ু'আযযিবু
কতো ভালো হতো যদি আমার (এ) জীবনের জন্যে আমি পূর্বেই নেক আমল পাঠিয়ে দিতাম। ২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মতো

عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿২৫﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿২৬﴾ يَا أَيَّتُهَا

'আযা-বাহূ- আহাদুঁও। ২৬। ওয়া লা- ইয়ূছিকু ওয়াছা-ক্বহূ- আহাদ্। ২৭। ইয়া- আইইয়াতুহান্
অন্য কেউ শাস্তি দিতে পারবে না– ২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো কেউ বাঁধতেও পারবে না; ২৭. (ভালো লোকদের বলা হবে,) হে

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىٓ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً

নাফ্ছুল মুত্ব মাইন্নাহ্। ২৮। ইর্জি'ঈ- ইলা-রব্বিকি রা-দিইয়াতাম

প্রশান্ত আত্মা, ২৮. তুমি তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও

مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِى فِى عِبٰدِى ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

মার্দিয়্যাহ্। ২৯। ফাদ্খুলী ফী ইবা-দী। ৩০। ওয়াদ্খুলী জান্নাতী।

প্রিয়ভাজন হয়ে ফিরে যাও। ২৯. অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হও, ৩০. (আর) আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

সূরা-৯০ ঃ আল বালাদ

রুকু ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾

১। লা-উক্বছিমু বিহা-যাল বালাদ ২। ওয়া আন্তা হিল্লুম বিহা-যাল বালাদ

১. আমি এ নগরীর শপথ করছি, ২. এ নগরীতে তুমি (যুদ্ধের বিধি-নিষেধ থেকে) দায়মুক্ত।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِى كَبَدٍ ﴿٤﴾

৩। ওয়া ওয়া-লিদিওঁ ওয়া মা- ওয়ালাদ ৪। লাক্বদ খলাক্বনাল ইনছা-না ফী কাবাদ্।

৩. আমি শপথ করছি জনকের এবং সে যা জন্ম দিয়েছে, ৪. আমি তো মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ

৫। আইয়াহ্ছাবু আল্লাইঁ ইয়াক্বদিরা আলাইহি আহাদ্। ৬। ইয়াকূলু

৫. সে কি মনে করে, তার উপর কখনও কেউ ক্ষমতাবান হবে না? ৬. সে বলে,

أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾

আহ্লাক্তু মা-লাল্ লুবাদা। ৭। আইয়াহ্ছাবু আল্লাম ইয়ারাহূ- আহাদ্।

আমি প্রচুর পরিমাণ সম্পদ নষ্ট করেছি। ৭. সে কি মনে করছে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

৮। আলাম নাজ্'আল লাহূ 'আইনাইনি। ৯। ওয়ালিছা নাওঁ ওয়া শাফাতাইন

৮. আমি কি (দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি? ৯. একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি?

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

পারা- ৩০

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

১০। ওয়াহাদাইনা-হু ন্নাজ দাইন্। ১১। ফালাক্ব তাহামাল 'আক্বাবাহ্।
১০. বস্তুত আমি তাকে (ভালো মন্দ) দুটো পথ দেখিয়েছি। ১১. কিন্তু সে দুর্গম পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ

১২। ওয়া মা- আদ্‌রা-কা মাল 'আক্বাবাহ্। ১৩। ফাক্কু রক্বাবাতিন্ ১৪। আও ইত্ব'আ-মুন
১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি? ১৩. (তা হচ্ছে) দাস মুক্তি, ১৪. অথবা

فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ یَّتِیْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ

ফী ইয়াওমিন যীমাছ্‌গাবাতিন ১৫। ইয়াতীমান যা-মাক্বরাবাতিন্ ১৬। আও
দুর্ভিক্ষের দিনে আহার দেয়া, ১৫. নিকটতম কোনো এতীমকে আহার দেয়া, ১৬. অথবা

مِسْكِیْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

মিছ্‌কীনান যা মাত্‌রাবাহ্। ১৭। ছুম্‌মা কা-না মিনাল্লাযীনা আ-মানূ
ধুলো মলিন কোনো মিসকীনকে। ১৭. এরপর তাদের দলে যোগ দিয়ে যারা ঈমান এনেছে

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ

ওয়াতাওয়া ছাও বিছ্‌ছাব্‌রি ওয়াতাওয়া ছাওবিল মার্‌হামাহ্। ১৮। উলা–ইকা
এবং পরস্পরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দিয়েছে। ১৮. এরাই হচ্ছে

اَصْحٰبُ الْمَیْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا

আছ্‌হাবুল মাইমানাহ্। ১৯। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা-
ডানপন্থি (সৌভাগ্যবান), ১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে

هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَیْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

হুম আছ্‌হাবুল মাশ্‌আমাহ্। ২০। 'আলাইহিম না-রুম মু'ছদাহ্।
তারা হচ্ছে বামপন্থি। ২০. তাদের ওপর পরিবেষ্টিত থাকবে আগুনের শিখা।

রুকূ' ১ — সূরা-৯১ ঃ আশ শাম্স — আয়াত ১৫
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ইখ্‌ফা ইখ্‌ফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ

১। ওয়াশ্‌শামছি ওয়া দুহা-হা। ২। ওয়াল ক্বামারি ইযা- তালা-হা। ৩। ওয়ান্‌নাহা-রি

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, ২. শপথ চাঁদের– যখন সে তার পেছনে আসে, ৩. শপথ দিনের–

اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا

ইযা- জাল্লা-হা। ৪। ওয়াল লাইলি-ইযা ইয়াগ্‌শা-হা। ৫। ওয়াছ্‌ছামা–ই ওয়া মা-

যখন সে তাকে উদ্ভাসিত করে, ৪. শপথ রাতের– যখন সে তাকে ঢেকে ফেলে, ৫. শপথ আকাশের এবং যিনি

بَنٰىهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا

বানা-হা। ৬। ওয়াল আর্‌দি ওয়া মা- ত্বহা-হা। ৭। ওয়া নাফ্‌ছিওঁ ওয়া মা-

তা তৈরি করেছেন, ৬. শপথ যমীনের এবং যিনি এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন– ৭. শপথ প্রাণের এবং যিনি তা

سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ

ছাও্‌ওয়া-হা। ৮। ফাআল্‌হামাহা-ফুজূরহা-ওয়াতাক্বওয়া-হা। ৯। ক্বদ আফ্‌লাহা-

বিন্যাস করেছেন– ৮. এরপর তিনি তাকে তার পাপ ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকার জ্ঞান দান করেছেন, ৯. নিঃসন্দেহে সে-ই সফলকাম

مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ

মান ঝাক্‌কা-হা। ১০। ওয়া ক্বদ খ- বা মান্ দাছ্‌ছা-হা। ১১। কায্‌যাবাত

যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। ১০. আর যে নফ্‌সকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।

ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢ فَقَالَ لَهُمْ

ছামূদু বিত্বগ্‌ওয়া-হা–। ১২। ইযিম বা'আছা আশ্‌ক্বহা। ১৩। ফাক্বা-লা লাহুম

১১. সামুদ জাতি নিজেদের অবাধ্যতার কারণে (আল্লাহর নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। ১২. যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তিটি তৎপর হয়ে ওঠলো,

رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا

রছূলুল্‌লা-হি না-ক্বাতাল্‌লা-হি ওয়াছুক্ব ইয়া-হা। ১৪। ফাকায্ যাবূহু ফা'আক্বারূহা

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললো, আল্লাহর প্রেরিত উটনী এবং তার পানি পান করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। ১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যুক মনে করলো,

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤

ফাদামদামা 'আলাইহিম রব্‌বুহুম বিযাম্‌বিহিম ফাছাওওয়া-হা।

এরপর উটনীটিকে তারা নলি কেটে (হত্যা করে) ফেললো, তাদের এ পাপের কারণে তাদের প্রভু তাদের ওপর বিপর্যয় নাযিল করলেন, এরপর তাদেরকে (মাটির সাথে) সমান করে দিলেন।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

১৫। ওয়া লা- ইয়াখা-ফু ‘উক্ববা-হা।

১৫. আর তিনি তাদের ধ্বংসের পরিণতির পরোয়া করেন না।

রুকূ‘ ১

সূরা-৯২ : আল লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا

১। ওয়াল্ লাইলি ইযা- ইয়াগ্শা- ২। ওয়ান্নাহা-রি ইযা তাজাল্লা- ৩। ওয়া মা-

১. রাতের শপথ– যখন তা (সব কিছুকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে, ২. দিনের শপথ– যখন তা আলোকিত হয়, ৩. ওই

خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ﴿٣﴾ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾

খলাক্বায যাকারা- ওয়াল্ উন্‌ছা- ৪। ইন্না ছা‘ইয়াকুম লাশাত্‌তা-।

সত্তার শপথ যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন– ৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা-ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾

৫। ফাআম্‌মা মান্ আ‘ত্বা-ওয়াত্‌তাক্বা- ৬। ওয়া ছদ্‌দা-ক্বা বিল্ হুছনা-

৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং ভয় করে পাপ বর্জন করেছে ৬. এবং ভালো কথাগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾

৭। ফাছানুইয়াছ্ছিরুহূ লিল্‌ইয়ুছ্‌রা-। ৮। ওয়াআম্‌মা-মাম বাখিলা ওয়াছ্‌তাগ্‌না।

৭. তাহলে আমি তাকে আরামের জন্যে পথ চলা সহজ করে দেবো। ৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল–

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾

৯। ওয়া কায্‌যাবা বিল্ হুছনা ১০। ফাছানু ইয়াছ্ছিরুহূ লিল্ ‘উছরা।

৯. এবং ভালোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ১০. এজন্য আমি তার জন্য দুঃখ কষ্টের (পথ) চলা সহজ করে দেবো।

وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾ اِنَّ عَلَيْنَا

১১। ওয়া মা-ইয়ুগনী ‘আন্‌হু মা-লুহূ- ইযা- তারদ্‌দা। ১২। ইন্না ‘আলাইনা-

১১. তার সম্পদ তার কাজে লাগবে না– যখন সে অধঃপতনে পড়ে যাবে, ১২. অবশ্যই হিদায়াত প্রদান করা

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

لَلْهُدٰى (১২) وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى (১৩) فَاَنْذَرْتُكُمْ

লাল্‌হুদা। ১৩। ওয়া ইন্‌না লানা-লালআ-খিরতা ওয়াল উলা। ১৪। ফাআন্‌যারতুকুম

আমার ওপর দায়িত্ব। ১৩. অবশ্যই ইহকাল এবং পরকালের (নিরংকুশ ক্ষমতা) আমারই জন্যে। ১৪. অতএব আমি তোমাদের

نَارًا تَلَظّٰى (১৪) لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى (১৫) الَّذِىْ

না-রান তালাজ্জা। ১৫। লা- ইয়াছ্‌লা-হা- ইল্লাল আশ্‌ক্বা- ১৬। আল্‌লাযী

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক করছি। ১৫. চরম হতভাগ্য লোক ছাড়া আর কেউই সেখানে প্রবেশ করবে না। ১৬. (হতভাগা লোক হল সে,) যে

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (১৬) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى (১৭) الَّذِىْ

কায্‌যাবা ওয়াতাওয়াল্‌লা। ১৭। ওয়াছাইয়ুজান্‌নাবুহাল আত্‌ক্বা- ১৮। আল্‌লাযী

(এ দিনকে) মিথ্যা মনে করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; ১৭. এবং অধিক আল্লাহ ভীরু লোককে তা হতে দূরে রাখা হবে। ১৮. যে ব্যক্তি

يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى (১৮) وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ

ইয়ু'তী মা-লাহূ ইয়াতাঝাক্কা। ১৯। ওয়া মা- লিআহাদিন 'ইন্‌দাহূ মিন্ নি'মাতিন

(নিজেকে) পবিত্র করার জন্যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে। ১৯. (অথচ) প্রতিদান দেয়ার মত তার কাছে (তোমাদের) কারো কোনো অনুগ্রহ নেই।

تُجْزٰى (১৯) اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى (২০)

তুজ্‌ঝা- ২০। ইল্লা-বৃতিগা–আ ওয়াজ্‌হি রব্বিহিল 'আ লা।

২০. তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা করা ব্যতীত (বিনিময় দেয়ার মত অন্য কিছুই নেই)।

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى (২১)

২১। ওয়ালাছাওফা ইয়ার্‌দা-।

২১. (এ কারণে) শীঘ্রই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন।

রুকূ' ১ | **সূরা-৯৩ ঃ আদ দুহা** | আয়াত ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى (১) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى (২) مَا وَدَّعَكَ

১। ওয়াদ্‌দুহা ২। ওয়াল্ লাইলি ইযা- ছাজা ৩। মা- ওয়াদ্‌দা'আকা

১. আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের শপথ, ২. রাতের শপথ, যখন তা (চারদিকে) আচ্ছন্ন হয়ে যায়, ৩. তোমার

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ

রব্বুকা ওয়া মা- ক্বালা। ৪। ওয়ালালআ-খিরাতু খইরুল্লাকা মিনাল
রব তোমাকে বর্জন করেননি এবং তিনি (তোমার উপর) অসন্তুষ্টও হননি। ৪. অবশ্যই তোমার জন্যে পরবর্তীকাল পূর্বের সময়ের চেয়ে উত্তম।

الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ

উলা-। ৫। ওয়ালাছাওফা ইয়ু'ত্বীকা রব্বুকা ফাতার্‌দা। ৬। আলাম
৫. শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন যার কারণে তুমি খুশী হয়ে যাবে। ৬. তিনি কি

يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧

ইয়াজিদ্‌কা ইয়াতীমান ফাআ-ওয়া। ৭। ওয়া ওয়াজাদাকা দা-ল্লান ফাহাদা।
তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি- তারপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ৭. তিনি তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ

৮। ওয়া ওয়াজাদাকা 'আ-'ইলান ফাআগ্‌না। ৯। ফাআম্মাল ইয়াতীমা
৮. তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন তারপর তিনি তোমাকে সচ্ছল করে দিয়েছেন। ৯. অতএব তুমি এতীম-এর উপর

فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ

ফালা- তাক্বহার্‌। ১০। ওয়াআম্মাছ ছা-ইলা ফালা- তান্‌হার। ১১। ওয়া আম্মা-বিনি'মাতি
কঠোর হয়ো না। ১০. আর প্রার্থীকে ধমক দিও না। ১১. তুমি তোমার প্রভুর নেয়ামতের

رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

রব্বিকা ফাহাদ্দিছ।
কথা বর্ণনা করে যাও।

রুকূ' ১ | **সূরা-৯৪ : আলাম নাশ্‌রাহ্** | আয়াত ৮

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

১। আলাম নাশ্‌রহ লাকা ছদ্‌রাক ২। ওয়া ওয়াদা'না 'আন্‌কা ওয়িঝরক
১. (হে মুহাম্মদ,) আমি কি তোমার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? ২. আমি তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

পারা- ৩০

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ক্বলক্বলা ক্বলব ইদগাম ইদগাম মীম সাকিন গুন্নাহ্

الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ ⟨৩⟩ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ ⟨৪⟩

৩। অল্লাযী- আন্ক্বাদা জাহ্রাক ৪। ওয়া রফা'না লাকা যিক্রাক্।

৩. যা তোমার পিঠ ভেংগে দিচ্ছিলো ৪. আমি তোমার জন্য তোমার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ⟨৫⟩ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ ⟨৬⟩

৫। ফাইন্নামা'আল 'উছ্রি ইয়ুছ্রান ৬। ইন্নামা'আল 'উছ্রি ইয়ুছ্রা।

৫. অতঃপর (জেনে রেখো) কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে। ৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আরাম রয়েছে।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ ⟨৭⟩ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ؕ ⟨৮⟩

৭। ফাইযা-ফারগ্তা ফান্ছাব্। ৮। ওয়া ইলা-রব্বিকা ফার্গব্।

৭. অতঃপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি (ইবাদাতের জন্য) পরিশ্রম করো– ৮. এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে মনযোগী হও।

সূরা-৯৫ ঃ আত তীন

রুকূ' ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ ⟨১⟩ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ ⟨২⟩ وَهٰذَا

১। ওয়াত্তীনি ওয়াঝ্ঝাইতূনি ২। ওয়াতূরি ছীনীন ৩। ওয়াহা-যাল

১. শপথ 'আনজির' ও 'যায়তুন'-এর, ২. শপথ সিনাই উপত্যকার তূর পর্বতের, ৩. শপথ এ

الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ ⟨৩⟩ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ

বালাদিল আমীন ৪। লাক্বদ খলাক্বনাল ইন্ছা-না ফী- আহ্ছানি

নিরাপদ (মক্কা) শহরের, ৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।

تَقْوِيْمٍ ۙ ⟨৪⟩ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ ⟨৫⟩ اِلَّا الَّذِيْنَ

তাক্বওয়ীম্। ৫। ছুম্মা রদাদ্না-হু আছ্ফালা ছা-ফিলীন্ ৬। ইল্লাল্ লাযীনা

৫. তারপর (পাপের কারণে) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি। ৬. তবে যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ ⟨৬⟩

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি ফালাহুম আজরুন গইরু মামনূন্।

ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (তাদেরকে নিম্নস্তরে ফিরিয়ে দেইনি) তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ

৭। ফামা- ইয়ুকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্‌দীন্। ৮। আলাইছাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল

৭. (বলতে পারো,) এরপরও কোন্ জিনিস তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাচ্ছে? ৮. আল্লাহ কি সব বিচারকের

الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

হা-কিমীন্।

তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

রুকূ' ১ | সূরা-৯৬ ঃ আল 'আলাক্ব | আয়াত ১৯

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ

১। ইক্বরা বিছ্‌মি রব্‌বিকাল্লাযী খলাক্ব। ২। খলাক্বল ইন্‌ছা-না মিন্

১. (হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. তিনি মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।

عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

'আলাক্ব। ৩। ইক্বরা ওয়া রব্‌বুকাল আকরম ৪। আল্লাযী 'আল্লামা বিল্ ক্বলাম

৩. তুমি পড়ো এবং (মনে রাখো) তোমার রব বড়ো দয়ালু। ৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান) শিখিয়েছেন।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ

৫। 'আল্লামাল ইন্‌ছা-না-মা-লাম ইয়া'লাম্। ৬। কাল্লা- ইন্‌নাল ইন্‌ছা-না

৫. তিনি মানুষকে (এমন জ্ঞান) শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। ৬. বস্তুত মানুষ তো

لَيَطْغٰى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ

লাইয়াত্বগা- ৭। আর্‌রআ-হুছ্ তাগনা-। ৮। ইন্‌না ইলা- রব্‌বিকার

সীমালংঘন করেই থাকে। ৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে। ৮. অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখেনি,) একদিন অবশ্যই তোমার প্রভুর দিকে

الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا

রুজ'আ-। ৯। আরআইতাল্লাযী ইয়ান্‌হা-। ১০। 'আব্‌দান ইযা-

(তার) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ৯. তুমি কি ওই লোকটির আচরণ লক্ষ করে দেখেছো যে বাধা দেয়– ১০. এক বান্দাকে– যখন

صَلّٰى ﴿١٠﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ﴿١١﴾ اَوْ

ছল্‌লা। ১১। আরাআইতা ইন্‌ কা-না 'আলাল হুদা-। ১২। আও
সে নামায আদায় করে; ১১. তুমি কি মনে করো, যদি সে বান্দা সঠিক পথের উপর অবিচল থাকে? ১২. অথবা

اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾

আমারা বিত্‌তাক্বওয়া-। ১৩। আরাআইতা ইন্‌ কাযযাবা ওয়াতাওয়াল্‌লা-।
সে যদি (অন্যদের) আল্লাহভীতির আদেশ দেয়? ১৩. এই নিষেধকারী সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যদি সে (আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ

১৪। আলাম ইয়া'লাম বিআন্‌নাল্লা-হা ইয়ার-া। ১৫। কাল্‌লা-লাইল্‌লাম ইয়ান্‌তাহি
১৪. এ (বাধা দানকারী) লোকটি কি জানে না যে, আল্লাহ (তার সব কিছুই) দেখেন। ১৫. (কিছুতেই) না, যদি সে (এ আচরণ থেকে) ফিরে না আসে,

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ ﴿١٦﴾

লানাছ্‌ফা'আম বিন্‌না-ছিইয়াহ্‌ ১৬। না-ছিইয়াতিন কা-যিবাতিন খ-ত্বিআহ্‌।
তাহলে অবশ্যই আমি তার মাথার সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে টান দিবো, ১৬. এ লোকটি হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী অপরাধী,

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ؕ لَا

১৭। ফাল ইয়াদ্‌'উ নাদিইয়াহূ ১৮। ছানাদ্‌'উঝ ঝাবা-নিয়াতা ১৯। কাল্‌লা; লা
১৭. অতএব (বাঁচার জন্যে আজ) সে তার সঙ্গী-সাথীদের ডেকে আনুক, ১৮. আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ডেকে আনবো, ১৯. না, তুমি তার

সেজদা
تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿١٩﴾

তুত্বি'হু ওয়াছ্‌জুদ ওয়া ক্বতারিব।
অনুসরণ করো না, তুমি (আল্লাহর জন্য) সাজদা করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

রুকূ' ১

সূরা-৯৭ ঃ আল ক্বাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا

১। ইন্‌না-আন্‌ঝাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল ক্বদ্‌র। ২। ওয়া মা আদ্‌রা-কা মা-
১. অবশ্যই আমি এ (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি। ২. তুমি কি জানো- কদরের রাতটি কি?

পারা- ৩০

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্‌

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

লাইলাতুল ক্বদর্। ৩। লাইলাতুল ক্বদ্রি খইরুম মিন্ আলফি শাহর্।

৩. কদরের এ রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن

৪। তানাঝঝালুল মালা–'য়িকাতু ওয়ার্রূহু ফীহা- বিইয্নি রব্বিহিম মিন্

৪. এই (রাত)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও 'রূহ' (জিবরাঈল) তাদের প্রভুর অনুমতি নিয়ে

كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

কুল্লি আম্র্ ৫। ছালা-মুন, হীয়া হাত্তা- মাত্ব্ লা'ইল ফাজ্রি।

আদেশসহ (যমীনে) অবতরণ করে, ৫.(আদেশ বার্তা হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা উষার উদয় হওয়া পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

রুকু' ১ | সূরা-৯৮ ঃ আল বায়্যিনাহ | আয়াত ৪০

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ

১। লাম ইয়াকুনিল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি

১. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্য হতে যারা কাফির ছিলো,

وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

ওয়াল মুশ্রিকীনা মুন্ফাক্কীনা হাত্তা- তা'তিইয়াহুমুল বাইয়্যিনাহ

তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (কুফর হতে) ফিরে আসতে প্রস্তুত ছিলে না।

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢

২। রছূলুম মিনাল্লা-হি ইয়াত্লূ ছুহুফাম মুত্বাহ্হারতান্

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রাসূল (তাদেরকে) পবিত্র সহীফাসমূহ পড়ে শোনাবে,

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا

৩। ফীহা- কুতুবুন ক্বইয়িমাহ্। ৪। ওয়া মা- তাফার্রাক্বাল্ লাযীনা উতুল

৩. এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারসাম্যমূলক লিখিত নির্দেশাবলী। ৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ ﴿۴﴾

কিতা-বা ইল্লা- মিম বা'দি মা-জা-আত্হুমুল বাইয়্যিনাহ্।

সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরই তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

৫। ওয়া- মা- উমিরূ ইল্লা-লিইয়া'বুদুল্ল-হা মুখ্লিছীনা লাহুদ্

৫. (অথচ) তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে

الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا

দীনা হুনাফা-আ ওয়া ইয়ুক্বীমুছ ছালা-তা ওয়া ইউতুঝ

একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায আদায় করতে,

الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ ﴿۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

ঝাকা-তা ওয়াযা-লিকা দীনুল ক্বইয়্যিমাহ্। ৬। ইন্নাল্ লাযীনা

আর যাকাত দিতে, আর এটাই ছিল সঠিক দ্বীন।

كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ

কাফারূ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্রিকীনা ফী না-রি

৬. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্য হতে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে,

جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ ﴿۶﴾

জাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা; উলা-ইকা হুম শার্রুল বারিইয়াহ্।

চিরকাল সেখানে থাকবে, এ লোকগুলোই হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ

৭। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি উলা-ইকা

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে,

هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ ﴿۷﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ

হুম খইরুল বারিইয়াহ্। ৮। জাঝা-উহুম ইন্দা রব্বিহিম জান্না-তু

তারা হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে, (আর তা হলো) জান্নাত

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

'আদ্‌নিন তাজ্‌রী মিন তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু খ-লিদীনা
আদন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, এরা সেখানে

فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ

ফীহা– আবাদা; রাদিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম ওয়ারাদূ 'আন্‌হু; যা-লিকা
স্থায়ীভাবে বাস করবে; আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

লিমান খশিয়া রব্‌বাহ্‌।
পুরস্কার তার জন্যে যে, (দুনিয়ার জীবনে) তার প্রভুকে ভয় করেছে।

সূরা-৯৯ ঃ আয যিল্‌যা-ল

রুকূ' ১ — মদীনায় অবতীর্ণ — আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَاَخْرَجَتِ

১। ইযা- যুল্‌যিলাতিল আর্‌দু ঝিল্‌ঝা-লাহা- ২। ওয়াআখ্‌রজাতিল
১. যখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে কম্পিত করা হবে– ২. এবং পৃথিবী তার (মধ্যে রক্ষিত)

الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾

আরদূ আছক্বা-লাহা- ৩। ওয়া ক্বা-লাল ইনছা-নু মা-লাহা-।
বোঝাসমূহ বের করে দেবে, ৩. তখন মানুষরা (দিশাহারা হয়ে) বলতে থাকবে, তার কী হয়েছে!

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى

৪। ইয়াওমাইযিন তুহাদ্‌দিছু আখ্‌বা রহা- ৫। বিআন্‌না রব্‌বাকা আওহা-
৪. সেদিন সে (তার বুকের উপর সংঘটিত সব কিছু) বর্ণনা করবে। ৫. কেননা তোমার রব তাকে এরূপ করার আদেশ দেবেন।

لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ

লাহা-। ৬। ইয়াওমাইযিই ইয়াছ্‌দুরু ন্‌না-ছু আশ্‌তা-তাল
৬. সেদিন মানুষ এলোমেলোভাবে ফিরে আসবে,

لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

লিইউরাও আ'মা-লাহুম। ৭। ফামাই ইয়া'মাল মিছ্কা-লা যার্রতিন

যেন তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখানো যায়। ৭. সুতরাং যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) সে তা

خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

খইরাই ইয়ারাহ্। ৮। ওয়ামাই ইয়া'মাল মিছ্কা-লা যার্রতিন শার্রাই ইয়ারাহ্।

দেখতে পাবে। ৮. আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

রুকূ' ১ | সূরা-১০০ : আল 'আ-দিয়াত | আয়াত ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

১। ওয়াল 'আ-দিয়া-তি দব্হা ২। ফাল মূরিয়া-তি ক্বদ্হা

১. শপথ সেই ঘোড়াগুলোর, যারা হ্রেষাধ্বনী করতে করতে দৌড়ায়, ২. অতঃপর এই ঘোড়াগুলো তাদের খুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বের করে,

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ

৩। ফালমুগীরা-তি ছুবহা ৪। ফাআছারনা বিহী নাক্ব'আ ৫। ফাওয়াছাত্বনা

৩. তারপর এই সব ঘোড়া প্রভাতকালে আক্রমণ চালায়, ৪. এরপর তারা এ সময় ধুলা উড়ায়, ৫. এরপর শত্রু দলের মধ্যে তারা প্রবেশ করে,

بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى

বিহী জাম্'আ ৬। ইন্নাল ইন্ছা-না লিরব্বিহী লাকানূদ্। ৭। ওয়া ইন্নাহূ 'আলা

৬. অবশ্যই মানুষ তার প্রভুর ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। ৭. আর তার (এ অকৃতজ্ঞ আচরণ)-এর উপর সে (নিজেই)

ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

যা-লিকা লা শাহীদ্। ৮। ওয়া ইন্নাহূ লিহুব্বিল খইরি লাশাদীদ্।

সাক্ষী। ৮. নিশ্চিত সে (মানুষটি) ধন-সম্পদের লালসায় নিমজ্জিত।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا

৯। আফালা- ইয়া'লামু ইযা- বু'ছিরা মা ফিল্ কুবূর ১০। ওয়াহুছছিলা মা

৯. সে কি (ওই সময়ের কথা) জানে না, যখন কবরের মধ্যে যা কিছু আছে তা বের করে আনা হবে- ১০. এবং (মানুষের)

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

ফিছ ছুদূর ১১। ইন্না রব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল লাখবীর্।
অন্তরে যা (ছিলো তখন) তা প্রকাশ করে দেয়া হবে, ১১. এদের সম্পর্কে অবশ্যই তাদের প্রভু ভালো জানেন।

রুকূ' ১ — সূরা-১০১ ঃ আল ক্বারি'আহ — আয়াত ১১
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ

১। আলক্বা-রি 'আতু ২। মালক্বা-রি'আহ্। ৩। ওয়া মা– আদ্রা-কা
১. এক মহা (আঘাতকারী) দুর্যোগ! ২. কি সে মহাদুর্যোগ? ৩. তুমি কি জানো–

مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

মাল্ ক্বা-রি'আহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্না-ছু কাল্ফারা-শিল
সে মহাদুর্যোগটা কি? ৪. সেদিন মানুষগুলো বিক্ষিপ্ত

الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

মাব্ছূছি ৫। ওয়াতাকূনুল জিবা-লু কাল ইহ্নিল
পতংগের মতো হয়ে পড়বে। ৫. পাহাড়গুলো ধূনিত রঙ্গিন তুলার মতো হবে।

الْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ

মানফূশ্। ৬। ফাআম্মা মান্ ছাক্বু লাত মাওয়া-ঝীনুহূ ৭। ফাহুওয়া
৬. অতঃপর (সেদিন) যার ওযনের পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে

فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾

ফী 'ঈশাতির রা-দিয়াহ্। ৮। ওয়াআম্মা মান্ খফ্ফাত মাওয়া-ঝীনুহূ।
সন্তোষজনক জীবন যাপনের মধ্যে থাকবে। ৮. পক্ষান্তরে যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে,

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾

৯। ফাউম্মুহূ হা-বিয়াহ্। ১০। ওয়া মা– আদ্রা-কা-মা-হিয়াহ্।
৯. তাহলে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০. তুমি কি জানো সে (হাবিয়া) কি?

পারা- ৩০

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বল্কলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ

نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

১১। না-রুন হা-মিয়াহ্।

১১. তা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন।

রুকূ' ১ — সূরা-১০২ ঃ আত্ তাকা-ছুর — আয়াত ৮

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

১। আল্হা-কুমুত্ তাকা-ছুরু ২। হাত্তা- ঝুর্তুমুল মাক্বা-বির।

১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে, ২. এভাবে একপর্যায়ে তোমরা কবরের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

৩। কাল্লা-ছাওফা তা'লামুনা ৪। ছুম্মা কাল্লা-ছাওফা তা'লামূন্।

৩. এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, ৪. তারপরও (বলছি) এটা করা কখনো উচিত নয়, তোমরা শীঘ্রই (এটার পরিণাম) জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ

৫। কাল্লা-লাও তা'লামূনা 'ইল্মাল ইয়াক্বীন্। ৬। লাতারাউন্নাল

৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান জানতে পারতে। ৬. অবশ্যই তোমরা (সেদিন)

الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ

জাহীমা ৭। ছুম্মা লাতারাউন্নাহা 'আইনাল ইয়াক্বীন্ ৮। ছুম্মা

জাহান্নাম দেখতে পাবে, ৭. তারপরও বলছি, তোমরা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য চোখে তা দেখতে পাবে, ৮. এরপর

لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

লাতুছ্আলুন্না ইয়াওমায়িযিন 'আনিন্ নাঈম্।

(আল্লাহর) নেয়ামত সম্পর্কে সেদিন অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

রুকূ' ১ — সূরা-১০৩ ঃ আল 'আছর — আয়াত ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা- ৩০

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ক্বলক্বলা ■ক্বলব ■ইদগাম ■ইদগাম মীম সাকিন ■গুন্নাহ্

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ

১। ওয়াল 'আছরি ২। ইন্নাল ইন্ছা-না লাফী খুছ্রিন্ ৩। ইল্লাল্লাযীনা

১. মহা কালের শপথ, ২. সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে পড়ে আছে, ৩. সে লোকগুলো ব্যতীত, যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

আ-মানু ওয়া 'আমিলুছ ছ-লিহা-তি ওয়াতাওয়া-ছাও বিল হাক্কি

ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

ওয়া তাওয়া-ছাও বিছ্ ছব্‌র।

এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

সূরা-১০৪ : আল হুমাযাহ্

রুকূ' ২ — মক্কায় অবতীর্ণ — আয়াত ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا

১। ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাঝা-তিল্ লুমাঝাহ। ২। আল্লাযী জামা'আ মা-লাওঁ

১. দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক পিছনে ও সামনে নিন্দাকারী ব্যক্তির জন্যে, ২. যে অর্থ সঞ্চয় করে

وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣

ওয়া'আদ্দাদাহু ৩। ইয়াহ্ছাবু আন্না মা-লাহু- আখ্লাদাহ্।

এবং তা গুনে রাখে, ৩. সে মনে করে, অবশ্যই তার সম্পদ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে।

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ

৪। কাল্লা- লায়ুম্বাযান্না ফিল্ হুত্বমাহ্। ৫। ওয়া মা- আদরা-কা

৪. না, কখনো নয়, অবশ্যই সে (হুতামার মধ্যে) চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। ৫. তুমি কি জানো,

مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ

মাল হুত্বমাহ্। ৬। না-রুল্লা-হিল মূক্বদাতুল ৭। লাতী তাত্বত্বলিউ'

(এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কি জিনিস? ৬. (এ হচ্ছে) আল্লাহর প্রজ্বলিত এক আগুন, ৭. যা

ইখ্ফা | ইখ্ফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي

'আলাল আফ্ইদাহ্। ৮। ইন্নাহা 'আলাইহিম মু'ছদাতুন্। ৯। ফী

হৃদয়ের উপর পর্যন্ত পৌছে যাবে। ৮. (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, ৯. (তা গেড়ে)

عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

'আমাদিম মুমাদ্দাহ্।

রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।

রুকূ' ১ | সূরা-১০৫ ঃ আল ফীল | আয়াত ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١

১। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বিআছ্হা-বিল ফীল্।

১. (হে নবী,) তুমি কি লক্ষ্য করোনি তোমার প্রভু হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ

২। আলাম ইয়াজ আল কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীলিওঁ ৩। ওয়া আর্‌ছালা

২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের উপর

عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

'আলাইহিম ত্বইরন আবা-বীল ৪। তারমীহিম বিহিজা-রতিম

ঝাঁকে ঝাঁকে (আবাবীল) পাখী প্রেরণ করলেন, ৪. যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথরের

مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

মিন্ ছিজ্জীলি। ৫। ফাজা'আলাহুম কা'আছ্‌ফিম মাকূল্।

টুকরো নিক্ষেপ করছিলো। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন।

রুকূ' ১ | সূরা-১০৬ ঃ কুরাইশ | আয়াত ৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা- ৩০

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ

১। লিঈলা-ফি কুরাইশিন্ ২। ঈলা-ফিহিম রিহ্লাতাশ শিতা–ই

১. কোরায়শদের আসক্তি আছে। ২. তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মের

وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

ওয়াছ্‌ছাইফ্। ৩। ফাল্‌ইয়া'বুদূ রব্‌বা হা-যাল বাইতি

সফরের প্রতি। ৩. তারা যেন এ ঘরের প্রভুর ইবাদাত করে,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ

৪। আল্ লাযী- আত্ব'আমাহুম মিন্ জু'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম

৪. যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে

مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

মিন্ খওফ্।

ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

রুকূ' ১ | সূরা-১০৭ ঃ আল মা-উন | আয়াত ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِيْ

১। আরাআইতাল্ লাযী-ইয়ুকায্‌যিবু বিদ্‌দীন্। ২। ফাযা-লিকাল্ লাযী

১. তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বিচারের দিনকে অস্বীকার করে। ২. এ হচ্ছে সেই লোক, যে

يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣

ইয়াদু'উ'ল ইয়াতীমা ৩। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু 'আলা-ত্বা'আ-মিল মিছকীন্।

এতীমকে তাড়িয়ে দেয়। ৩. মিসকীনদের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

৪। ফাওয়াইলুল্ লিল মুছল্লীন ৫। আল্‌লাযীনা হুম 'আন্ ছলা-তিহিম

৪. (তারপর জেনে রেখো,) দুর্ভোগ রয়েছে ওই সব (মুনাফেক) মুসল্লিদের জন্যে, ৫. যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ

ছা-হূন্ ৬। আল্লাযীনা হুম ইয়ুরা-উনা। ৭। ওয়া ইয়াম না'উনাল
উদাসীন, ৬. এরাই তো- (লোকজনকে) দেখাবার জন্য আমল করে- ৭. এবং অন্যদেরকে নিত্য ব্যবহারিক

الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

মা-'উন্।

জিনিসপত্র পর্যন্ত দিতে নিষেধ করে।

সূরা-১০৮ : আল কাওছার

রুকূ' ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

১। ইন্না- আ'ত্বইনা- কাল কাওছার। ২। ফাছল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্হার্।
১. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। ২. অতএব তোমার প্রভুর সন্তোষলাভের জন্যে তুমি নামায পড়ো এবং কোরবানী করো;

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

৩। ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আব্তার্।
৩. নিশ্চয় তোমার শত্রু হবে শেকড়-কাটা (নির্বংশ)।

সূরা-১০৯ : আল কা-ফিরূন

রুকূ' ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾

১। কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন ২। লা-আ'বুদু মা- তা'বুদূন
১. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কাফেররা, ২. আমি তাদের ইবাদত করি না- তোমরা যাদের ইবাদত করো,

وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا

৩। ওয়ালা- আনতুম 'আ-বিদূনা মা-আ'বুদ্। ৪। ওয়ালা- আনা 'আ-বিদুম মা-
৩. তোমরা তাঁর ইবাদত করো না- যার ইবাদত আমি করি। ৪. এবং আমি তাদের ইবাদত করবো না তোমরা যাদের

পারা- ৩০

■ ইখফা ■ ইখফা মীম সাকিন ■ ক্বলক্বলা ■ ক্বলব ■ ইদগাম ■ ইদগাম মীম সাকিন ■ গুন্নাহ্

عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ

‘আবাত্তুম্ ৫। ওয়ালা- আনতুম্ আ-বিদূনা মা- আ‘বুদ্। ৬। লাকুম

ইবাদত করো, ৫. তোমরা ইবাদত করবে না– যাঁর ইবাদত আমি করি; ৬. তোমাদের জন্যে

دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۝٦

দীনুকুম ওয়ালিইয়াদীন্।

তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্যে আমার দ্বীন।

রুকূ‘ ১ | সূরা-১১০ ঃ আন্ নাছ্‌র | আয়াত ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ

১। ইযা- জা– আ নাছ্‌রুল্লা-হি ওয়াল্ ফাত্‌হু ২। ওয়া রাআইতান্‌না-ছা

১. (হে নবী) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. এবং তখন তুমি মানুষদেরকে দেখবে,

يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্ লা-হি আফ্‌ওয়া-জা ৩। ফাছাব্বিহ বিহাম্‌দি

তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে। ৩. তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

রব্বিকা ওয়াছ্‌তাগফির্হু; ইন্নাহূ কা-না তাওওয়া-বা।

এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

রুকূ‘ ১ | সূরা-১১১ ঃ লাহাব | আয়াত ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ

১। তাব্বাত ইয়াদা- আবী লাহাবিওঁ ওয়াতাব্। ২। মা- আগ্‌না ‘আন্‌হু

১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে দুনিয়া আখেরাতে) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হয়েও গেলো। ২. তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

مَآ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

মা- লুহূ ওয়া মা- কাছাব্। ৩। ছাইয়াছ্‌লা- না-রান্ যা-তা লাহাবিও।

তার কোনো কাজে আসলো না; ৩. শীঘ্রই সে লেলিহান শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে,

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۝٤ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ

৪। ওয়াম্‌রাআতুহ; হাম্‌মা-লাতাল হাত্বব্। ৫। ফী জীদিহা-হাব্‌লুম

৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারিণী তার স্ত্রীও। ৫. (মনে হবে) তার গলায় যেন

مِّنۡ مَّسَدٍ ۝٥

মিম মাছাদ্।

খেজুর পাতার পাকানো রশি জড়িয়ে আছে।

সূরা-১১২ ঃ আল ইখ্‌লা-ছ

রুকূ' ১ | মদীনায় অবতীর্ণ | আয়াত ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ ۙ

১। কুল হুওয়াল্‌লাহূ আহাদ্। ২। আল্লা-হুছ্ছামাদ্। ৩। লাম ইয়ালিদ

১. (হে নবী,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, এক। ২. আল্লাহ অভাব মুক্ত। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি,

وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ওয়া লাম্ ইয়ূলাদ্ ৪। ওয়া লাম্ ইয়া কুল্‌লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্।

আর কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। ৪. আর তাঁর সমকক্ষ কেউ-ই নয়।

সূরা-১১৩ ঃ আল ফালাক্ব

রুকূ' ১ | মক্কায় অবতীর্ণ | আয়াত ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۝١ مِنۡ شَرِّ مَا

১। কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব ২। মিন্ শার্‌রি মা-

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি উষার প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই, ২. যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ

খলাক্ব ৩। ওয়া মিন্ শার্‌রি গা-ছিক্বিন ইযা ওয়াক্বব্ ৪। ওয়া মিন্

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন রাত আচ্ছন্ন হয়। ৪. (আমি আশ্রয় চাই)

شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

শার্‌রিন্ নাফ্‌ফা-ছাতি ফিল্ 'উক্বাদ ৫। ওয়া মিন্ শার্‌রি হা-ছিদিন

গিরায় ফুঁক দানকারিণী যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে। ৫. এবং হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকেও

اِذَا حَسَدَ ۝٥

ইযা- হাছাদ।

যখন সে হিংসা করে।

রুকূ' ১ | সূরা-১১৪ ঃ আন্ না-ছ | আয়াত ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢

১। কুল আ'উযু বির্‌ব্বিন না-ছ ২। মালিকিন্ না-ছ

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর কাছে, ২. (যিনি) মানুষের বাদশাহ,

اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤

৩। ইলা- হিন্ না-ছ ৪। মিন্ শার্‌রিল ওয়াছ ওয়া-ছিল খন্ না-ছ।

৩. (আশ্রয় চাই) মানুষের ইলাহ্‌র কাছে, ৪. (আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়ে) গা ঢাকা দেয়,

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ

৫। আল্‌লাযী ইউওয়াছ্‌ওয়ীছু ফী ছুদূরিন্ না-ছ ৬। মিনাল

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়,

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

জিন্‌নাতি ওয়ান্ না-ছ।

৬. (সে) জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক, আর মানুষদের মধ্য থেকে হোক।

ইখফা | ইখফা মীম সাকিন | ক্বলক্বলা | ক্বলব | ইদগাম | ইদগাম মীম সাকিন | গুন্নাহ্

বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি

এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষায় কখনোই পুরোপুরি সঠিকভাবে লেখা যায় না। কুরআন শরীফের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো জটিল। যারা কুরআন পড়তে পারেন না কিংবা শিখে থাকলেও ভুলে গেছেন তারা নিচের এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সামান্য কয়েক দিন তিলাওয়াত করলে কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ। ১০০% সহীহ্ শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শেখা শুধুমাত্র অভিজ্ঞ উস্তাদের অধীনে থেকেই সম্ভব। আরবী উচ্চারণ বাংলা ভাষায় কেমন হতে পারে শুধুমাত্র এটা বুঝার জন্যই উচ্চারণ দেয়া হলো। আরবী হরফ অনুযায়ী বাংলা অক্ষর ও সিম্বল ছাড়াও যে স্থানে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ টান হবে সেখানে 'া' বা '়' ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবী অক্ষর	উচ্চারণ	যেভাবে হরফটি উচ্চারণ করতে হবে	বাংলায় ব্যবহৃত বর্ণ
ا	আলিফ	মুখের ভিতর খালি জায়গা হতে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হবে। (যখন মাদের জন্য উচ্চারিত হবে।)	আ+ই+উ
ب	বা	দুই ঠোঁটের মধ্যস্থল হতে	ব
ت	তা	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে	ত শেষে গোল ة হলে হ
ث	ছা	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে	ছ
ج	জীম	জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	জ
ح	হা	কণ্ঠনালীর মধ্যখান হইতে উচ্চারিত হয়	হ
خ	খ	কণ্ঠনালীর অগ্রভাগ হইতে উচ্চারিত হয়	খ
د	দাল	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে	দ
ذ	যাল	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে	য
ر	রা	জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	র
ز	ঝা	জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগিয়ে	ঝ
س	ছীন	জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগিয়ে	ছ
ش	শীন	জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	শ
ص	ছ-দ	জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগিয়ে	ছ
ض	দ-দ	জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে	দ

আরবী অক্ষর	উচ্চারণ	যেভাবে হরফটি উচ্চারণ করতে হবে	বাংলায় ব্যবহৃত বর্ণ
ط	ত-	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে	ত্ব
ظ	জো	জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে হালকাভাবে উচ্চারিত হয়	জ
ع	আইন	কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয় ع-এর সাথে যের হলে ع-এর সাথে যের এবং তারপরে يْ হলে ع-এর উপর পেশ হলে ع-এর উপর পেশ এবং তারপরে وْ হলে	'আ 'ই 'ঈ 'উ 'ঊ
غ	গইন	কণ্ঠনালীর অগ্রভাগ হতে উচ্চারিত হয়	গ
ف	ফা	নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে	ফ
ق	ক্ব-ফ	জিহ্বার গোড়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	ক্ব
ك	কাফ	জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	ক
ل	লাম	জিহ্বার আগার কিনারা উপরের সামনে এক পাশের দাঁতের মাড়ীর সঙ্গে লাগিয়ে	ল
م	মীম	দুই ঠোঁটের মাঝখানের শুকনা জায়গা হতে	ম
ن	নূন	জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে	ন
و	ওয়াও	দুই ঠোঁটের মাঝখানের শুকনা জায়গা হতে	ওয়া
ه	হা	কণ্ঠনালীর গোড়া হতে উচ্চারিত হয়	হ
ء	হামযা	কণ্ঠনালীর গোড়া হতে উচ্চারিত হয়	আ/ই/উ
ى	ইয়া	মুখের ভিতর খালি জায়গা হতে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হবে।	ইয়া

বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত

তিলাওয়াতকালে হর্ফের উচ্চারণ যথাযথভাবে সুন্দর এল্হানে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করতে হবে। কারণ, মিষ্টি ও মধুর স্বরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য হাদীস শরীফে তাকীদ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তাজভীদ সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। তাই নিম্নে তাজভীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতি সহজে বুঝার উপযোগী করে উল্লেখ করা হলো; তিলাওয়াতের সময় এই নিয়ম মেনে চললে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্ভব হবে।

মাদ্দের ব্যবহার ঃ (১) খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশকে মাদ্দের হারকাত বলে। কোন হরফের উপর এ চিহ্ন থাকলে সে হরফ হারকাতসহ এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যথা- اَللّٰهُ - بِهٖ - لَهٗ - তাছাড়া যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া এবং পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও-কে মাদ্দের হরফ বলে। মাদ্দের হরফের ডান দিকের হারকাত এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যথা- قَالَ- فِيْهِ - يَقُوْلُ

(২) কোন ওয়াকফে দম ছাড়লে এবং ওয়াকফের পূর্বে দুই যবর, ইয়া বা ওয়াও থাকলে, যবর বা যেরের বামে খালি ইয়া, পেশের বামে খালি ওয়াও থাকলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

(৩) মাদ্দের হারকাতযুক্ত হরফ বা মাদ্দের হরফের বাম পাশে হারকাত বা তানবীনওয়ালা আলিফ (আলিফে হারকাত বা তানবীন হলে হামযা হয়ে যায়) থাকলে এক আলিফের পরিবর্তে তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

(৪) কোন ওয়াক্ফে দম ছাড়লে এবং তারপূর্বে মাদ্দের হরফ থাকলে অথবা মাদ্দের হরফের বাম পাশে আরদ্বী সাকিন হলে তাকে তিন আলিফ পরিমাণ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন- تَعْمَلُوْنَ (যের, যবর, পেশ, ২ যের এবং ২ পেশ- এ ৫ জায়গায় দম ছাড়লে মনে মনে সাকিন ধরতে হয়। একে আরদ্বী সাকিন বলে।)

(৫) মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে গোল হামযা (ء) থাকলে চার আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন- جَآءَ এবং মাদ্দের হরফের পর অন্য শব্দের প্রথমে আলিফের আকারে হামযা থাকলে তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। যেমন- مَآ اُنْزِلَ

শিষ দিয়ে উচ্চারণ- س، ص এবং ز হরফে সর্বাবস্থায় শিষ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

স্বর ধ্বনির উচ্চারণ- আরবীতে যবর-এর উচ্চারণ বাংলায় 'আ'-কারের মত হবে। যের-এর উচ্চরণ বাংলায় 'ি'-কারের মত এবং পেশ-এর উচ্চারণ বাংলায় 'ু'-কারের মত হবে। আরবীতে 'ে'-কার কিংবা 'ো'-কারের কোন ব্যবহার নেই। তাই যের-এর উচ্চারণ কখনোই 'ে'-কার কিংবা পেশের উচ্চারণ 'ো'-কার হবে না।

লীনের ব্যবহার- লীন অর্থ হালকা। লীনের হরফ দুইটি। যথা - (১) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (و) লীনের হরফ। যেমন- بَوْ এবং (২) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (ي) লীনের হরফ। যেমন- بَيْ লীনের হরফ হলে ডান দিকের হারকাতের সাথে হালকাভাবে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে।

কুরআন শরীফে ব্যবহৃত ওয়াক্ফের (বিরতির) চিহ্ন এবং তার বিবরণ

O — এই চিহ্নকে ওয়াকফে তাম বলে। আয়াত শেষে হলে এরূপ চিহ্ন দেয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ করতে হবে। তবে ওয়াক্ফে তাম-এর উপরে অপর কোন ওয়াক্ফ চিহ্ন থাকলে সে চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াক্ফ করতে হবে।

م — এই চিহ্নকে ওয়াকফে লাযেম বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা জরুরী। অন্যথায় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ط — এই চিহ্নকে ওয়াকফে মতলক্ব বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

ج — এই চিহ্নকে ওয়াকফে জায়েয বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। তবে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

ز — এই চিহ্নকে ওয়াকফে মুজাওয়ায বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। তবে ওয়াক্ফ না করা উত্তম।

ل — এই চিহ্নকে ওয়াকফে মান্যিল বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করতে হয়।

ص — এই চিহ্নকে ওয়াকফে মুরাখ্খাছ বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল। তবে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসলে ওয়াক্ফ করা জায়েয।

قف — এই চিহ্নকে ওয়াকফে আমর বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

ق — এই চিহ্নকে ক্বীলা আলাইহি ওয়াক্ফুন্ বলে। কেউ কেউ এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করার পক্ষে এবং কেউ কেউ না করার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। তবে অধিকাংশের অভিমত ওয়াক্ফ না করা উত্তম।

لا — এই চিহ্নকে লা ওয়াক্ফা আলাইহি বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صلے — এই চিহ্নকে আল ওয়াছ্লু আওলা বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ না করা উত্তম। তবে ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।

سكتة — এই চিহ্নকে সাক্তাহ্ বলে। এরূপ স্থানে স্বর ভঙ্গ করতে হয়; কিন্তু দম ছাড়তে হয় না।

وقفة — এরূপ চিহ্নিত স্থানে দম ছাড়তে হয় না; কিন্তু স্বর দীর্ঘ ভঙ্গ করতে হয়, যাতে ওয়াক্ফ করার নিকটবর্তী হয়।

∴ — এই চিহ্নকে মু'আনাক্বা বলে। শব্দ কিংবা বাক্যের ডানে এবং বামে দু'পাশে এই চিহ্ন দেয়া হয়। তিলাওয়াতকালে এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ওয়াক্ফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। অথবা প্রথম স্থান মিলিয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্ফ করতে হয়।

م — এই চিহ্নকে ওয়াক্ফে নবী বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা অতি উত্তম।

غ — এই চিহ্নকে ওয়াক্ফে গোফরান বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা অতি উত্তম। কারণ এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করলে গুনাহ্ মাফ হয়।

ك — এই চিহ্নকে ওয়াক্ফে জিবরাঈল বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্ফ করা বরকতপূর্ণ।

সাজদা- কুরআন শরীফে মোট ১৪ স্থানে (ইমাম শাফেয়ীর মতে ১৫ স্থানে) তিলাওয়াতে সাজদা আছে। সাজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজ্দা করতে হবে। সাজদারত অবস্থায় তিন বার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়ে পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদা থেকে উঠতে হবে। কোন কারণবশত তাৎক্ষণিকভাবে সাজদা করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাজদা করতে হবে।

আলিফে যায়িদা- যে আলিফ লেখায় আসে; কিন্তু পড়ায় আসে না তাকে আলিফে যায়িদা বলে। এরূপ আলিফের উপর ক্ষুদ্র বৃত্ত (০) দেয়া হয়েছে।

ع-রুকূ'র চিহ্ন। ع হরফের উপরের নাম্বারটি সূরার রুকূ'র সংখ্যা, নিচের নাম্বারটি পারার রুকূ'র সংখ্যা এবং মধ্যের নাম্বারটি দু' রুকূ'র মধ্যবর্তী আয়াতের সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।

ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার-২

মুমিনগন! তোমরা আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে তওবা করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। [সূরা আত্ তাহরিমঃ ৮]

অবশ্যই ভালো কাজসমূহ মুছে ফেলে মন্দ কাজসমূহকে
[সূরা হুদঃ ১১৪]

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ- যে ব্যক্তি বলেঃ "আস্তাগফিরুল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুলকাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি"। -তার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এমনকি সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ণ করার মতো পাপ করলেও।
[আবু দাউদ, তিরমিযী]

তুমি যেখানে অবস্থান কর না কেন আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর -যা তাকে (মন্দ কাজ সমূহকে) মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর।
[তিরমীযি]

প্রতিটি মানুষই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তওবাকারী।
[তিরমিযী]

ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার-১

যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ইস্তেগফার করবে আল্লাহপাক তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দিবেন, সকল দুঃশ্চিন্তা মিটিয়ে দিবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দিবেন।

[আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

"(হে নবী) নিজের ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন" [সূরা মুহাম্মদঃ ১৯]

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা নিসাঃ ১০৬]

অতঃপর তুমি তোমার রবের প্রসংশা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী।

[সূরা নাসরঃ ৩]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জান ! তোমরা যদি পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অপর এক জাতিকে প্রেরণ করতেন,যারা পাপ করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

[মুসলিম]

ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার-২

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে তওবা কর, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। [সূরা আত্ তাহরিম: ৮]

অবশ্যই ভালো কাজসমূহ মুছে ফেলে মন্দ কাজসমূহকে
[সূরা হুদ: ১১৪]

রাসুল (সাঃ) বলেছেন:- যে ব্যক্তি বলে: "আস্তাগফিরুল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুলকাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি"।
-তার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।
এমনকি সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ণ করার মতো পাপ করলেও।
[আবু দাউদ, তিরমিযী]

তুমি যেখানে অবস্থান কর না কেন আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর -যা তাকে (মন্দ কাজ সমূহকে) মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর।
[তিরমীযি]

প্রতিটি মানুষই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তওবাকারী।
[তিরমিযী]

আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল)

"যখন তুমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।"
[সূরা আল ইমরান- ১৫৯]

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। [সূরা ত্বালাক-২,৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন:
কোন ব্যক্তি যদি অভাবী হয়, অতঃপর তার অভাবের কথা মানুষের কাছে পেশ করে,তবে তার অভাব দূর করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর কাছে পেশ করে, অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাকে অভাব মুক্ত করে দিবেন। [আবু দাউদ]

আল্লাহ লজ্জাশীল ও দাতা:

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন:
তোমাদের আল্লাহ লজ্জাশীল ও দাতা,
কোন বান্দা তাঁর নিকট দু'হাত উঠালে তিনি খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

[তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত]

কি চমৎকার একটি কোরআনিক দো'আ!!

"রাব্বিস্ রাহলি সাদরি। ওয়া ইয়াসসীর লী আমরি।
ওয়াহলুল উকদাতাম্ মিল লিসানী। ইয়াফ্কাহু কাওলী"।
[সূরা তোয়া-হা : ২৫-২৮]

অর্থ: "হে আমার মালিক আমার বক্ষ প্রসস্থ করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিব্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও। যেনো ওরা আমার কথা বুঝতে পারে।"

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ
"বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়।
অতএব তোমরা অধিক মাত্রায়
(ঐ অবস্থায়) দো'আ কর। [মুসলিম,আবূ দাউদ]

তাকদির:

"কোন কিছুই তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারেনা দো'আ ব্যতীত। নিশ্চয়ই যে বিপদ নাযিল হওয়ার কথা ছিল, দো'আর কারণে তা উঠিয়ে নেয়া হয়, যে নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল না, তা অবতীর্ণ করা হয়। হে আল্লাহর বান্দাগন তোমরা বেশি বেশি দো'আ কর"।
[তিরমিযি]

৩ টি আমল আপনাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে !

১। আয়াতুল কুরসি প্রতি ফরজ নামাজের পর (১ বার)
২। সূরা মূলক (প্রতি রাতে ১বার)
৩। সাইয়েদুল ইস্তেগফার (সকাল -বিকাল ১ বার করে)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:
'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করবে দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে'
[বুখারী, মিশকাত]

সাইয়িদুল ইস্তিগফার

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রববী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

মূলক

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ
'কুরআনের তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে -যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মূলক' (সূরা মূলক)।
[আবূ দাউদ]

আয়াতুল কুরসী

(যে আমল করলে মৃত্যুর পরে সরাসরি জান্নাত) :
"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যেতে তার আর কোন বাধা নেই"।
[নাসাঈ]

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত (আমানার রাছূলু)

"যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে সেটা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে"। [বুখারি , মুসলিম]

সূরা কাহাফ

"যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা এ জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তার জন্য নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করে রাখবে"

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে -সে দাজ্জালের ফেৎনা হতে রক্ষা পাবে"। [মুসলিম, আবু দাউদ]

সূরা ফাতিহা– আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন:

বান্দা যখন বলে: আল্হাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন।
আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।

যখন বান্দা বলে: আর্রাহ্মা-নির রাহিম।
তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করল।

যখন বান্দা বলে: মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন।
আল্লাহ তখন বলেন: বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল।

যখন বান্দা বলে: ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন।
আল্লাহ তায়ালা তখন বলেন: এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে।

অতঃপর যখন বান্দা বলে: ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল্ মুস্তাক্বীম; ছিরা-ত্বাল্ লাযীনা আন্-'আম্তা 'আলাইহিম, গাইরিল্ মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়া লাদ্দ্ব দ্বা-ল্লীন।

তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: এ সব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।

[সহীহ মুসলিম]

সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাছ ঃ

"নিঃসন্দেহে এটি (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য"। [বুখারি, মুসলিম]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাছ দিয়ে জ্বিন ও বদনজর থেকে (আল্লাহর) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। [তিরমিজী]

কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাবার অত্যন্ত সহজ দোয়া:

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্ জালিমীন।
[সূরা আল আম্বিয়া: ৮৭]

অর্থ : তুমি ব্যাতীত কোন উপাস্য নাই, তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার।

রাসূল (সাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি হজরত ইউনুস (আঃ)-এর ভাষায় দোয়া করবে, সে যে সমস্যায়ই থাকুক আল্লাহ্তায়ালা তার ডাকে সাড়া দিবেন। [তিরমিজি]

রাতের শেষ তৃতীয়াংশের দু'আ:

"প্রতি রাতে যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। তখন তিনি বলেন: কে আছে আমার কাছে দু'আ করবে আমি কবুল করব, কে আমার কাছে তার যা দরকার প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দিয়ে দেব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করে দেব"। [বুখারী]

আল্লাহই তাওফীক প্রদানকারী

বাংলা অনুবাদ যতই সুনিপুণ হোক না কেন তা আল্লা...
অমিয় বাণীর মর্মার্থ পুরোপুরি আদায়ে সক্ষম নয়।

কোরআনের অনুবাদ হলো অনুবাদকের মেধাশক্তি দিয়ে কোরআনকে বুঝার প্রয়াস মাত্র, যার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত মানবীয় ভুলত্রুটি, অপূর্ণতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সম্মানিত তেলাওয়াতকারী ও পাঠকের প্রতি অনুরোধ কোন প্রকার অপূর্ণতা নজরে আসলে আমাদের জানাবেন যেন পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করা যায়।

যাদের উদ্যোগ ও উছিলায় এই কালার কোডেড সহজ কোরআন আপনার হাতে পৌছেঁছে - তাদের জন্য আপনার দোয়া ও মোনাজাতের একাংশে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত চাইবেন ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।

হে আল্লাহ, আপনি এই চেষ্টা কবুল করে নিয়ে পাঠক সহ সবাইকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করুন।

REVISED 3rd EDITION

নিবেদক
ওয়ান পাবলিকেশন
লন্ডন। ০১/০৯/২০১৮

E-mail: one.publication@yahoo.com
+447404678814



ওয়ান পাবলিকেশন

কালার কোডেড উচ্চারণ ও অনুবাদসহ

সহজ কোরআন

Design in London by :

ONE PUBLICATION
152-160 City Road,
London EC1V 2NX,UK
+ 44740 467 8814
Email : one.publication@yahoo.com



ওয়ান পাবলিকেশন
©কপিরাইট

REVISED 3rd EDITION

অনুবাদ : মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইবনে আদম
প্রকাশক ও কপিরাইট : আবু মায়মূনা ইসলাম নুসাইবাহ

প্রাপ্তিস্থান(লন্ডন)

- **AL-MANAR**
+44 20 7377 9998
- **East London Mosque**
- **Zam Zam**
- **East London Book Shop**

বাংলাদেশ পরিবেশক SHEIKH THE GREAT
৪০/২ নর্থ এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা
ফোন : ০১৭৯২৩৫১৮৬৮

Wafi Life

Hadiya - £4.99
ISBN 978-0-17-923518-2



রাসূল (সঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহ বলেনঃ

"হে আদম সন্তান,
আমার ইবাদতের জন্য তুমি নিজের
অবসর সময় তৈরী কর ও ইবাদতে
মন দাও। তাহলে তোমার অন্তরকে
প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার
দারিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। যদি তা না কর,
তাহলে তোমার হাতকে কর্মব্যস্ততায়
ভরে দেব এবং তোমার অভাব
কখনোই দূর করব না"

[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

…"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরো দিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর"

(সূরা ইব্রাহীম-৭)

…"তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।"

(সূরা আল আনফাল-৩৩)

জেনে রাখ,
আল্লাহর
যিকির দ্বারাই
অন্তর সমূহ
শান্তি পায়।

[সূরা রাদঃ২৮]

বলেনঃ
জের
দতে
রকে
মার
া কর,
তায়
ব

"অতপর যখন তোমরা
নামায শেষ কর,
তখন দাঁড়িয়ে, বসে
ও শায়িত অবস্থায়
আল্লাহর যিকির কর"

[সূরা নিসাঃ ১০৩]

...আমি কোরআনকে বুঝার জন্য
সহজ করে দিয়েছি ... (৫৪:১৭)

কালার কোডেড উচ্চারণ ও অনুবাদ সহ

সহজ কোরআন

আমলের ১৩টি ফজিলতপূর্ণ সূরাসহ
সহজ ৪৭ টি সূরা

